চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য।

(পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনঃ-লিখিত)

চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীহরকিশোর অধিকারী প্রণীত।

৺চন্দ্রনাথ

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

মূল্য ১৷৹ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

কলিকাতা,

নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

দ্বারবঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর
কে, সি, এস, আই, জি, সি, এস, আই।

Emerald Ptg. Works. Calcutta.

হইয়াছে, হইতেছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে আনন্দ বোধ করিতেছি যে এই তীর্থের উন্নতিকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে আমার বিশেষ বন্ধু—চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সিনিয়র ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের অযাচিত সাহায্য ও উপদেশ না পাইলে আমি কিছুতেই তীর্থের উন্নতিকর অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। ৺চন্দ্রনাথ তাঁহার অজস্র মঙ্গল করুন।

আশা করি গ্রন্থখানি পূর্ব্বের মত [illegible] জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অনিবার্য্য কারণে [illegible] অনিবার্য্য। ভরসা করি এই অনিচ্ছাকৃত [illegible] পাইবে। নিবেদন ইতি—

৺চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড। [illegible] পৌষ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

বিনীত
গ্রন্থকার।
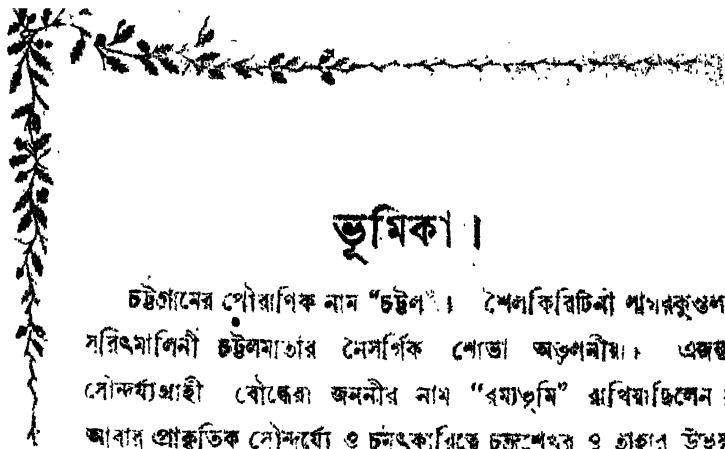
ভূমিকা।

চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম "চট্টল"। শৈলকিরিটিনী সাগরকুন্তলা সরিৎমালিনী চট্টলমাতার নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। এজন্য সৌন্দর্য্যগ্রাহী বৌদ্ধেরা জননীর নাম "রম্যভূমি" রাখিয়াছিলেন। আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও চমৎকারিত্বে চন্দ্রশেখর ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ অগ্নিপূর্ণ পবিত্র বাড়ব ও লবণাক্ষ প্রস্রবণের এবং মনোহর জলপ্রপাত সহস্রধারার তুলনা চট্টগ্রামে নাই। ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া যিনি একবার চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী শৃঙ্গদেশে চন্দ্রনাথের প্রাসাদদেশ ছায়াতে বসিয়া সম্মুখস্থ অনন্ত পারাবার নীল তরঙ্গ শোভা, উভয় পার্শ্বস্থ অনন্ত গিরিমালার স্থির শ্যাম তরঙ্গায়িত শোভা, এবং পশ্চাতে অনন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামলা প্রান্তরে নদনদীর বঙ্কিম গতি [illegible] অসংখ্য গ্রামাবলীর শোভা সন্দর্শন করিবেন; যিনি বাড়ব ও লবণাক্ষ কুণ্ডে অনল সলিলের সহিত তাঁর খেলা দেখিবেন, সর্ব্বশেষে নির্জ্জন উপত্যকায় গিরিপার্শ্বস্থ সহস্রধারার জলপ্রপাত ও কুমারীকুণ্ড দেখিবেন, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা ও মহিমাত্মক এমন তীর্থ আর কোথায়ও নাই।

আমি উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়াছি, এমন তীর্থ আর কোথায়ও দেখি নাই, যাহা দর্শন করিলে দর্শকের প্রাণ হৃদয়ও
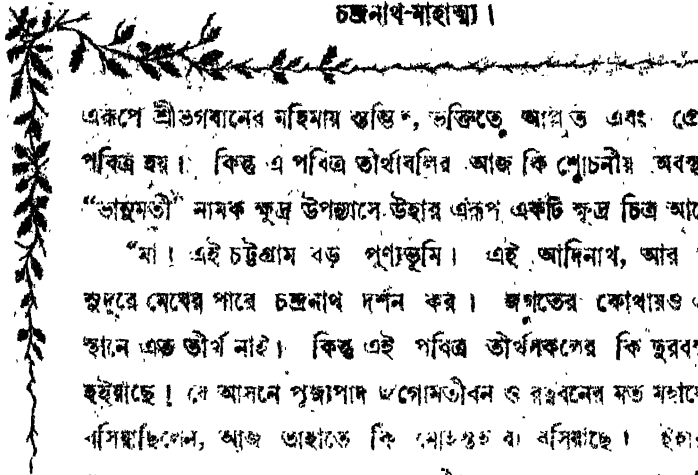
এরূপে শ্রীভগবানের মহিমায় স্তম্ভিত, ভক্তিতে আপ্লুত এবং প্রেমে পবিত্র হয়। কিন্তু এ পবিত্র তীর্থাবলির আজ কি শোচনীয় অবস্থা! “ভানুমতী” নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসে উহার এরূপ একটি ক্ষুদ্র চিত্র আছে।

“মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ওই সুদূরে মেঘের পারে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথায়ও এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থসকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে! যে আসনে পূজ্যপাদ ৺গোমতীবন ও রত্নবনের মত মহাযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মোহন্ত বা বসিয়াছে। হসন্ত মোহন্ত নহে—মোহান্ধ! ৺গোমতীবন ও রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০৲ টাকা। তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসী সেবায় ব্যয়িত হইত। তাহারা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির সমীপবর্ত্তী আস্তানে কৌপিন মাত্র পরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিতেন।

যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথাইচ্ছা “প্রণামী” প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। চন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব মোহন্ত (৺কিশোরীবন) যৌবন প্রারম্ভে যে আস্তানে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির সমক্ষে বা বক্ষের উপরে বলিলেও চলে এক দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, এবং বিদেশীয় উপকরণে সজ্জিত করিয়া সন্ন্যাস আরম্ভ করেন। তাহার পর সে অট্টালিকা ও গিরিশেখরস্থ আস্তান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এখন বহুদূরে সমতলক্ষেত্রে এক নূতন আস্তান এবং আর এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই সন্ন্যাসে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতেছেন। ইঁহার চরিত্রকাহিনী

ধর্ম্মাধিকরণে পর্য্যন্ত বারম্বার কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা আমার একথা। বাড়বের মোহন্ত সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে বিবাহ করিয়া শুনিতেছি, দেববিত্তের দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির নামে সম্পত্তি সঞ্চয় করিতেছে।

যাত্রিগণ এ মোহন্তদের প্রণাম করিয়া "প্রণামী" দেওয়া থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধাম "রেলওয়ে" পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তেরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সম্মুখে বেড়া দিয়া, প্রহরী রাখিয়া বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এতকাল "কর" বা টেক্স আদায় করিতেছিল। মহামান্য হাইকোর্ট সেই সোনতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রীগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্মসেবায় নিয়োজিত হইতেছে। দেব এবং অতিথি, সন্ন্যাসীর সেবা নাম মাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলী পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দেবালয় সকল ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে এদেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে।

সাতটি ব্রাহ্মণ পরিবার এই তীর্থের সেবায়েত অধিকারী পাণ্ডা বলিয়া পরিচিত, এবং পুরুষানুক্রমে এ সকল দেবস্থান সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই ব্রাহ্মণগণের স্বত্বাপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মোহন্ত কিশোরীবন দেববিত্ত অপব্যয়ে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল মোকদ্দমা করিয়া নিষ্ফলকাম হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের একমাত্র মহাব্রত। তীর্থধ্বংস হইলে মোহন্তদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। তাহারা যে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে, তাহাতে

তাঁহাদের স্বেচ্ছাচার স্রোত উদযাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তীর্থ রক্ষার উপায় কি ? হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সকল কি কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন মোহন্তের ভিবলীলাস্থল হইবে ? অতএব যাহাতে চন্দ্রনাথ তীর্থাদির মাহাত্ম্যের ও শোচনীয় অবস্থার প্রতি হিন্দুদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য" প্রকাশিত হইল। আশার কথা এই যে, ইতি মধ্যেই এই তীর্থের দুরবস্থার প্রতি হিন্দুসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আশা করি, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসাধারণের অনুগ্রহে এই তীর্থক্ষেত্র রক্ষা পাইবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ।

চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

দেবীপুরাণ—চৈত্র মাহাত্ম্য।

ঋষয় ঊচুঃ।

কলৌ কুত্র চ বিপ্রেন্দ্র। ভগবান্ বৃষবাহনঃ।
কস্যাং দিশি নিবসতি তদ্বদ জ্ঞানভাস্কর। ১।
অধর্ম্মেণাবৃতং সর্ব্বং কলৌ কলিকল্মাযুতং।
অতঃ পৃচ্ছামহে তুভ্যং তত্র গচ্ছামহে দ্বিজাঃ। ২।

ঋষিগণ সূতমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে দ্বিজসত্তম! অনিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সেই বৃষভবাহন দেবাদিদেব শঙ্কর কলিকালে কোথায় কোন্ দিকে বাস করিতেছেন তাহা আমাদিগকে বলুন। আপনি জ্ঞানী, আপনাতেই তত্ত্বের বিকাশ—সূর্য্যালোকেই পদার্থের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে"। ১। এখন কলিকাল। কলির প্রাদুর্ভাবে সকলই অধর্ম্মের দ্বারা কলুষিত হইতেছে। আমরা ব্রাহ্মণ আমাদের সেই স্থানেই যাওয়া উচিত। সেই জন্য আপনাকে আমরা আজ এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং পরমং বাক্যং বিস্তৃতং গুরুভাষিতং।
অধুনা মাং প্রীণীধ্বং বৈ যূয়ঞ্চাজ্ঞাননাশকাঃ। ৩।
বদামি তস্য মাহাত্ম্যমাদৌ সাধুবরাঃ শুভং।
যুষ্মাভিঃ সহ গচ্ছামি যদ্বনে শ্রীগুরুর্ম্মম। ৪।

সূত কহিলেন,—আমি গুরুমুখে যে পরমবাক্য বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনাদের নিকটে বলিতেছি শ্রবণ করুন, আপনারা স্বয়ং অজ্ঞাননাশক—সর্ব্বজ্ঞ হইয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা ব্যপদেশে আমাকে এক্ষণে পবিত্র করিতেছেন। ৩। হে সাধুবরগণ! যাহার উপরিস্থ কাননমধ্যে আমার শ্রীগুরুদেব বাস করিতেছেন, সেই পবিত্র চন্দ্রশেখর তীর্থের পবিত্র মাহাত্ম্য প্রথমে আপনাদের নিকটে বর্ণন করি, তাহার পর আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় গমন করিব। ৪।

দেশেপ্রাকৃদক্ষিণে চাস্তি স্বয়ম্ভূলিঙ্গমদ্ভুতং।
পাষাণত্বং স্বয়ং গত্বা চন্দ্রশেখরমূর্দ্ধণি। ৫।
বিরূপাক্ষাহগ্নিকোণে চ বারুণে বিল্বকোটরে।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে বর্ত্ততে পার্ব্বতীপতিঃ। ৬।

পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত, সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের শিরোভাগে অদ্ভুত শিবলিঙ্গ পাষাণ মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। ৫। বিরূপাক্ষের অগ্নিকোণে সমুদ্রের উত্তর তীরে সেই চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র, সেই পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে বিল্ববৃক্ষের কোটরে পার্ব্বতীপতি অবস্থিতি করিতেছেন। ৬।

তস্য দক্ষিণতশ্চাস্তি বাড়বাগ্নির্মনোহরঃ।
উত্তরে লবণাক্ষঞ্চ পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডকং। ৭।
পূর্ব্বে মন্দাকিনী চাস্তি বেষ্টিতা মধুরাম্বুনা।
তস্য মধ্যে নীলকণ্ঠো বৃষারূঢ়স্তু চিন্ময়ঃ। ৮।

তাহার দক্ষিণে মনোহর বাড়বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বদিকে মধুরজলশালিনী মন্দাকিনী এবং মধ্যভাগে বৃষভারূঢ় চিন্ময় দেব নীলকণ্ঠ বিরাজমান রহিয়াছেন। ৭। ৮।

শরচ্চন্দ্রাংশুজালেন বৃতং ক্ষেত্রং সুপুণ্যদম্।
যস্যার্দ্ধং চন্দ্রাকারেণ বেষ্টিতং লবণাম্বুনা। ৯।

প্রায়োমৃগগণাঃ সর্ব্বে ভাষন্তে জ্ঞানিবৎ পরং।
তত্রৈব পক্ষিণঃ সর্ব্বে জ্ঞানিনশ্চোপদেশকাঃ। ১০।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং ন ময়া গদিতুং ক্ষমং।
এবং সর্ব্বর্ত্তুভিস্তত্রৈব সমভাবৈর্ব্বিরাজতে। ১১।

যথায় শারদ শশধরের অংশুজালে সমাচ্ছন্ন লবণাম্বুপূর্ণ লবণাক্ষ মহাদেবের শিরঃ স্থিতঃ অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই লবণাক্ষ দর্শনেও উক্ত চন্দ্রনাথ ক্ষেত্র দর্শনের পুণ্যলাভ হয়। ৯। তথাকার সকল পশুই জ্ঞানী মানবের ন্যায় অপরকে উপদেশ দিয়া থাকে। তথাকার পক্ষীরাও সকলেই জ্ঞানী ও উপদেষ্টা। ১০। সেই ক্ষেত্রের মহিমা আমি সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে অক্ষম। ঐ ক্ষেত্রে সকল ঋতুই সমভাবে বিরাজমান। ১১।

নগমধ্যে নগশ্রেষ্ঠশ্চাসীত্তেন সহ দ্বিজাঃ।
তন্মধ্যে চম্পকারণ্যং কোকিলাদি নিনাদিতম্। ১২।

হে দ্বিজগণ! সেই পর্ব্বত, পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উহার মধ্যে কোকিলাদি কূজনধ্বনিমুখরিত চম্পকারণ্য বিরাজমান রহিয়াছে। ১২।

যত্র চানিলসঙ্ঘৈস্তু ঝঙ্কৃতং মুখরোদিতং।
নানা মৃগাদিসংকীর্ণং জ্ঞানিভিস্তৎ বিরাজিতং। ১৩।
আত্যন্তিকং সুদুর্দ্ধর্ষং বাড়বাগ্নিপ্রকাশিতং।
হুতাশনস্বরূপেণ ভর্গচক্ষুঃ প্রমোচিনা। ১৪।

সেই চম্পকারণ্যে মৃদুমধুরভাবে বাতাস বহিতেছে, ইতস্ততঃ পক্ষিগণ মৃগাদি পশুগণ বিচরণ করিতেছে; জ্ঞানিগণ বিরাজ করিতেছেন। ১৩। তথায় অতি দুর্ধর্ষ প্রবল বাড়বানল মহাদেবের নয়নমুক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ১৪।

ব্যাপ্তমভ্যন্তরং যত্র বাহ্যঞ্চৈব চ জৃম্ভিতং।
ব্যাপ্যাস্তে নীলকণ্ঠশ্চ পরিবারগণার্চ্চিষা। ১৫।
জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপেণ জজ্জ্বালাহর্নিশং স চ।
বালসূর্য্য প্রতীকাশং সপ্ত জিহ্বং পীনাঙ্গকং। ১৬।

সেই বাড়বানল মহাদেবের পার্শ্বচরগণের তেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভিতরে বাহিরে জলন্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ১৫। মহাদেব সেই চন্দ্রনাথ তীর্থের অপর একস্থানে বালসূর্য্যবৎ—প্রতীয়মান, জলন্ত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে অনবরত জ্বলিতেছে। ১৬।

ভিত্ত্বা পাষাণতস্তেন উত্থিতং তস্য মধ্যতঃ।
যত্রচ প্লাবিতং তোয়ৈঃ শীতশীকরবর্ষিভিঃ। ১৭।

সেই জ্যোতির্ম্ময়ের মধ্য হইতে পাষাণ ভেদ করিয়া উত্থিত জলপ্রবাহ শীতলকণাবাহী জলধারা চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিতেছে। ১৭।

তস্যাধো দৃশ্যতে গঙ্গা সা চ পাতালবাসিনী।
নাভি গঙ্গাস্তি তত্রৈব কুণ্ডরূপেণ ভো দ্বিজাঃ। ১৮।

হে দ্বিজগণ! সেই জ্যোতির্ম্ময়ের নিম্নদেশে পাতাল নিবাসিনী গঙ্গা নাভিগঙ্গারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৮।

অশোক চম্পক বকৈঃ ঝিণ্টি কাঞ্চন মল্লিকৈঃ।
জাতি যূথি লবঙ্গৈশ্চ মালুরৈশ্চ বিরাজিতৈঃ। ১৯।
রসাল তাল হিন্তালৈর্ব্বেষ্টিতং দশ দণ্ডকৈঃ।
কণ্টকাদি পাদপৈশ্চ রঞ্জকাদি সুপুষ্পিতৈঃ। ২০।

সেই ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে অশোক, চম্পক, বক, ঝিণ্টি, কাঞ্চন-মল্লিকা, জাতি যুথী, লবঙ্গ, বিল্ব, আম্র, তাল, হিন্তাল, কণ্টকী প্রভৃতি তরুরাজি সুপুষ্পযুক্ত হইয়া বিরাজ করত দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে। ১৯। ২০।

যত্রৈব পাদপাগ্রৈস্তু সপুষ্পৈঃ কীর্য্যতে মধু।
ক্রৌঞ্চ খঞ্জন কহ্লারাঃ শিবইত্যক্ষরৈঃ সহ। ২১।
চুকূজুঃ পরমাহ্লাদা হৃষ্টান্তঃকরণৈঃ সদা।
লবণাম্বুধিতোয়ৈস্তু জজ্জ্বাল বাড়বানলঃ। ২২।

তথায় পুষ্পযুক্ত বৃক্ষশাখা হইতে চতুর্দ্দিকে মধুবিকীর্ণ হইতেছে। সারস, খঞ্জন, বক প্রভৃতি বিহঙ্গকুল সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে মধুর স্বরে শিব নাম গান করিতেছে। লবণ সমুদ্রের সলিলে বাড়বানল জ্বলিতেছে। ২১। ২২।

যস্য সংসর্গতোজাত স্তীর্থরাজঃ স্বয়ং দ্বিজাঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র তোয়াথো বাড়বানলঃ। ২৩।

হে দ্বিজগণ! সেই পুণ্য চন্দ্রনাথ ক্ষেত্র যাহার সংসর্গে তীর্থরাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেই সমুদ্রোৎপন্ন বাড়বানল অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।২৩।

তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি। ২৪।
তদুপদেশং মে চাদ্য স্মরণং ভবতি ধ্রুবং।
গচ্ছাম স্তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রীগুরোরন্তিকং বয়ং। ২৫।

তথায় স্নান করিয়া ভগবানের লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবলোকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অদ্য সেই গুরুদেবের উপদেশ আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, অতএব আসুন, আমরা সেই শ্রীগুরুদেবের সন্নিকটে গমন করি। ২৪। ২৫।

ঋষয় উচুঃ—

বদ বিপ্রেন্দ্র! তৎসর্ব্বং কথং গূঢ়ত্ব মাগতঃ!
বিহায় কাশীং কৈলাসং কস্মাৎ শ্রীচন্দ্রভূষণঃ। ২৬।
কলৌ তিষ্ঠামি ইত্যুক্তং শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
কথন্তে গুরুস্তত্রৈব চাস্তেহন্যৎ সকলং ত্যজন্। ২৭।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবান চন্দ্রশেখর, কাশী, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত তথায় গুপ্তভাবে অবস্থিতি

করিলেন, তাহা আমাদিগের নিকটে বিস্তৃতভাবে বলুন। গুরুদেব চন্দ্রশেখর কি নিমিত্ত—"কলিকালে আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে থাকিব" একথা বলিয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্তই বা অন্যসকল স্থান ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। ২৬। ২৭।

সূত উবাচ।

পুরোদধিসলিলেন ব্যাপ্তং ত্রিভুবনং বরং।
কারণসলিলে মগ্নং স ব্রহ্মাণ্ডং চরাচরম্। ২৮।
দৃষ্ট্বা তথাবিধং সর্ব্বং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সসৃজে ব্রহ্মবিষ্ণু চ সৃষ্ট্যর্থং ত্র্যম্বকঃ স্বয়ং। ২৯।

সূত কহিলেন—পুরাকালে সমস্ত ত্রিভুবন সমুদ্র সলিলে পরিব্যাপ্ত, নিখিল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড কারণ-সলিলে মগ্ন হইয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল পরে ভূতস্রষ্টা ভগবান্ ত্র্যম্বক্ সমস্ত জগৎ জলমগ্ন দেখিয়া সৃষ্টি বুদ্ধি উদিত হওয়ায় প্রথমে স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন। ২৮। ২৯।

ভূত্বা তৌ তস্য নিকটেঽহঙ্কারেণ বিমোহিতৌ।
কৃতবন্তৌ চ সর্ব্বস্য শ্রেষ্ঠাবীশৌ বভূবতুঃ। ৩০।
জল্পন্তৌ তস্য প্রমুখে ততঃ সোঽপি ন দৃশ্যতে।
অন্তর্হিত্বা তদা সোঽপি জ্যোতির্লিঙ্গং তদাভবৎ। ৩১।
অজ্ঞাতবন্তৌ তৎ তৌ চ উবাচ গগনস্থিতঃ।
যেষু যেষু চ স্থানেষু মল্লিঙ্গং স্থাপিতং ময়া। ৩২।
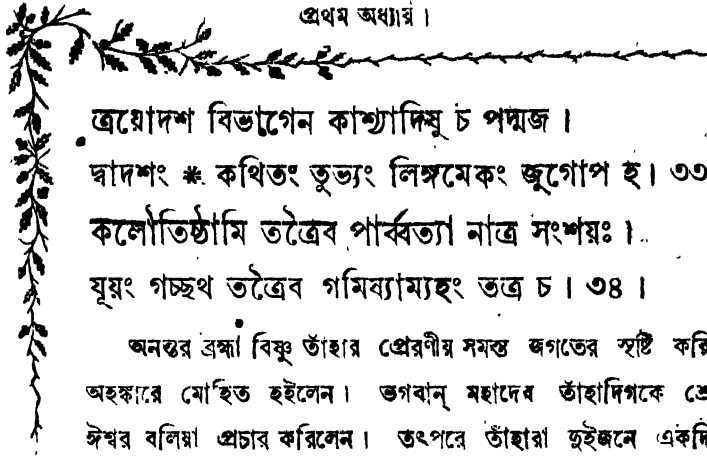
ত্রয়োদশ বিভাগেন কাশ্যাদিষু চ পদ্মজ।
দ্বাদশং * কথিতং তুভ্যং লিঙ্গমেকং জুগোপ হ। ৩৩।
কলৌতিষ্ঠামি তত্রৈব পার্ব্বত্যা নাত্র সংশয়ঃ।
যূয়ং গচ্ছথ তত্রৈব গমিষ্যাম্যহং তত্র চ। ৩৪।

অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু তাঁহার প্রেরণীয় সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া অহঙ্কারে মোহিত হইলেন। ভগবান্ মহাদেব তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দুইজনে একদিন মহাদেবের সম্মুখে কথাপ্রসঙ্গে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিলে দেব শঙ্কর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। তাঁহাদিগকে নিজ মহিমা দেখাইবার জন্য অন্তর্হিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপে আকাশে আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না, তখন লিঙ্গরূপী ভগবান্ আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে পদ্মযোনে! আমি মদীয় লিঙ্গ

---

* দ্বাদশ লিঙ্গের নাম ও অবস্থান এই—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ[১], শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন[২], উজ্জয়িনীতে মহাকাল[৩], মান্ধাতাপুরে ওঙ্কার[৪] অমলেশ্বর, পরলী বা বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথ[৫], ডাকিনীক্ষেত্রে ভীমশঙ্কর[৬], সেতুবন্ধে রামেশ্বর[৭], দারুকাবনে নাগেশ্বর[৮], বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর[৯], গোদাবরীতে ত্র্যম্বক[১০], হিমালয়ে কেদার[১১], ইলাপুরে ঘুশ্মেশ্বর[১২]।

ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া কাশী প্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশটী রাখিয়া দিলাম; এই দ্বাদশটী লিঙ্গের কথা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। একটী কেবল গোপন করিয়া রাখিলাম, আমি কলিকালে পার্ব্বতীর সহিত এই ত্রয়োদশ লিঙ্গরূপে তথায় থাকিব। তোমরা তথায় গমন কর আমি তথায় গমন করিব। ৩৩—৩৪।

গমিষ্যথ ততঃ পশ্চাদমরৈ স্তত্র পদ্মজ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতঃ শম্ভুস্তত্রাগাদুময়া সহ। ৩৫।
অদ্যাপি দৃশ্যতে লিঙ্গং হরগৌরীতি সংজ্ঞকং।
তৎ ত্রিযুগে চাতি গুহ্যমাসীত্তীর্থঞ্চ চানঘং। ৩৬।

"হে পদ্মযোনে! এক্ষণে তোমরা দুইজনে তথায় চল, পরে অন্যান্য দেবগণও তথায় গমন করিবেন।" এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া উমা সমভিব্যাহারে সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় হরগৌরী নামক লিঙ্গ মূর্ত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেই পাপ সম্পর্ক শূন্য পবিত্রতীর্থ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগে অপ্রকাশ ছিল। ৩৫। ৩৬।

কলৌ প্রকাশরূপেণ লোকানান্তু হিতায় বৈ।
সকলৈ শ্চামরৈস্তীর্থে বসন্নাস্তে বৃষাসনঃ। ৩৭।

এক্ষণে কলিকাল, জীবগণ পাপাচারে রত, এইজন্য তাহাদের উদ্ধার নিমিত্ত সেই পবিত্র তীর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তীর্থে ভগবান্ বৃষবাহন নিখিল দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ৩৭।

একদা ব্যাস দেবোঽপি কাশীক্ষেত্রনিবাসিভিঃ।
তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে পারাশর্য্যঃ পরন্তপঃ। ৩৮।
মহানন্দ নিমগ্নৈস্তৈর্জটামণ্ডলধারিভিঃ।
তপসা ধৌতকলুষৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্বিবেকিভিঃ। ৩৯।
শিবজ্ঞানাৎ পরং জ্যোতিঃ প্লাবিতং জঙ্গমাদিকং।
দৃষ্ট্বা তৈস্তং মহাপ্রাজ্ঞং নারায়ণমিবাপরং। ৪০।
জাতিশীলবিহীনং তং মৎস্যগন্ধাত্মজং শুচিং।
একাসনসমায়াতং একক্ষেত্র নিবাসিনম্। ৪১।
কুলহীনং কৃশাঙ্গঞ্চ মুনীনামিব তিলকম্।
ক্রিয়তে চ তদা কোপো ব্যাসায় ক্ষেত্রবাসিভিঃ। ৪২।
ততো ভৃগুপতিস্তস্তু প্রোবাচের্ষাযুতং বচঃ। ৪৩।

একদা কাশীক্ষেত্রে নিবাসী ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণ সেই কাশীধামে তপস্যা করিতেছিলেন; তাঁহাদের মস্তকে জটামণ্ডল, তপস্যা দ্বারা তাঁহাদের পাপক্ষালন হইয়াছে; আত্মবিচার শক্তি উদিত হইয়াছে; তাঁহারা মহানন্দে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতেছেন। এমত সময়ে পরাশর পুত্র অতি তেজস্বী ব্যাসদেব তপস্যাচরণ মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনিও তৎকালে বহুকাল তপস্যার দ্বারা শিবজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সমীপস্থ প্রাণীবর্গকে উদ্ভাসিত করিতেছিল; সেই মহাবুদ্ধি ব্যাসদেব দ্বিতীয় নারায়ণবৎ প্রতিভাত

হইতেছিলেন। মুনিগণের তিলক স্বরূপ সেই পবিত্র মূর্ত্তি সেই ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে বসিলেন দেখিয়া সেই ক্ষেত্রবাসী অন্যান্য মুনিগণ বিরক্ত হইলেন। কুলশীলবিহীন মৎস্যগন্ধার পুত্র ব্যাস তাঁহাদের ক্ষেত্রে তঁাহাদের একাসনে আসিয়া বসিলেন দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার উপর কুপিত হইলেন। অনন্তর ভৃগু ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া ঈর্ষাযুক্ত বচনে তাঁহাকে বলিলেন। ৩৮—৪৩।

ভৃগুরুবাচ।

কস্ত্বং কুত ইহায়াতঃ, কস্য সূনুঃ কুলঞ্চ কিং ?
কস্মিন্নিবসসি ? পূর্ব্বং, বদ সত্যং বচশ্চ নঃ। ৪৪।

ভৃগু বলিলেন,—তুমি কে ? কাহার পুত্র ? কোন বংশে তোমার জন্ম, কোথা হইতে আসিলে, পূর্ব্বে কোথায় থাকিতে, তাহা আমাদিগের নিকটে সত্য করিয়া বল। ৪৪।

ব্যাস উবাচ।

পরাশর সুতোঽহং বৈ মৎস্য গন্ধোদরোদ্ভবঃ।
যুষ্মান্ দ্রষ্টু মাগতোঽহং বিশ্বনাথঞ্চ সত্তমাঃ। ৪৫।
যুষ্মাভিস্তু সহাবাসং করোমি মুনি পুঙ্গবাঃ
সাধুভিঃ কৃতকর্ম্মভির্দীয়তাং স্থিতিরুত্তমা। ৪৬।

ব্যাস উত্তর করিলেন, আমি পরাশরের পুত্র, মৎস্যগন্ধার গর্ভে আমার জন্ম! আমি বিশ্বনাথের এবং আপনাদিগের দর্শন করিব

বলিয়া এখানে আসিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা কৃতকর্ম্মা সাধু, এই নিমিত্ত আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমাকে নিকটে স্থান দান করুন। ৪৫। ৪৬।

ইত্যেবং বাচ্যমানন্তং বচোভিস্তু সমন্বিতৈঃ
নিরস্তং ভৃগুণা-ব্যাসং কাম ক্রোধ বিবির্দ্ধিভিঃ। ৪৭।
মৎস্যগন্ধাসুতস্ত্বং হি শৃণু বাচং কুলোজ্ঝিতঃ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে অস্য জন্ম প্রকীর্ত্তনম্। ৪৮।

ব্যাসদেব এ কথা বলিলে ভৃগু কাম ক্রোধ বৃদ্ধিকর নিষ্ঠুরবচনে তাঁহাকে দূর দূর করিয়া বলিলেন;—তুমি মৎস্যগন্ধার পুত্র, অসৎ কুলে তোমার জন্ম, তুমি আমার কথা শুনিয়া এই স্থান হইতে চলিয়া যাও। হে মুনিগণ! আপনারা ইহার জন্ম বিবরণ বোধ হয় জানেন না; অতএব শুনুন। ৪৭। ৪৮।

যদাতে জননী চাসীৎ যমুনায়াং ক্ষপেশ্বরী।
মীনজাতা গন্ধযুতা তরণী গৃহীতা সতী। ৪৯।

ওরে মৎস্যগন্ধার পুত্র! তোমার মাতা মৎস্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার গাত্র হইতে অবিরত মৎস্যগন্ধ বাহির হইত, সে যমুনায় নৌকা লইয়া কর্ণধারের কাজ করিত। ৪৯।

দৈবাৎ পরাশরস্তত্র চাগত্য যমুনা তটং।
আরুহ্য তরণীং তস্য মুনের্দ্দর্শনতঃ ক্ষণাৎ। ৫০।

সুমধ্যা সুরসা সা হি বভূবাতি মনোরমা।
সুগন্ধাসৌ ষোড়শীয়া রূপলাবণ্যসংযুতা। ৫১।

একদা দৈবযোগে পরাশর যমুনা পারে গমন করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাহার নৌকায় আরোহণ করেন। সেই মুনিকে দেখিবামাত্রই তোমার মাতা মৎস্যগন্ধা ক্ষণকাল মধ্যে অতি মনোহর রূপ প্রাপ্ত হইল; তখন সে রূপলাবণ্যশালিনী ক্ষীণাঙ্গী সুরসিকা ষোড়শী যুবতি হইয়া গেল; তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে পদ্মগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ৫০।৫১।

দৃষ্ট্বা তাং স চ কামান্ধঃ রতিরঙ্গী কৃত্যতয়া।
তত্রোদ্ভবোহসি সঃ প্রাজ্ঞ ন কুণ্ডো ন চ জারজঃ। ৫২।
সোহস্মাভিস্ত্বং তপঃ কর্ত্তুং শক্নোষি কথমত্র চ।
গন্তব্যং তব স্বস্থানং ন স্থেয়ং কালমত্র চ। ৫৩।

সেই মুনি তাহাকে দেখিয়া কামান্ধ হইয়া গেলেন; দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহার প্রেমে মজিলেন। ওহে মূর্খ! তুমি সেই মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে; এক্ষণে শুনিলে ত তোমার পরিচয়, তুমি জারজ বা কুণ্ড সন্তান নহ। এই ত তোমার জাতি কুল, তবে তুমি আমাদিগের সহিত এখানে কিরূপে তপস্যা করিতে চাও; তুমি স্বস্থানে গমন কর; ক্ষণকালের জন্যও তুমি এ স্থানে থাকিতে পারিবে না। ৫২। ৫৩।

শ্রুত্বা পরাশর সুতো বচস্তদাত্মনিন্দকং।
বধং শিবায় দাস্যামি চেতসীদং বিভাব্য চ। ৫৪।

অহো শিবাশিবং মে চ বৰ্ত্ততে শূলধৃক্ পুনঃ।
কথং বিড়ম্বনং মে তে নীলকণ্ঠাজীনাম্বর। ৫৫।

পরাশর নন্দন ভৃগুর মুখে এই আত্মগ্লানিকর কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন, "শিবের নিকট আত্মহত্যা করিব" এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে বলিলেন; দেব মৃগাজীনধারী নীলকণ্ঠ, আপনি শূল ধারণ পূর্ব্বক সকলের মঙ্গল সাধনে উদ্যত রহিয়াছেন। আমি আপনারই সেবক; অতএব আপনি নিকটে থাকিতে আমার এইরূপ অমঙ্গল ঘটিল কেন? আমি এইরূপ অপমানিত হইলাম কেন? ৫৪। ৫৫।

ইতো গচ্ছামি অদ্যৈব পামর জ্ঞান বঞ্চক।
অমর্ষাবিষ্ট ইত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ। ৫৬।
ক্ষেত্রাদ্বহির্যদা গন্তুং মনশ্চক্রে পরন্তপঃ।
তদা বৃষাসনঃ সাক্ষাদভবৎ তস্য পূর্ব্বতঃ। ৫৭।

"রে ক্রুদ্ধ পামর! তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, আমি অদ্যই এ স্থান হইতে, বিশেষতঃ তোমাদিগের নিকট হইতে যাইতেছি" এই বলিয়া অতি তেজস্বী সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব সেই ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত যেমন উদ্যত হইলেন, অমনি দেব বৃষভবাহন তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া আগমন করিলেন। ৫৬। ৫৭।

উবাচ তং জ্ঞানিবরং নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ।
মদংশস্ত্বং মুনিবর শৃণুবাচং পরন্তপ। ৫৮।

ক্ষেত্রং মেহস্তীহ গুহ্যং তদ্দেবানামপি দুর্লভং।
মহারম্যং মহাগুহ্যং শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনে। ৫৯।

বৃষবাহনে অধিরূঢ় নীলকণ্ঠ সেই জ্ঞানিবর ব্যাসদেবকে কহিলেন, ওহে তেজস্বী মুনিবর! তুমি আমার অংশ সম্ভূত. তুমি যে সে লোক নহ, তুমি উহাদের কথায় রাগ করিও না, আমার কথা শুন। হে মুনে! চন্দ্রশেখর নামে আমার একটি অতি গুপ্ত ক্ষেত্র আছে, সেই মনোরম গুপ্ত ক্ষেত্র দেবতাদিগেরও দুর্লভ। ৫৮। ৫৯।

দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং হ্যাগ্নিকোণেঽস্তি তত্ত্ববিৎ।
সদা কলৌ চ স্থাস্যামি উমযা চন্দ্রশেখরে। ৬০।
সর্ব্বক্ষেত্রাধিকং বিদ্ধি শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনে।
সর্ব্বতো দ্রুমশাখাভিশ্ছাদিতং বারিতাতপং। ৬১।

হে তত্ত্ববিৎ! সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বাস করিবার নিমিত্ত দেবগণ অতিশয় ব্যাকুল হন। অগ্নিকোণে সেই ক্ষেত্র অধিষ্ঠিত। আমি কলিকালে উমার সহিত সেই চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অবস্থান করিব। হে মুনে! শ্রীচন্দ্রশেখর ক্ষেত্র নিখিল পবিত্র ক্ষেত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষশাখায় ক্ষেত্রটী আবৃত রহিয়াছে, অভ্যন্তরে রবিকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না। ৬০। ৬১।

বনপ্রিয়াদিভিস্তত্র কূজিতং মধুরৈঃ স্বরৈঃ।
জ্ঞানিভিস্তত্ত্বদৃষ্টৈশ্চ স্থীয়তে গহনান্তরে। ৬২।

যত্র ব্রহ্মাদিভি স্তত্র স্থানং চক্রে অহর্নিশং।
ঋষয়শ্চ সগন্ধর্ব্বা যক্ষাশ্চ ভৈরবস্তথা। ৬৩।
সিদ্ধা মহর্ষয়ো যত্র নিত্যমাসত আশ্রমে।
ষড়ৃঋতু ফলপুষ্পাদ্যৈঃ পাদপাঃ সন্তি তদ্বনে। ৬৪।

কোকিলাদি পক্ষিগণ অবিরত মধুর স্বরে তথায় কূজন করিয়া থাকে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ সেই গহন মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ দিবারাত্রি সেই ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মহর্ষি, ভৈরব প্রভৃতি সেই আশ্রমে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। সেই কানন মধ্যে বৃক্ষ সকল নিয়ত যুগপৎ ছয় ঋতুর ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। ৬২। ৬৩। ৬৪।

অপ্রকাশঞ্চাতি গুহ্যং বনং সর্ব্বর্ত্তুশোভনং।
অথ নাগবিশিষ্টং যৎ প্রত্যাসন্নার্দ্ধচন্দ্রবৎ। ৬৫।
তস্য দক্ষিণতঃ সিন্ধুঃ স্তীর্থরাজঃ পরন্তপ।
যস্য সংসর্গমায়াতি গঙ্গা ভাগীরথীদ্বিজাঃ। ৬৬।

সেই কানন, সকল ঋতুতেই শোভাময়, এযাবৎ উহা অপ্রকাশ অতি গুহ্য রহিয়াছে, হে পরন্তপ! তাহার দক্ষিণে তীর্থরাজ সিন্ধু, হে দ্বিজ! ভাগীরথী গঙ্গা যাহার সংসর্গ লাভের আশায় তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ৬৫। ৬৬।

তথা হিমাদ্রিমে শ্লাঘ্যস্তথা শ্রীচন্দ্রশেখরঃ।
শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবৈঃ সদা স্থাস্যামি হে মুনে। ৬৭।

হিমালয়কে আমি যেরূপ প্রশংসা করি, চন্দ্রশেখরকেও সেইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকি। হে মুনে! আমি দেবগণের সহিত সেই চন্দ্রশেখরে সর্ব্বদা বাস করিব। ৬৭।

কৃত্বোপদেশন্তস্মৈ চ স বভূব পরন্তপঃ।
শুদ্ধ স্ফটিক কুন্দেন্দু প্রতিমঃ কুণ্ডলোজ্জ্বলঃ। ৬৮।
জটাভির্ব্বেষ্টিত শিরাঃ ফণিভিশ্চ বিরাজিতঃ।
শবাবতংসশ্চার্দ্ধেন্দুলসিতঃ সুমনোহরঃ। ৬৯।

যাঁহার শরীরকান্তি বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি, কুন্দ পুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, যাহার কর্ণে কুণ্ডল ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেই মহাদেব ব্যাসদেবকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যাসদেব তাদৃশ তেজস্বিতা লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলেন, তথায় দেখিবে আমি যে মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি, তাহার মস্তক জটাভারে বেষ্টিত তদুপরি ফণিগণ বিরাজিত, মস্তকে শবের শিরোভূষণ, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, দেখিতে অতি মনোহর। ৬৮। ৬৯।

ভুজঙ্গেনোরসি যস্য রাজিতং পরমাদ্ভুতং।
চতুর্ভুজো মহারম্যো মুখপদ্ম বিরাজিতঃ। ৭০।
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানো ডমরু শূলধৃক্ তথা।
বিশাল ব্রহ্মসূত্রঞ্চ ধারয়ংশ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং। ৭১।
সদা ভস্মোপবীতাভ্যাং শোভতে শরদিন্দুবৎ।
বৃষঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ বাহনন্তু শিবস্য তু। ৭২।

পাদয়োর্নূপুরা ভ্যাস্তু রাজতে কিঙ্কিনী স্বরৈঃ।
ভৈরবাণাং স্বনৈশ্চৈব পশুপক্ষিনিনাদিতৈঃ। ৭৩।

আরও দেখিবে (মদীয় মূর্ত্তি) বক্ষঃস্থলে ভুজঙ্গবেষ্টিত থাকায় অতি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে মুখমণ্ডল অতি শোভাময় পদ্মের ন্যায় প্রতীয়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দেখিতে অতি মনোরম। কটিতটে ব্যাঘ্র চর্ম্ম, এক হস্তে ডমরু, অপর হস্তে ত্রিশূল, কণ্ঠে ব্রহ্মসূত্র বিলম্বিত; ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক। সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা ভস্মধবলিত, এই সারদ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তথাকার শিবের বাহন ও বৃষভ,—সেই বৃষভও সর্ব্বগুণান্বিত, দুই চরণে নূপুর ও কিঙ্কিনী কণু রুণু বাজিতেছে; পশু পক্ষীর রব এবং ভৈরবদিগের চীৎকারে, সেই নূপুরধ্বনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আরও মনোরম হইয়াছে। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩।

এতৈঃ রূপ বিশিষ্টৈস্তু ভগবানুময়া সহ।
বসামি তত্র ইত্যুক্তং ব্যাসায় মুনিপুঙ্গবাঃ। ৭৪।

"আমি এইরূপই ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া, এইরূপই অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উমার সহিত তথায় অবস্থান করিতেছি।" হে মুনিবরগণ মহাদেব ব্যাসদেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৭৪।

তত্র গচ্ছ মুনিশ্রেষ্ঠ! মল্লিঙ্গাগ্রে পরন্তপ।
সর্ব্বাভীষ্টং প্রাপ্স্যসি চেৎ সত্যং সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। ৭৫।
মৎক্ষেত্রং শিবদং স্বস্থ মস্তে চ মোক্ষদায়কং।
অন্নপূর্ণা নিবসতি সদাস্বরূপধারিণী। ৭৬।

এবম্ভূতে সিদ্ধপীঠে বসন্তং পার্ব্বতীযুতং।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে শম্ভুর্মুনয়ে জ্ঞানশালিনে। ৭৭।

আরও বলিয়াছিলেন—"হে অতি তেজস্বী মুনিবর! তুমি তথায় আমার লিঙ্গ সমীপে গমন কর। তাহা হইলে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে; তাহাতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে সন্দেহ নাই। আমার সেই পবিত্র ক্ষেত্র মঙ্গলদায়ক, দেখিবে সেই স্থানটি স্বভাবে অবস্থিত কূটস্থ চৈতন্যবৎ নির্ব্বিকারভাবে বিরাজমান; তথায় গমনে সত্য সত্যই তোমার মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইবে; তথায় কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিলেই জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এই পবিত্র সিদ্ধক্ষেত্রেই আমি পার্ব্বতীর সহিত বাস করিয়া থাকি।" জ্ঞানশালী মুনিবর ব্যাসের নিকটে এই কথা বলিয়াই শম্ভু অন্তর্হিত হইলেন। ৭৫। ৭৬। ৭৭।

ততঃ সত্যবতী সূনুঃ শ্রুত্বা বাক্যং হরস্যতু।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং শ্রীশৈলং নারদো যথা। ৭৮।

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, নারদ যেরূপ শ্রীপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই চন্দ্রশেখরে গমন করিলেন। ৭৮।

গত্বা তপঃ সমারেভে সদা চ ধ্যানমানসঃ।
হিমজালবৃতঃ কচিদ্ধুতাশন সমীপতঃ। ৭৯।
নিরাহারঃ কদাশেষে তদ্ভাব ভাবনা গতঃ।
প্রাণায়াম গতঃ কচিৎ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রং জপন্। ৮০।

তথায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন হইয়া কখন হিমাচ্ছন্নে, কখন বা অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা শিবভাবে বিভোর হইয়া কখন প্রাণায়াম কখন বা পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৭৯। ৮০।

দৃষ্ট্বা তপোরতন্তঞ্চ স্বয়ম্ভূর্হর্ষমাগতঃ।
ভূত্বা প্রত্যক্ষমদবৎ বরং গৃহ্ন পরন্তপ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ। ৮১।

ব্যাসদেব এইরূপে কঠোর তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন দেখিয়া ভগবান্ শম্ভু সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—হে পরন্তপ! তুমি বর গ্রহণ কর। ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন। ৮১।

গর্হিতোঽহং যদা দেব! মুনিভিঃ কাশীবাসিভিঃ।
তবোপদেশাদ্গন্তব্য মত্রৈকেন ময়া বিভো। ৮২।

হে দেব! হে বিভো! কাশীবাসী মুনিগণ আমাকে নিন্দা করিলে আমি আপনার উপদেশে একাকী এই স্থানে আগমন করিয়াছি। ৮২।

কৃতং যথোপদেশো মে কাশীস্থেন মহাত্মনা।
তথাভবাম গিরিশ দেহি চৈবং বরং শুভং। ৮৩।
সমস্ততীর্থৈস্ত্বঞ্চাত্র তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠ সিন্ধু সমীপে চ শ্রীচন্দ্রশেখরে হর। ৮৪।

গয়াদীনীহতীর্থানি যানি সন্তীহ ভূতলে।
তান্যত্র স্থাপয়িত্বা তু ত্রৈলোক্য তারণং কুরু। ৮৫।

হে গিরিশ! হে মহাত্মন্! কাশীতে অবস্থান কালে আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে আপনি এই স্থানে থাকুন এই শুভবর আমাকে প্রদান করুন। হে শিব! আপনি এই চন্দ্রশেখর তীর্থে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থান করুন। সিন্ধুসমীপবর্ত্তী এই ক্ষেত্রে সমস্ত তীর্থ আনয়ন পূর্ব্বক এই স্থানেই আপনি থাকুন। এই ভূমণ্ডলে গয়া প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমুদয় তীর্থ এই স্থানে স্থাপন করিয়া ত্রৈলোক্যের উদ্ধার করুন। ৮৩। ৮৪। ৮৫।

সিদ্ধির্ভবতু তেহভীষ্ট মিত্যুক্ত্বা তং কৃপানিধিঃ।
স তস্য পশ্যতঃ শম্ভুস্ত্রিশূলেন ব্যলিখ্যত। ৮৬।
সোহপি কুণ্ডাকৃতির্ভূত্বা বারিপূর্ণো বভূবহ।
তস্যান্তরেহগ্নিনাদীপ্তিঃ ক্রিয়তে ধূমবেষ্টিতা। ৮৭।

কৃপানিধি শম্ভু "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" এই কথা বলিয়াই দেখিতে দেখিতে তৎস্থানে ত্রিশূল দ্বারা খনন করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার ত্রিশূলাঘাত স্থান কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া জলপূর্ণ হইয়া গেল; অভ্যন্তর হইতে ধূমবেষ্টিত অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল। ৮৬। ৮৭।

দৃষ্ট্বানন্দং গতেং ব্যাস স্তস্যপশ্চিমতঃ স্বয়ং।
পরংধ্যান গতশ্চাস্তে ধৃত্বা পাষাণ বিগ্রহং। ৮৮।

দ্বিভুজমুপবীতঞ্চ জটামণ্ডলধারিণং।

চর্ম্মাম্বর পরিধানং কবীন্দ্রৈঃ সেবিতং স্বয়ং। ৮৯।

ব্যাসদেব তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চিম পার্শ্বে পাষাণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পরব্রহ্মধ্যানরত হইয়া রহিলেন। সেই ব্যাসদেবের দুই বাহু, কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র, মস্তকে জটাভার, পরিধান চর্ম্মবসন, বড় বড় ঋষিগণ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ৮৮। ৮৯।

যস্যভাষাখিলমিদং বেদমার্গস্থিতং জগৎ।

বেদাগম মহাসিন্ধুং নির্ম্মথ্য জ্ঞানদণ্ডকৈঃ। ৯০।

পুনাতু সতু ত্রৈলোক্যং ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকাশকঃ।

অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্যাসঃ কুণ্ড পশ্চিমতো দিশি।৯১।

তাঁহার ভাষাতেই এই নিখিল জগদ্বাসীলোক বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছে। তিনি জ্ঞানরূপমন্থনদণ্ডদ্বারা বেদশাখারূপ মহাসাগর মন্থন করিয়া সার উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম অধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশ করতঃ ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন। অদ্যাপি সেই ব্যাসদেব সেই কুণ্ডের পশ্চিম দিকে পাষাণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন দেখা গিয়া থাকে ৯০। ৯১।

চতুর্ভুজাংশরূপেণ পবিত্রঞ্চ ভূমণ্ডলং।

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু স্বয়ম্ভুলিঙ্গমদ্ভুতং। ৯২।

তথায় মহাদেবের চতুর্ভুজমূর্ত্তি দ্বারা ভূমণ্ডল পবিত্র হইতেছে। তথাকার অদ্ভুত শিবলিঙ্গ ত্রিলোকদুর্লভ। ৯২।

মালুরবেষ্টিতং তঞ্চ লোকমেব বিধায়কং।
ত্রিপুরা ভৈরবী শ্যামা তথা কাত্যায়নীতি চ। ৯৩।
চতুর্ভুজা মহাকালী চাস্তে তস্য সমন্ততঃ।
একোনকোটিলিঙ্গস্তু যদ্বনে ভগবানভূৎ। ৯৪।

ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবদেব শঙ্করের সেই অদ্ভুত লিঙ্গমূর্ত্তি চতুঃপার্শ্বে বিল্ববৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে ত্রিপুরা ভৈরবী-শ্যামা, কাত্যায়ণী ও চতুর্ভুজা মহাকালী এই কয় শক্তি বিরাজ করিতেছেন। সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের উপরেই উপরিস্থ কাননে একোনকোটি লিঙ্গমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। ৯৩। ৯৪।

পাষাণ কোটরান্তস্থঞ্চাতি সূক্ষ্মং বরপ্রদং।
মৎস্যঃ কূর্ম্মোবরাহশ্চ নরসিংহাদি বিগ্রহাঃ।
সন্তি তত্র মহাপ্রাজ্ঞাঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে দ্বিজাঃ। ৯৫।

তন্মধ্যে পাষাণের কোটর মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম লিঙ্গমূর্ত্তিই সমধিক মহিমান্বিত, তিনি সকলকে বরদান করিয়া থাকেন। হে মহাবুদ্ধিশালী দ্বিজগণ! সেই তীর্থে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৯৫।

রামচন্দ্রঃ স্বয়ং যত্র সীতয়া চ সলক্ষ্মণঃ।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবং সোঽপি লেভে সর্ব্ব মনোরথং।
যত্র চট্টেশ্বরী দেবী চান্নপূর্ণা বভূবহ। ৯৬।

দুষ্টানাং প্রাণনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ।
লিঙ্গরূপং সমাস্থায় শ্রীচন্দ্রশেখরে বসন্‌। ৯৭।

সেই চন্দ্রশেখর তীর্থে স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক সেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী তথায় চট্টেশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সেই চন্দ্রশেখরে বাস করিতেছেন। ৯৬। ৯৭।

বিরূপাক্ষে কদাদেবো ভাবান্যা চ ভূতেশ্বরঃ।
কদাচ চম্পকারণ্যে কদাচ বাড়বানলে। ৯৮।
কদা মন্দাকিনী গতঃ স চ দেবঃ স্মরান্তকঃ।
বভ্রাম কাননে রম্যে লবণাম্বু সমীপতঃ। ৯৯।

কন্দর্পদহন দেব ভূতপতি সেই তীর্থক্ষেত্রে ভবানীর সহিত কখন বিরূপাক্ষে, কখন চম্পকারণ্যে, কখন বাড়বানলে, কখন মন্দাকিনীতে, কখন লবণাক্ষ সমীপে, কখন বা রমণীয় কাননে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৯৮। ৯৯।

ভূচরাঃ খেচরাঃ সিদ্ধা মানবা দানবাদয়ঃ।
নিত্য মায়ান্তি যত্রৈব তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিনঃ। ১০০।

ভূচর, খেচর, সিদ্ধ, মনুষ্য, দৈত্য প্রভৃতি সকলেই প্রতিদিন সেই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দর্শনাভিলাষে তথায় আগমন করিয়া থাকে। ১০০।

মহাসিদ্ধৈর্বহরো যত্রাসীদুময়া সহ।
আদিদেবো মহাদেবো গণেশ জনকঃ শিবঃ। ১০১।

গণেশের জনক আদিদেব সংহর্ত্তা অথচ মঙ্গলময় মহাদেব মহাযোগীর ন্যায় উমার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। ১০১।

ফল্গু * বস্তু পরাং প্রাপ্য যশ্চ পিণ্ডং প্রদাপয়েৎ।
কিং বদামি ফলং তস্য পিণ্ডদানস্য ভোদ্বিজাঃ। ১০২।

হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি তথাকার মনোহর ফল্গু নদীতে গিয়া পিণ্ডদান করে, তাহার পিণ্ডদানের ফলের কথা বলা বর্ণনাতীত। ১০২।

যদি কদাচিৎ পুরুষঃ পুণ্যবান্ সৎকুলোদ্ভবঃ।
গত্বা চ ম্রিয়তে তত্র স গচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিং। ১০৩।

সদ্বংশজাত পুণ্যবান মানব নিজ পুণ্যবলে যদি কখন তথায় গিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে শিব সন্নিধানে গমন করে। ১০৩।

শ্রীচন্দ্রশেখরে রম্যে লোকামরবিধায়িনি।
মানবাঃ পতগা ব্যাঘ্রা মৃগাশ্চ শশকাদয়ঃ। ১০৪।
অথাত্মনা স্বয়ং ভূত্বা তেষাং মোক্ষায় কল্পতে।
শিবো জীবগতঃ সাক্ষাৎ যদ্বনে মোক্ষদায়কঃ।১০৫।

* স্মরণাতীতকাল হইতে এই স্থানে 'পাদগয়া' বলিয়া যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিতেছেন। চির আচরিত প্রথানুযায়ী কার্য্যই কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা।

ভুজঙ্গাঃ সন্তি যত্রৈব শিব মূর্দ্ধ্নি প্রবাসিনঃ। ১০৬।
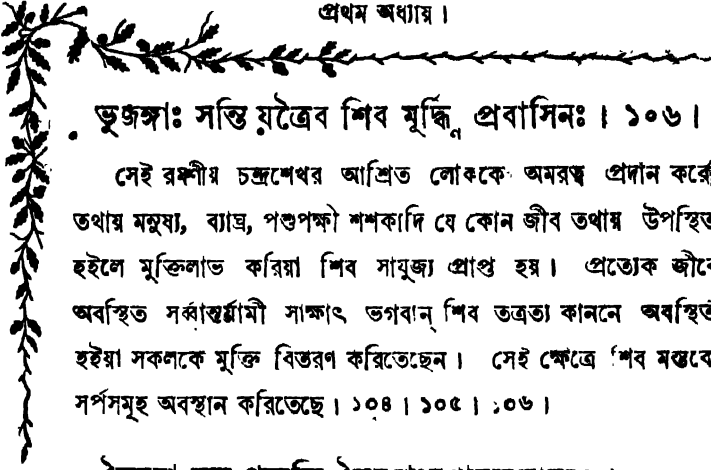
সেই রক্ষণীয় চন্দ্রশেখর আশ্রিত লোককে অমরত্ব প্রদান করে, তথায় মনুষ্য, ব্যাঘ্র, পশুপক্ষী শশকাদি যে কোন জীব তথায় উপস্থিত হইলে মুক্তিলাভ করিয়া শিব সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জীবে অবস্থিত সর্ব্বান্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ভগবান্ শিব তত্রত্য কাননে অবস্থিত হইয়া সকলকে মুক্তি বিতরণ করিতেছেন। সেই ক্ষেত্রে শিব মস্তকে সর্পসমূহ অবস্থান করিতেছে। ১০৪। ১০৫। ১০৬।

ভৈরবা যত্র গচ্ছন্তি ভৈরবাংশোদভূতাদয়ঃ।
স্বর্গঙ্গা প্লাবিতং যস্য জটামণ্ডল বেষ্টিতা। ১০৭।
কদা প্রাণান্ বিমুঞ্চামি শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ।
ইত্যেবং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে প্রাণধারিভিঃ।১০৮।

ভৈরবগণ এবং ভৈরবের অংশ সম্ভূত ভূতাদিগণ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। মহাদেবের জটাভারবেষ্টিনী মন্দাকিনী সেই ক্ষেত্রকে পবিত্রজলে প্লাবিত করিতেছেন। ত্রিজগদ্বাসী প্রাণিগণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকে যে "কবে আমি শ্রীচন্দ্রশেখর পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করিব।" ১০৭। ১০৮।

যত্র কাশীং প্রয়াগঞ্চ ভুবনেশং সরিৎপতিং।
গঙ্গাঞ্চ নৈমিষারণ্যং চৈকত্র দর্শনম্ভবেৎ।
সূক্ষ্মং পবিত্র পুরুষং লিঙ্গরূপেণ রাজ্যতে। ১০৯।

সেই স্থানে গমন করিলে কাশী, প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, গঙ্গাসাগর, গঙ্গা ও নৈমিষারণ্য একত্র দর্শনের ফললাভ হয়। স্বয়ং পবিত্র পুরুষ তথায় লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১০৯।

সর্ব্বমূর্ত্তিঃ ক্ষিতিপতেঃ পৃথিবী পরিপাল্যতে।
ভবমূর্ত্তিশ্চ পাতালে বহ্নি মূর্ত্তিশ্চ বাড়বে। ১১০।
উগ্রমূর্ত্তি র্জীবগতো নীলরূপেণ ভাসতে।
ভীম মূর্ত্তিশ্চ ব্যোম্নিতু যজমানোর্চ্চনে জনে। ১১১।
মহাদেবশ্চন্দ্রমূর্ত্তিঃ সুধারূপেণ কাশতে।
ঈশান মূর্ত্তিঃ সূর্য্যোসৌ জ্যোতিরূপেণ রাজতে।১১২।
এষামূর্ত্তির্ভর্গঃ শম্ভোঃ প্রকাশ জনকো মহান্।
ক্ষিত্যপতেজাদি রূপেণ চন্দ্রশেখর মূর্দ্ধনি। ১১৩।

মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি ক্ষিতিপতিরূপে পৃথিবী পালন করিতেছেন। পাতালে তাঁহার ভবমূর্ত্তি, বাড়বে তাঁহার বহ্নিমূর্ত্তি, প্রত্যেক জীবে তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি নীলরূপে বিকাশ পাইতেছে। তাঁহার ভীমমূর্ত্তি আকাশে বিরাজমান। তাঁহার যজমান মূর্ত্তি যাজক পূজাকারী ব্যক্তিতে বর্ত্তমান। মহাদেবের সোমমূর্ত্তি ঐ চন্দ্রসুধারূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার ঈশানমূর্ত্তি ঐ সূর্য্য জ্যোতিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাদেবের এই প্রকাশময় মহামূর্ত্তি সমূহ সমস্তই ঐ চন্দ্রশেখর শিখরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩।

লবণাক্ষোর্দ্ধদেশেতু স্বর্গঙ্গা শ্রবণং গতা।
তস্যোর্দ্ধে চ ব্যোমকেশঃ পার্ব্বত্যাসক্ত মানসঃ।
প্রত্যক্ষমাস্তে স্থানন্তু মানবা দর্শনে স্থিতং। ১১৪।
তস্য দক্ষিণতঃ শ্যামং পাষাণরূপ সংস্থিতাং।
চতুর্ভুজাং মুক্তকেশীং লোলজিহ্বারুণাধরাং। ১১৫।
শবাসনাং শূলভৃতাং খট্টাঙ্গাসিভৃতং পরং।
শবমুণ্ডকরাং ভীমাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। ১১৬।

লবণাক্ষের উপরিভাগে স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীর কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ গোচর হইয়া থাকে। তাহার উপরিভাগে পার্ব্বতীর প্রতি আসক্ত চিত্ত ব্যোমকেশ বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি তথায় মনুষ্যগণের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে চতুর্ভুজা শ্যামামূর্ত্তি পাষাণময়ী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত; তাঁহার লোলজিহ্বা বহির্গত, অধর রক্ত বর্ণ। তিনি শবের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার কোন হস্তে শূল, কোন হস্তে খট্টাঙ্গ, কোন হস্তে অগ্নি, কোন হস্তে শবমুণ্ড বিরাজমান, তাঁহার গলে মুণ্ডমালা। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে অতি ভীষণ। ১১৪। ১১৫। ১১৬।

চন্দ্রার্দ্ধশোভিতাং তাস্তু পীনোন্নত পয়োধরাং।
চম্পকারণ্যমধ্যস্থাং জটামণ্ডলধারিণীং;
ব্রহ্মাদ্যাস্তাং নিশায়াং বৈ অর্চ্চয়ন্তি ক্রমাদ্বিজাঃ।১১৭।

তাঁহার ললাটে অৰ্দ্ধচন্দ্র, পীনোন্নত পয়োধর, মস্তকে জটাভার, তিনি চম্পকারণ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মাদি দেবগণ রাত্রিকালে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। ১১৭।

যদিতাং মানবঃ পশ্যেৎ কদাচিচ্ছিব মানসঃ।
দর্শনাৎ কিং নসিধ্যেত সাক্ষাচ্ছিব সমোভবেৎ।১১৮

শিবভক্ত মানব তাঁহাকে দর্শন করিলে কোন্ বিষয় না সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? তাঁহাকে দর্শন করিলে সাক্ষাৎ শিবতুল্য হয়। ১১৮।

ইতিজীবগতঃ শুদ্ধ স্ফটিকাভঃ সমন্ততঃ।
চরন্তি বনমধ্যে চ সিদ্ধ গন্ধৰ্ব্ব কিন্নরাঃ। ১১৯।
কলুষ তরণ হেতুর্নিন্দকানাঞ্চকেতুঃ।
পরম শরণ হেতুঃ শোভতে লিঙ্গরাজঃ। ১২০।

প্রত্যেক জীবে অবস্থিত বিশুদ্ধ স্ফটিক তুল্য শিবলিঙ্গ সৰ্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন! সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব্ব ও কিন্নরগণ তথাকার কানন মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। ১১৯। শিবলিঙ্গের মহিমার বিষয় আর কত বলিব, তিনি জীবের পাপমুক্তির হেতু, বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে তিনি ধূমকেতু স্বরূপ, লোকসমূহের তিনি একমাত্র উৎকৃষ্ট আশ্রয়। এবম্বিধ গুণসম্পন্ন লিঙ্গরাজ তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ১২০।

ইতি দেবীপুরাণে চৈত্রমাহাত্ম্যে চণ্ডিকাখণ্ডে
স্বয়ম্ভু মাহাত্ম্য নামীয়
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।
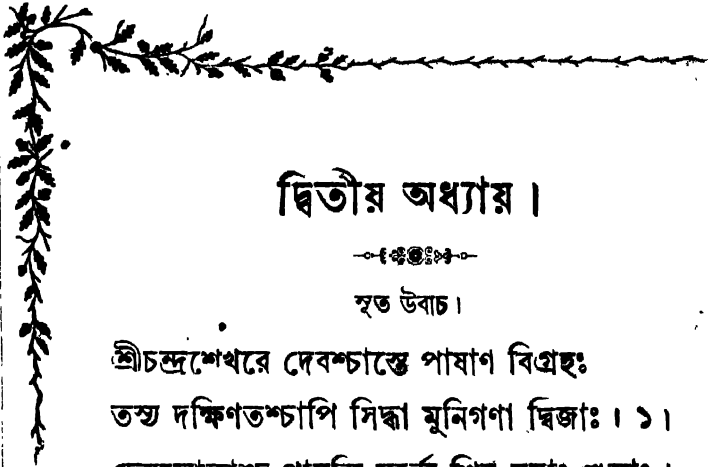
দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত উবাচ।

শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবশ্চাস্তে পাষাণ বিগ্রহঃ
তস্য দক্ষিণতশ্চাপি সিদ্ধা মুনিগণা দ্বিজাঃ। ১।
দেবলোকাশ্চ গায়ন্তি সর্ব্বে শিব সমাঃ শুভাঃ।
কঠোর তপসি মগ্নাঃ শত শোঽথ সহস্রশঃ। ২।
পুণ্যবান্মানবঃ কশ্চিৎ কুলকাশঃ কুলাবকঃ।
তেষাংস্তে যদি দর্শনংস্যাৎ তদা চ খেচরো ভবেৎ।৩।

সূত কহিলেন—শ্রীচন্দ্রশেখরে দেব বিশ্বেশ্বর পাষাণ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সিদ্ধগণ, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অবস্থানকরতঃ তাঁহার গুণগান করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই শিবারাধনায় শিবতুল্য হইয়া গিয়াছেন। তথায় এইরূপ শত সহস্র লোক কঠোর তপস্যাচরণ করিতেছে। কুলতিলক কুলপাবন কোন পুণ্যবান্ মানব সৌভাগ্যবলে যদি সেই চন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে খেচর হইয়া থাকে। ১।২।৩।

তস্য প্রাচ্যাং কৃত্তিবাসাঃ শিবলিঙ্গ শুভপ্রদঃ।
নিত্যং তং পূজয়ন্তি তে মুনয়ঃ পরম পাবিত্তাঃ। ৪।

তাঁহার পূর্ব্বদিকে কল্যাণদাতা কৃত্তিবাস নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিতি করিতেছেন। মুনিগণ প্রতিদিন তাঁহাকে পূজা করিয়া পরম পবিত্র কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ৪।

তস্য দক্ষিণতঃ পশ্যেৎ কালেশং লিঙ্গমদ্ভুতং।
তস্য পশ্চিমতঃপ্রান্তে কালঃ কালগতঃ শুভঃ। ৫।
তৎপুরীং পরমাং দিব্যাং পাষাণাট্টালশালিনীং।
তত্র পাষাণতশ্চাগ্নির্জ্জজ্বাল বাড়বানলঃ। ৬।

তাঁহার দক্ষিণে কালেশ নামক অদ্ভুত শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার পশ্চিম প্রান্তে দেখিবেন শুভ কালমূর্ত্তি—যিনি ত্রিকালব্যাপী-নিত্য, সেই মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পুরী অতি রমণীয় পাষাণময় অট্টালিকায় সুশোভিত, দেখিলে বোধ হইবে স্বর্গপুরী। তথায় পাষাণ হইতে উত্থিত হইয়া বাড়বাগ্নি জ্বলিতেছে। ৫। ৬।

তত্রৈক কুণ্ডে জুহ্বন্তোহবীংসি দানবাদয়ঃ।
সিদ্ধামহর্ষয়ো দেবা ভৈরবা ভূত জাতয়ঃ। ৭।
স্নানং কুর্ব্বন্তি তত্রৈব তর্পয়ন্তি তু দেবতাং।
মানবা দর্শনং স্থানং দর্শনান্মোক্ষ দায়কং। ৮।

তথাকার কুণ্ডে সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণ, দেবগণ, দানবগণ, ভৈরবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ হবি আহুতি দিয়া থাকেন। সেই কুণ্ড সাধারণ মনুষ্যের দর্শনাতীত স্থান; সৌভাগ্যবলে ঐ কুণ্ড দর্শনে মুক্তিলাভ

হয়।ঐ কুণ্ডে পুণ্যবান মানব স্নান করে, দেবতাদিগের তর্পণ করে। ৭। ৮।

কুণ্ডানি তত্র বৈ সন্তি নানাবর্ণ কৃতানি চ।
তস্য সমন্তাৎ দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি বিবিধানিচ। ৯।

তথায় নানাবর্ণের অনেকগুলি কুণ্ড আছে। এবং সেই সকল কুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে বিবিধ শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৯।

স্নবর্ণবর্ণাঃ শোভন্তে কেচিদ্রজতাভা দ্বিজাঃ।
স্নবর্ণ বর্ণমমলঞ্চাগ্নিরূপং মনোহরং। ১০।
প্রত্যক্ষমাস্তে তত্রৈব জটাপিঙ্গলধারিচং।
সপ্তজিহ্বং সাক্ষসূত্রং শক্তিমন্ত্র বিভূষিতং। ১১।
পীণাঙ্গং পিঙ্গলাক্ষঞ্চ চতুর্ভুজ মসিকরং।
তুঙ্গভঙ্গ ললিতাঙ্গং জ্যোতিষা শোভতে পরং।১২।

হে দ্বিজগণ! কোন শিবলিঙ্গ স্নবর্ণবর্ণ, কোনটি রজতবর্ণ, কোনটি নির্ম্মল উত্তপ্ত স্নবর্ণের ন্যায় কান্তিমান, দেখিতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় অতি মনোহর উজ্জল। তথায় সপ্তজিহ্বা অগ্নি পিঙ্গল বর্ণ জটা, এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপূর্ব্বক শক্তি মন্ত্র বিভূষিত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার অঙ্গ স্থূল, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, চারি হস্ত, হস্তে অসি, উন্নত অঙ্গভঙ্গী অতি মনোহর, তিনি পরম জ্যোতিরূপ শোভা পাইতেছেন। ১০। ১১। ১২।

অজস্থং দেবতাকারং দৃশ্যতে জ্ঞানিভির্মুদা।
বালসূর্য্য প্রতিকাশং স্বয়ম্ভু রক্ষিণং পরং। ১৩।
মানবানাং কর্ম্মফলং ভোগস্তত্র নবিদ্যতে।
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং আশ্চর্য্যঞ্চ মনোহরং।১৪।

জ্ঞানিগণ সেই অগ্নি দেবকে জন্মরহিত সেই লিঙ্গমূর্ত্তিতে অবস্থিত দেবতা রূপে দর্শন করেন; দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। তিনি বালসূর্য্যের ন্যায় দর্শনীয়; তথায় অবস্থান করিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ রক্ষা করিতেছেন, তথায় মনুষ্যদিগের কর্ম্মফলের ভোগ নাই অথচ প্রাপ্তি আছে, এই কারণেই ঐ ক্ষেত্র অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর এবং এই জন্য দেবাভিলষিত। ১৩। ১৪।

নানাতরুসমূহেন সমন্তাদাবৃতস্তু তৎ।
বাড়বস্য তু পূর্ব্বস্যাং জ্বালামুখী পরাৎপরা।১৫।
আদ্যাশক্তিঃ সুপ্রসন্না ভুজাষ্টপরিশোভিতা।
সিংহস্থা শুভদা শুভ্রা নীলকণ্ঠপ্রিয়া সতী। ১৬।

সেই ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে নানাজাতীয় বৃক্ষ সেই ক্ষেত্রকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে। বাড়বানলের পূর্ব্ব দিকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তি জ্বালামুখী অতি প্রসন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন; তাঁহার অষ্টবাহু, তাঁহার বর্ণ শুভ্র, তিনি নীলকণ্ঠের প্রিয়া, সিংহোপরি সমাসীন হইয়া তিনি সকলকে শুভ বিতরণ করিতেছেন। ১৫। ১৬।

তস্য দক্ষিণতঃ সন্তি লিঙ্গানি কতিচিদ্ দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মেশ মিন্দ্র লিঙ্গঞ্চ ভৈরবং ক্ষেত্ররক্ষকং। ১৭।
রুরুনামা ভৈরবোঽপি খট্বাঙ্গ শূলভৃৎ দ্বিজাঃ।
তুঙ্গ বক্ষঃ পিঙ্গলাক্ষ পীনজানু পয়োধরং। ১৮।
আরক্তবর্ণমঙ্গঞ্চ জটাপিঙ্গলধারিণং।
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানং শৃঙ্গারাদি বিলাসিনং। ১৯।
অদ্ভুতাকারমাস্থায় রক্ষতি দক্ষিণাং দিশং।
স্বয়ম্ভূঃ পরমং লিঙ্গং সুন্দরং জ্ঞানদং দ্বিজাঃ। ২০।

হে দ্বিজগণ! তাহার দক্ষিণে ব্রহ্মেশ, ইন্দ্রলিঙ্গ প্রভৃতি নামে কতকগুলি লিঙ্গ অবস্থিত করিতেছেন। রুরুনামক ভৈরব তথায় অবস্থিতি করিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! সেই রুরু ভৈরবের হস্তে খট্টাঙ্গ শূল, তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্র চর্ম্ম, তিনি শৃঙ্গারাদি ভাবে বিলাসযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিক রক্ষা করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অতি সুন্দর জ্ঞানপ্রদ তাঁহার মহিমার কথা কত আর বলিব। ১৭।১৮।১৯।২০।

চন্দ্রশেখর মধ্যস্থং বাড়বানল বেষ্টিতং।
ভাতি সর্ব্বত্র জীবস্থং ব্রহ্মাণ্ডং স চরাচরং। ২১।

চন্দ্রশেখরের মধ্যভাগে বাড়বানলে বেষ্টিত হইয়া তিনি প্রত্যেক জীবে অবস্থিত; তথায় তিনি পূর্ণরূপে অবস্থিতি করাতে নিখিল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড তথায় অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ২১।

যোগীন্দ্রং পার্ব্বতীকান্তং দেবানামভিবাঞ্ছিতং।
পূর্ণচন্দ্র প্রতিকাশং ডমরুশূলধারিণং।২২।
জীবস্থঞ্চ জীবলয়ং জীবঞ্চ জীবনৌষধং।
কাশীনাথং পরং ধাম জগদ্ধাম গতং শুভং।২৩।
আদিনাথং গুণাতীতং গুণ বিগ্রহধারিণং।
গৃবাসং নীলকণ্ঠং শুদ্ধপদ্ম নিবাসিনং।২৪।

সেই দেব পার্ব্বতীকান্ত পরম যোগী, তিনি নিখিল দেবতার বাঞ্ছিত বস্তু। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রভা, তাঁহার এক হস্তে ডমরু অপর হস্তে শূল। তিনি প্রতি জীবে অবস্থিত, প্রত্যেক জীব তাঁহাতে লীন, তিনি সকলের জীবন—সকলের জীবনৌষধীস্বরূপ। সেই কাশীনাথ পরম তেজঃস্বরূপ; সেই মঙ্গলময় দেব জগতের সকল তেজ-পদার্থে বিদ্যমান। তিনিই আদিনাথ, তিনি গুণাতীত হইয়াও গুণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; তিনি গৃহবাসী নীলকণ্ঠ; তিনি নির্ম্মল পদ্মে অধিষ্ঠান করেন।২২।২৩ ২৪।

যঃ পশ্যতি চ তং লিঙ্গং শ্রীচন্দ্রশেখরে স্থিতং।
ন পুনঃ কল্পতে বিপ্রা ঘোর সংসারবন্ধনং।২৫।

হে বিপ্রগণ! সেই চন্দ্রশেখর স্থিত তদীয় লিঙ্গমূর্ত্তি,—যে একবার দর্শন করিতে পারিয়াছে, তাহাকে আর ঘোর সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না।২৫।

ত্রতত্ত্ব ব্যাসদেবেন লোকানাস্তু হিতায় বৈ।
প্রশংস্যতে লিঙ্গমাহাত্ম্যং পুণ্যদং পাবনং পরং।২৬।
যেষু যেষু পুরাণেষু যৎকৃতং চরিতং মহৎ।
গোপিতং তেষু তেষু চ রহস্যং পরমাদ্ভূতং।২৭।
যুষ্মভ্যস্তু প্রবক্ষ্যামি স্নেহাচ্চঞ্চল মানসঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যং সর্ব্বেষাং রহস্যং দেবকীর্ত্তিতং।২৮।

লোকসমূহের মঙ্গল কামনায় ব্যাসদেব পরম পবিত্র পুণ্যপ্রদ এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যে যে পুরাণেই তাঁহার মহৎ চরিত্র উল্লিখিত হইয়াছে, দেখিবে, সেই সকল পুরাণেই অতি অদ্ভুত তাঁহার গুহ্য রহস্য প্রকাশিত করা হয় নাই, সর্ব্বত্রই গুপ্ত রহিয়াছে। আমি আপনাদিগের প্রতি স্নেহ বশতঃ অস্থির হইয়া সকলের নিকটে অতি গোপনীয় গুহ্যাতিগুহ্য দেবকীর্ত্তিত তদীয় রহস্য আপনাদিগের নিকট বলিব।২৬।২৭।২৮।

এতস্য লিঙ্গরাজস্য চরিত্রেং বিস্ময়ং গতঃ।
প্রকাশিতঞ্চ তন্ত্রেষু ব্যোমকেশো জিনাম্বরঃ।২৯।

ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ব্যোমকেশ এই লিঙ্গরাজের চরিত্র বিস্ময়কর। তন্ত্র-সমূহে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।২৯।

উত্তিষ্ঠধ্বং দ্বিজব্যাঘ্রা গচ্ছামস্তস্য চান্তিকং।
ইত্যুক্ত্বা নৈমিষারণ্যাৎ মুনয়ঃ শিবমানসাঃ।৩০।

কমণ্ডলুধরাঃ সর্ব্বে তপসা ধৌত-কিল্বিষাঃ।

জটাধরাজিনবাসাঃ স্বয়ম্ভো দর্শনার্থিনঃ। ৩১।

হে দ্বিজবরগণ! আপনারা গাত্রোত্থান করুন; আমরা সকলে তাঁহার নিকটে গমন করি।' এই বলিয়া মুনিগণ স্বয়ম্ভূর দর্শনাভিলাষে তদ্গতচিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে নৈমিষারণ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই হস্তে কমণ্ডলু, মস্তকে জটা, পরিধান মৃগচর্ম্ম, তাঁহারা সকলেই তপস্যাচরণে ধৌতপাপ হইয়াছেন। ৩০।৩১।

ষষ্টিসহস্রা মুনয়ো ধ্বান্ত-বিধ্বংস-সংজ্ঞকাঃ।

আগত্য চন্দ্রশেখরে ব্যাসেন কৃত-সৎকৃতাঃ। ৩২।

পাপ বিধ্বংসকারী ষষ্টি সহস্র মুনি সেই চন্দ্রশেখরে আগমন করিলে ব্যাসদেব তাঁহাদের সকলকে সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। ৩২।

দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুং তে চাপি লেভিরে পরমাং গতিং।

শ্রীচন্দ্রশেখরস্যান্তে দক্ষিণে গিরিকন্দরে। ৩৩।

তাঁহারা সেই চন্দ্রশেখরের মধ্যভাগে এক কন্দরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দর্শন করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৩।

সন্তি সর্ব্বে মহাপ্রাজ্ঞা লোকাদর্শনতঃ স্থিতাঃ।

যদি পুণ্যবশাত্তত্র মানবঃ পুণ্যবান্ ভবেৎ। ৩৪।

গত্বা শ্রীচন্দ্রশেখরেঽনলসো মানবঃ সুধীঃ।

শ্রীনাথস্যোপদেশন্তু লভতে ভাগ্যযোগতঃ। ৩৫।

সেই মহাবুদ্ধিশালী মুনিগণ সকলেই সেই পবিত্র ক্ষেত্রে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাদের পুণ্য বল অসীম। এরূপ পুণ্য বল না থাকিলে কোন মানবই তথায় গিয়া এরূপ পুণ্য কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। যাহার বিশেষ ভাগ্য যোগ আছে অথচ কিছুমাত্র আলস্য নাই এরূপ বুদ্ধিমান্ পুণ্যবান্ মানবই শ্রীচন্দ্রশেখরে গমন করিয়া শ্রীনাথের উপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৩৪। ৩৫।

তত্রৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি পুরশ্চর্য্যাদিভির্ব্বিনা।
তে জয়ন্তি মহাদেবং বিরূপাক্ষন্ত্রিলোচনং। ৩৬।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানং ঢক্কাভীতি-বরপ্রদং।
বাড়বানলসংযুক্তং ধ্যানপ্রাপ্তং মহর্ষিভিঃ। ৩৭।

তথায় গমন করিয়া দেব বিরূপাক্ষকে দর্শন করিলেই মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; পুরশ্চরণাদি অন্য কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে হয় না। মহর্ষিগণ ধ্যান বলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি বাড়বানল সন্নিহিত উক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া ঢক্কানিনাদসহকারে অর্থাৎ অতি স্পষ্টভাবে শরণাগত ব্যক্তিকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন। যাঁহার পরিধান চর্ম্ম, সেই ত্রিলোচন মহাদেব বিরূপাক্ষকে যাহারা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদেরই জয়। ৩৬। ৩৭।

ঋষয় উচুঃ।

সীতাকুণ্ডং শ্রুতং পূর্ব্বং ত্রিলোকজনপাবনং।
চন্দ্রশেখর-মধ্যস্থং ভারতাখ্য-সমন্বিতং। ৩৮।

যদিতেঽস্তি কৃপা নাথ তদ্বদ জ্ঞানভাস্কর।
অস্মাকমজ্ঞান-হরং লোকে পৃচ্ছা যদীদৃশী। ৩৯।

ঋষিগণ কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি সেই চন্দ্রশেখর তীর্থের মধ্যস্থলে ভারতাখ্য সমন্বিত ত্রিলোক জন পবিত্রকারী সীতাকুণ্ড নামে এক পবিত্র তীর্থ আছে; আপনি সূর্য্যদেবের ন্যায় লোককে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন যদি আমাদিগের প্রতি যখন কৃপা প্রকাশ করিলেন, তখন সেই সীতাকুণ্ডের বিষয় কৃপা করিয়া কিছু বলুন;—তাহা শ্রবণ করিলেও আমাদের অজ্ঞান দূর হইবে; সকলেরই তাহা শুনিবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহ হইয়াছে। ৩৮। ৩৯।

সূত উবাচ।

সীতাস্নান-বিধানার্থং লোকানাং পাবনায় বৈ।
মহাগুহ্যং মহারম্যং তৎ কুণ্ডন্তু বিনির্ম্মিতম্। ৪০।
বাড়বাগ্নি বিমিশ্রস্তু নিম্নমুষ্ণোদকং দ্বিজাঃ।
আতপত্রান্বিতং দ্রুমৈঃ সর্ব্বোপবন সধৃতং। ৪১।

সূত কহিলেন, সীতাদেবীর স্নান করিবার জন্য এবং লোকসমূহকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সেই অতি মনোরম অতি গুহ্য সীতাকুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! বাড়বানলের সহিত সংযোগ থাকায় সেই কুণ্ডের নিম্নস্থ সলিল উষ্ণ, উপরিভাগ বৃক্ষ শাখায় সমাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হয়, জগদীশ্বর উহাকে যেন আতপত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, উহার চতুঃপার্শ্বে বিবিধ উপবন আছে। ৪০। ৪১।

যত্রসীতা পৃথিবীজা স্বামিনা দেবরেণ বৈ।
স্নাত্বাতত্র হ্রদে দেব মিষ্টং সন্তর্প্য যত্নতঃ। ৪২।
স্নানং চক্রুর্দ্বিজ-ব্যাঘ্রা মুনিবৃন্দারকা স্তথা।
সিদ্ধামহর্ষয়ঃ সন্তি তস্যোত্তর-নিবাসিনঃ। ৪৩।
কিম্বক্তব্যং কুণ্ডবৃত্তং মহাপুণ্য-বিধায়কং।
বক্ষ্যামি তস্য মাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং দ্বিজপুঙ্গবাঃ। ৪৪।

পৃথিবীনন্দিনী সীতাদেবী স্বামী ও দেবরের সহিত ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডের উত্তর দিগ্বাসী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ এবং উত্তম মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ সকলেই ঐ কুণ্ডে স্নান করিতেন। হে দ্বিজগণ! ঐ কুণ্ডের মহিমার কথা অধিক আর কি বলিব, ঐ কুণ্ড দর্শনে মহাপুণ্য লাভ হয়। তথাপি আপনাদিগের নিকটে ঐ কুণ্ডের মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব শ্রবণ করুন। ৪২। ৪৩। ৪৪।

রাজ্যভ্রষ্টো যদারামঃ শরভঙ্গাশ্রমং যযৌ।
তদুপদেশং ধৃত্বা তু পূর্ব্বোত্তর-পুরীমগাৎ। ৪৫।
পশ্যেৎ পূজ্যং মহাবাহুং জটামণ্ডলধারিণং।
পীতবস্ত্র-পরিধানং তং তীর্থে জ্ঞানসাগরং। ৪৬।

রাম রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, যখন শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন করেন, তখন ঐ শরভঙ্গ মুনির উপদেশে পূর্ব্বোত্তর পুরীতে গমন

করিয়া দেখিয়াছিলেন মহাবাহু জ্ঞানসাগর পূজনীয় এক মুনি সেই তীর্থে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধানে পীতবসন। ৪৫। ৪৬।

দৃষ্ট্বা নত্বা চ প্রপচ্ছ ভক্ত্যা বিনয়-মানসঃ।
কথমত্রস্থিতং দেব! মত্বৈতাং বিভূতিং পরাং। ৪৭।
ততোক্ষমুন্মীলয়িত্বা দৃষ্ট্বা রামং সনাতনং।
জানকী-লক্ষ্মণাভ্যাস্তু পবিত্রং পুরুষোত্তমং। ৪৮।
অবোচত্তং রঘুবরং স মুনির্ব্বিভূতি ধরঃ।
শ্রুতং রাজন্য-বংশেতু জন্মমাত্রে প্রতিষ্ঠিতম্। ৪৯।
অস্মান্ পবিত্রকরণে ঘোর সংসারবন্ধনাৎ।
জ্ঞানং কুর্ব্বন্ ভবেমুক্তং লোকে জন্ম প্রকাশিতং।৫০।

রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক প্রণামান্তে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব! আপনি পরম বিভূতি ধারণ পূর্ব্বক এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? অনন্তর বিভূতিধারী সেই মুনি চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক পবিত্র পুরুষোত্তম দেব সনাতন রাম জানকী লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন দর্শন করিয়া সেই রঘুনাথকে বলিলেন,—শুনিয়াছি আপনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি জ্ঞান বিতরণ দ্বারা নিখিল জীবকে ঘোর সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং আমাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৪৭—৫০।

ইয়ং সীতা পৃথিবীজা কস্মিংশ্চিচ্ছিব-সংহিতা।
হরারাধ্য-মুক্তকেশী চাপবর্গপ্রদায়িনী। ৫১।
যস্যানুগামিনী দেবী তস্যভাগ্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে ভারতাখ্য-সমন্বিতে। ৫২।
অস্যানাম্না কুণ্ডমস্তি ত্রিলোকজন-পাবনং।
ন তব গৃহিণী রাম যোগ নিদ্রেয় মিষ্যতে। ৫৩।

পৃথিবীনন্দিনী আপনার এই সীতা, ইনি মহেশ্বর সন্নিধানেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন, ইনি মহাদেবের আরাধ্যা মুক্তকেশী, ইনি জীবকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। এই দেবী যাঁহার অনুগামিনী তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, তিনি অতুলনীয় ভাগ্যশালী। সমুদ্রের উত্তর তীরে ভারতাখ্য সমন্বিত স্থানে ইঁহার নামে এক কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ড ত্রিলোকবাসী নিখিল লোককে পবিত্র করিয়া থাকে। রাম! ইনি আপনার সামান্যা গৃহিণী নহেন; ইনি যোগনিদ্রা; আপনি যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না, ইনি অবলীলাক্রমে সেরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। ৫১—৫৩।

তবাশক্যং কর্ম্মযদ্বা অনয়া লীলয়াকৃতং।
তবাভিমানে নষ্টেতু বিধিনৈষা নিযোজিতা। ৫৪।
মহাভাগ্যবশাদ্রাম অনয়া সমুপস্থিতং।
প্রাচী-দক্ষিণয়োর্ম্মধ্যে শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ। ৫৫।

ভার্গবস্তত্র তন্নাম্না কুণ্ডমেকং নিযোজিতং।
স্বয়ম্ভূঃ পশ্চিমে বিপ্রাস্তদ্বায়ু-গিরিদক্ষিণে। ৫৬।
নাভিগঙ্গোত্তরে চৈব ফল্গুঃ পশ্চিমতঃ স্থিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়মিতঃ প্রাচ্যাং বাড়বাগ্নি-সমন্বিতং। ৫৭।
পশ্চেত্তস্তু মহাকুণ্ডং সীতানাম্না নিযোজিতং।
সীতা শীতল যুক্তা যা সেবতে সহচারিণী। ৫৮।

একদা আপনার অভিমান নষ্ট হওয়ায় বিধাতা আপনাকে অভিমান প্রদান করিবার নিমিত্ত ইহাকে নিয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ আপনি শক্তিহীন হইয়াছিলেন বলিয়া বিধাতা আপনাকে এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন। রাম! আমার সৌভাগ্যবলেই ইনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন। পূর্ব্বেও দক্ষিণদিকের মধ্যভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণে শ্রীচন্দ্রশেখর পর্ব্বত, তথায় ভার্গবদেব অবস্থিতি করিতেছেন; তথায় তাঁহার নামে এক কুণ্ড রহিয়াছে। সেই পর্ব্বতের পশ্চিমে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার উত্তরে নাভিগঙ্গা, পশ্চিমে ফল্গুনদী, পূর্ব্বদিকে জ্যোতির্ম্ময় ও বাড়বানল। আপনি তথায় সেই সীতানামক মহাকুণ্ড অবলোকন করিবেন। শীতলস্বভাবা ভবদীয় সহচারিণী এই সীতাদেবী সেই কুণ্ড সেবা করিয়া থাকেন। ৫৬—৫৮।

ইত্যুক্ত্বা তং মুনিবরং পরস্পরং ব্যলোকয়ৎ।
উবাস রজনী মেকাং রামচন্দ্রোঽতি বিস্মৃতঃ। ৫৯।

মুনিবর এই কথা বলিলে রামচন্দ্র পূর্ব্ববৃত্তান্ত একেবারে স্মরণ না থাকাতে পরস্পর ক্ষণকাল মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, এবং সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। ৫৯।

প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং ভ্রাতৃজায়া সমন্বিতঃ।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনিনা পরমেষ্ঠিনা। ৬০।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যার সহিত সেই পরমেষ্ঠী মুনির সঙ্গে রামচন্দ্র শ্রীচন্দ্রশেখরে গমন করিলেন। ৬০।

গত্বা মুনিবরস্তত্র কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
সূর্য্যাভিমুখমাস্থায় জপন্ মন্ত্রঞ্চ ত্র্যক্ষরং। ৬১।

মুনিবর তথায় গমন করিয়া সেই কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখী হইয়া ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ৬১।

রামং বিহায় সা সীতা কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতা।
নীলজীমূত সঙ্কাশা ভুজাষ্ট পরিশোভিতা। ৬২।
কৃশাবলম্বিনী দেবী অরুণাধর সঙ্গিনী।
লোচনত্রয় সংযুক্তা ধ্বজচামর বেষ্টিতা। ৬৩।
অনন্তাদিভিরানন্দো ব্রহ্মপীঠ প্রকাশকঃ।
আদ্যাশক্তিঃ সুপ্রসন্না মহাবাড়বরূপিণী। ৬৪।

সীতাও রামচন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকিনী সেই কুণ্ডমধ্যে
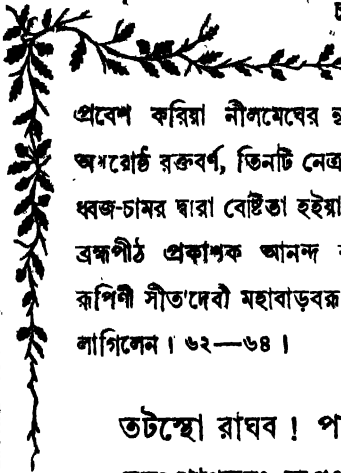
প্রবেশ করিয়া নীলমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা অষ্টভুজা হইলেন। দেবীর অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ, তিনটি নেত্র, শরীর কৃশ অথচ তদঙ্গযষ্টি দীর্ঘ; তিনি ধ্বজ-চামর দ্বারা বেষ্টিতা হইয়া রহিলেন। অনন্তাদি মহাত্মাগণ যাঁহাকে ব্রহ্মপীঠ প্রকাশক আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই আদ্যাশক্তি-রূপিণী সীতাদেবী মহাবাড়বরূপিণী হইয়া সুপ্রসন্নমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৬২—৬৪।

তটস্থো রাঘব ! পশ্য সীতাং কুণ্ডনিবাসিনীং।
মনঃপ্রাণহরং কুণ্ডং বিভাব্য রঘুবংশজঃ।
সংভাষ্য তং মুনিবর মিদং বচনমব্রবীৎ। ৬৫।
কলেশ্চতুঃ সহস্রাণি বর্ষাণি লক্ষণাযুতং।
স্থিতং কুণ্ডং গুপ্তমাসীন্মানবাদর্শনং ভবেৎ। ৬৬।

রঘুনাথ সেই কুণ্ডের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কুণ্ডমধ্যবর্ত্তিনী সীতাকে দেখিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন—এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করিতে বসিয়াছে। তাহার পর সেই মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চারি হাজার লক্ষ অযুত বৎসর এই কুণ্ড গুপ্ত ছিল, কোন মানব ইহাকে দেখিতে পাইত না। কলিকালে ইহা জীবের উদ্ধারার্থ প্রকাশিত হইবে। ৬৫। ৬৬।

ভক্তিংকৃত্বা স্পৃশেৎ তোয়ং যঃ কশ্চিদ্বা জলং পিবেৎ।
কুণ্ড স্নান ফলং প্রাপ্য ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি। ৬৭।

ইত্যুক্তোঽসৌ রাবণারিঃ মণিপর্ব্বত মূর্দ্ধণি।
গত্বা দৃষ্ট্বা শিবলিঙ্গং লবণাব্ধৌ নিমজ্জ্য চ। ৬৮।
আগত্য চন্দ্রশেখরং প্রসাদ্য মুনিমীশ্বরং।
সন্তুষ্টং কারয়ামাস রামেতি বিনয়ান্বিতঃ। ৬৯।
সীতামাদায় সভ্রাতা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাং।
জগাম পরমাহ্লাদঃ পুনর্গোদাবরীং প্রতি। ৭০।
ইতি গদিত মশেষং ক্ষেত্রমাহাত্ম্য মাদ্যং।
শৃণুত মম সকাশাল্লিঙ্গরাজস্য কিঞ্চিৎ।
সুরকুলমুনি-সঙ্ঘৈর্ধ্যায়তে যো মহেশঃ।
বসতি ভুবনমধ্যে চট্টলে মুক্তিকেশঃ। ৭১।

যে কোন মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই কুণ্ডের জলস্পর্শ বা জলপান করিবে, সে কুণ্ডস্নানের ফলপ্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করিবে না। মুনি এই বলিয়া কুণ্ডের মহিমা ব্যক্ত করিলে রাবণারি রাম মণি-পর্ব্বতের শিখরে গমনপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ দর্শন ও লবণ সাগরে স্নান করিলেন। চন্দ্রশেখরে সীতাদেবীও বিনীতভাবে রাম দ্বারা সেই মুনিবরকে প্রসন্ন করাইয়া সন্তুষ্ট করাইলেন। তৎপর রাম শ্যামবর্ণা সীতাদেবীকে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত পরমানন্দে আবার গোদাবরীর দিকে গমন করিলেন; এই উত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রথমে তোমাদের নিকটেই সম্পূর্ণরূপে কথিত হইল; এক্ষণে আমার নিকট লিঙ্গরাজের মহিমার বিষয় কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

যাঁহাকে নিখিল দেবতা ও মুনিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন; সেই মহেশ্বর মুক্তিকেশ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র চট্টলে (চট্টগ্রামে) বাস করিতেছেন। ৬৭—৭১।

ইতি দেবীপুরাণে চৈত্র মাহাত্ম্যে চণ্ডিকাখণ্ডে

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

——000——

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীবারাহী তন্ত্র।

ব্রহ্মাদি-দেব-বৃন্দেশ সর্ব্বেষাং চিন্ময় প্রভো।
কুত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে বসন্তি হর্ষ সংকুলাঃ। ১।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি দেব জগদ্গুরো।
জম্বুদ্বীপে কলৌ ব্রহ্মন্ কেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। ২।

নারায়ণী কহিলেন,—প্রভো! আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈশ্বর আপনি সকলের জ্ঞান স্বরূপ (আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি) ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কোথায় আনন্দপূর্ণ হইয়া বাস করেন, আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! হে জগদ্‌গুরো! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, হে ব্রহ্মণ! কলিকালে জম্বুদ্বীপবাসী (ভারতবর্ষ) মানবগণ কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ১। ২।

নারায়ণ উবাচ।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মুক্তিদায়িকাঃ। ৩।

বারাণসী চ মৈনাক একাম্র-বন এব চ।
কৈলাসো রজতাদ্রিশ্চ স্বর্ণদীশৃঙ্গ-পঞ্চকঃ। ৪।
এতেষু শঙ্করো নিত্যং বসেদ্দেবী-সমন্বিতঃ।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাং চট্টলেশুভে। ৫।

নারায়ণ উত্তর করিলেন অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী (হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী তীর্থ) অবন্তী ও দ্বারকা এই সপ্তপুরী মুক্তিপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। বারাণসী, মৈনাক, একাম্রকানন, কৈলাস ও 'স্বর্ণদী' অর্থাৎ স্বর্গীয় গঙ্গা সমন্বিত রজত-পর্ব্বতের শৃঙ্গ পঞ্চক, এই কয়টী স্থানে দেবশঙ্কর দেবী সমভিব্যাহারে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকালে পুণ্যময় চট্টলে (চট্টগ্রামে) সকল দেবতা বাস করিয়া থাকেন।৩—৫।

সতী দক্ষাংশতো যত্র দক্ষিণা শক্তি রূপিণী।
জ্যোতিরীশং পুরস্কৃত্য ব্যাসো বটু-সমীপতঃ। ৬।
যত্রাশ্বমেধ মকরোদৃষিভির্ব্বাদরায়ণঃ।
পাতালা দুত্থিতং বারি নিরগ্নি কুণ্ডবর্ত্তুলম্। ৭।
ত্রিকোণতল সংস্পর্শং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
কুণ্ডে চানেক লিঙ্গানি অনেক প্রতিমাঃ শুভাঃ। ৮।
স্নানে গঙ্গাফল সমংহ্যথবা শিবতাং ব্রজেৎ।
অশ্বমেধাযুত ফলং তর্পণং পিতৃমুক্তিদং। ৯।

শ্রাদ্ধং পার্ব্বণকং তত্রাপ্যর্ঘ্যাবাহন বর্জ্জিতম্।
অশক্তৌ কেবলং পিণ্ডং গয়াশ্রাদ্ধশতং ফলম্। ১০।

যথায় প্রবেশ করিতেই জ্যোতিরীশের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, সেই জ্যোতিরীশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণাশক্তিরূপিণী সতী অবস্থিত রহিয়াছেন, এবং পশ্চাদ্ভাগে বটুবৃক্ষের সমীপে ব্যাসদেব অবস্থিতি করিতেছেন। যথায় মহর্ষি বাদরায়ণ ঋষিগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যথায় পাতাল হইতে অগ্নিকুণ্ড দিয়া গোলাকারে বারি উত্থিত হইয়াছে, সেই কুণ্ডটি অতি সুন্দর, চারি হস্ত প্রমাণ, উহার তলভাগ ত্রিকোণ আকৃতি; ঐ কুণ্ডে অনেক শিবলিঙ্গ এবং অনেক উত্তম দেবপ্রতিমা বিদ্যমান। উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল, অথবা শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে; উহার জলে তর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, এবং পিতৃলোকের মুক্তি হয়। উহার তীরে বসিয়া অর্ঘ্যদান ও আবাহন বর্জ্জিত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিলে অথবা অশক্ত হইলে কেবল পিণ্ডদান করিলে শত গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়। ৬—১০।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডস্য বটুকাদীন্ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চ-লোষ্ট্রানি দত্ত্বা চ মন্ত্র-পাঠ-পুরঃসরম্। ১১।
ওঁ বটুকোঽতি দক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ পঞ্চলোষ্ট্র-প্রিয়ঃ সদা। ১২।
বটুর্নাম মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বর-দ্বার-পালকঃ।
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশায় বটুদেব নমোঽস্তুতে। ১৩।

ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিমে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিয়া বটুকাদির পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এই—হে দেবেশ! বটুক! আপনি এই ক্ষেত্রের অতি দক্ষ নেতা, আপনি নন্দীশ্বর! পঞ্চলোষ্ট্র আপনার সর্ব্বদা প্রীতিকর; আপনি আমার বিঘ্ন দূর করুন। হে বটুদেব! আপনি ঈশ্বরের দ্বারপাল, আপনি বটু নামক মহা বৃক্ষ, নিখিল বিঘ্ননাশের নিমিত্ত আপনাকে প্রণাম করি। ১১—১৩।

ইতি শ্রীবারাহী-তন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে

তৃতীয় পটলঃ।

—*—

ততঃ পূর্ব্ব-পথাবৃত্যা বায়ু-পর্ব্বত-সন্নিধৌ।
সমীপে বিষ্ণুদেবস্য ক্রমদীশ্বর পশ্চিমে। ১।
পঞ্চকুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
বৃষকুণ্ডং পরং যস্য প্রাগ্ তৎজ্যোতিরীশাত্মকং। ২।

তথা হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে বায়ু পর্ব্বতের অনতিদূরে ক্রমদীশ্বরের পশ্চিমে বিষ্ণুদেবের নিকটে পঞ্চকুণ্ডাত্মক উৎকৃষ্ট স্থান আছে; সেই স্থান মুক্তিদায়ক; সেই স্থানে পূর্ব্বদিকে বৃষকুণ্ড, সেই পরম বৃষকুণ্ডে দেব জ্যোতিরীশ বিরাজমান। ১। ২।

তত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সুরানিত্যং তিষ্ঠন্তি চানঘে।
পাতালাদুত্থিতা দেবী গঙ্গা তৎ পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ। ৩।
তজ্জল-স্পর্শনাদ্দেবি! সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
তস্যোত্তর সমীপেচ রামকুণ্ডং মনোহরং। ৪।
লক্ষ্মণস্য ততোদিচ্যাং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমং।
চতুর্ব্বর্গ ফলং তত্র স্নানদানে লভেন্নরঃ। ৫।

হে অনঘে! ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় নিত্য অবস্থিতি করেন। তাহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গাদেবী পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। হে দেবি! সেই গঙ্গাজল স্পর্শে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার উত্তর দিকে মনোহর নাভিকুণ্ড, মনোরম রামকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড, তাহার উত্তরে সীতাকুণ্ড! তথায় স্নানদান করিলে মানব চতুর্বর্গের ফল প্রাপ্ত হয়। ৩—৫।
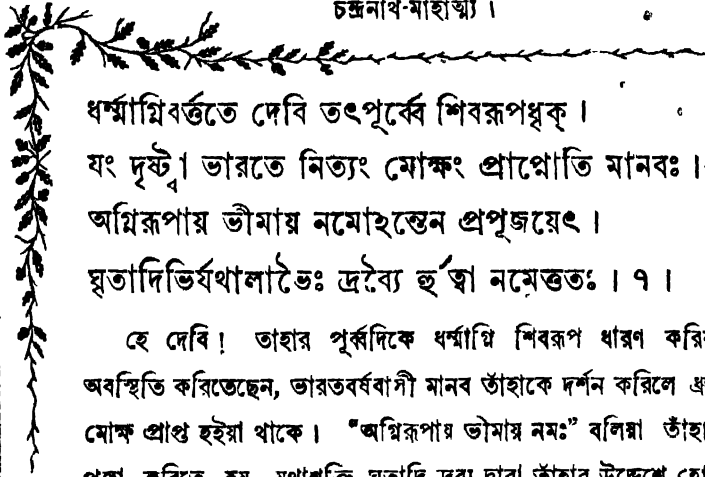
ধর্ম্মাগ্নির্বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে শিবরূপধৃক্ ।
যং দৃষ্ট্বা ভারতে নিত্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।৬
অগ্নিরূপায় ভীমায় নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ।
ঘৃতাদিভির্যথালাভৈঃ দ্রব্যৈ র্হুত্বা নমেত্ততঃ । ৭ ।

হে দেবি! তাহার পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মাগ্নি শিবরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ভারতবর্ষবাসী মানব তাঁহাকে দর্শন করিলে ধ্রুব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অগ্নিরূপায় ভীমায় নমঃ" বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, যথাশক্তি ঘৃতাদি দ্রব্য দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে হোম করিয়া প্রণাম করিবে। ৬। ৭।

অগ্নিরূপ মহাদেব নিত্য নিষ্কল সংশ্রয় ।
পশ্যামি বহুরূপং ত্বাং মম মোক্ষং ব্যাপাদয় । ৮ ।

হে অগ্নিরূপী মহাদেব! হে নিত্য! আপনি নিষ্কল অর্থাৎ অংশ-হীন, (যাঁহাকে অংশে অংশে বিভাগ করা যায় না) আপনি নিষ্ক্রিয়, অথচ আপনি বহুরূপী। আপনাকে দর্শন করিলাম, আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। ৮।

তস্য উত্তরতঃ শম্ভোঃপুত্রো মন্মথ* সংজ্ঞকঃ ।
গোসহস্র প্রাদানস্য ফলং স্নানে ন সংশয় । ৯ ।

---

* মহাদেবের শাপে কামদেব (মন্মথ) ভস্ম হয়, রতির দুঃখে, দেবগণের বিশেষ অনুরোধে মহাদেব কর্ত্তৃক পুনরায় মন্মথ জীবন প্রাপ্ত হয়। সেই মতে জন্মদাতা বা প্রাণদাতা বলিয়া 'মন্মথ' শম্ভু পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শিব বামদেবকে

হরপুত্র নদ শ্রেষ্ঠ গৌরী হৃদয় নন্দন।
মজ্জতো মে হতং পাপং হরজন্ম-শতার্জ্জিতং। ১০।

'গয়াদি' সমস্ত তীর্থ লইয়া 'চন্দ্রশেখরে' অবস্থিতি করিবেন বলিয়া বর প্রদান করেন। তাই অশরীরী 'কামদেব' শিবাদেশে নদরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে রহিয়াছেন।

* মন্মথ শিবপুত্র হইবার বিস্তৃত বিবরণ "বারাহীতন্ত্র" হইতে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ" গ্রন্থে এই প্রকার পদ্যানুবাদিত হইয়াছে—

"পূর্ব্বকথা গৌরীরে কহেন ত্রিলোচন।
শুনহ শঙ্করি সেই সতীদাক্ষায়ণী।
ত্যজিলা পরাণ যবে মম নিন্দা শুনি।

তোমার শোকেতে আমি হইয়া অস্থির।
স্কন্ধে করি ঘুরিলাম মৃত যে শরীর।

প্রচণ্ড তাণ্ডবে মম ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ হইলা স্তম্ভিত।

খণ্ড খণ্ড চক্রেতে কাটিলা নারায়ণ।
হইনু তাহার ভাবে ধ্যানেতে মগন।

তা দেখি দেবতা সবে করিয়া প্রসঙ্গ।
পাঠাল মদনে ধ্যান করিবারে ভঙ্গ।

মম হৃদে স্মর পঞ্চ শর হানে বলে।
ভস্ম করিলাম তারে নেত্রের অনলে।

পরে সর্ব্ব দেবতার অনুরোধে পড়ি।
তোমারে করিনু বিভা নগেন্দ্রকুমারী।

তোমার পরশে গাত্র হইল শীতল।
ফলিল আমার বহু তপস্যার ফল।

শিবলোকং লভেৎ স্নানে গয়াশ্রাদ্ধং ততোত্তরম্।
অক্ষয় তৃপ্তি মায়ান্তি শ্রাদ্ধে চ পিতরঃ সদা †। ১১।

যেই সতী সেই তুমি গিরীন্দ্র দুহিতে।
দাবদগ্ধ কানন হইল পুষ্পময়।
যোগীর হৃদয়ে ভোগ বাসনা উদয়।

শিবের বচনে দেবী ঈষৎ লজ্জিত।
কামভাব অন্তরে হইল সমুদিত।

মানসে জন্মিয়া কাম অনঙ্গ সুন্দর।
করযোড়ে কহিলেক শিবের গোচর।

ভস্মিয়া আমারে পিত কৈলে পরাভব।
তোমার মানসপুত্র আজি মনোভব।

শিব বলে বাছা তব দুঃখ অবসান।
নদরূপে শ্রীচন্দ্রশেখরে পাবে স্থান।

সর্ব্বানন্দ শ্রেষ্ঠ মম মানস কুমার।
পাইবে অনন্ত লোক তোমাতে উদ্ধার।

ক্রমদীশ শিবের পর্ব্বত-পাদদেশে।
সে মন্মথ নদ জ্যোতির্ম্ময়ের সকাশে।

ধর্ম্মাগ্নির উত্তরে সতত প্রবাহিত।
সহস্র গোদান ফল স্নানেতে বিহিত।

"হরপুত্র নদ" গৌরীহৃদয়নন্দন।
শত জন্ম পাপ হরে করিলে মজ্জন।

শিবলোক লভে স্নান শাস্ত্রের বিধান।
গয়া বিধিমতে তথা দিবে পিণ্ড দান।"

"মন্মথে পিণ্ডদানশ্চ গয়াশ্রাদ্ধং শতং লভেৎ'। ইতি পাঠান্তর।
অর্থাৎ মন্মথনদে পিণ্ডদান করিলে শত গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ হয়।

শমী পুষ্প প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াপদে।
উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতং। ১২।

তাহার উত্তরে মন্মথ নামে শম্ভুপুত্র এক নদ আছেন। তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্নানকালে এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে,—"হে হরপুত্র! আপনি নদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি গৌরীর হৃদয়ানন্দদায়ী, আপনাতে আমি স্নান করিতেছি আমার শত জন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করুন"। তথায় স্নান করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়, এবং স্নানান্তে তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। সেই শ্রাদ্ধে পিতৃলোক অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সেই গয়াক্ষেত্রে (মন্মথ নদে) শমীপুষ্প প্রমাণে পিণ্ড দান করিবে, তাহাতে সপ্ত গোত্র ও এক শত এক কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। ৯—১২।

তত্র প্রয়াগ-তীর্থানাং জলং শিবপ্রদং নৃণাম্।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তঃ স্নানে স্পর্শেন সংশয়ঃ। ১৩।

সেই নদে প্রয়াগ তীর্থের জল বিদ্যমান, তথায় স্নান করিলে মানবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয়। তথায় স্নান এমন কি জল স্পর্শমাত্রেই মানব নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৩।

সুভগা সঙ্গমে তত্র মন্মথে মজ্জনং ভবেৎ।
গঙ্গা-স্নান-ফলং প্রাপ্য শিব-প্রীতি-করো ভবেৎ।১৪।

সুভগাসঙ্গমে সেই মন্মথনদে স্নান করিলে মানব গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবের প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ১৪।

স্নানঞ্চ তর্পণং তত্র কুর্য্যান্মন্ত্র-পুরঃসরং।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং মুচ্যতে নাত্র ১৫।

তথায় মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃতর্পণ করিতে হয়, তাহাতে মানব শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৫।

প্রয়াগে মুণ্ডনং বাপি যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি! মন্মথে মুণ্ডনং যদি। ১৬।
অথবা কেশ সংখ্যানাং বৎসরাণাং সহস্রশঃ।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে বপনং মন্মথকৃতে। ১৭।
বরাটকে লভেৎ পুণ্যং সুবর্ণদানজং ফলম্।
তাম্রদানে রৌপ্য ফলং রজতে ভূমি দানজং।
ভূমিদানে লভেৎ স্বর্গং কি মন্যৎ কথয়ামি তে। ১৮।

হে দেবি! প্রয়াগে মুণ্ডন করিলে মানব যে ফলপ্রাপ্ত হয়, সেই মন্মথ-নদে মুণ্ডন করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অথবা মন্মথ-নদে মুণ্ডন করিলে মস্তকে যত কেশ থাকিবে, সেই কেশের সংখ্যানুপাতে তত বৎসর স্বর্গে বাস হয়। তোমাকে তথাকার পুণ্যফলের কথা অধিক আর কি বলিব, তথায় বরাটক দানে সুবর্ণদানের ফল, তাম্রদানে রৌপ্যদানের ফল, রৌপ্যদানে ভূমিদানের এবং ভূমিদানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ১৬—১৮।

ততঃ পশ্যেৎ মহাদেবং জ্যোতির্লিঙ্গ মনোহরম্।
অষ্টমূর্ত্তি-সমাযুক্তং সৌন্দর্য্যালিঙ্গিতং মহৎ। ১৯।
অশ্বমেধ-সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ।
ক্রমদীশ-মুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ। ২০।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত-ধন্যধান্য-সুতান্বিতঃ।
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জ্জন্ম-বিবর্জ্জিতঃ। ২১।

তাহার পর মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দর্শন করিবে, সেই জ্যোতির্লিঙ্গ অষ্টমূর্ত্তি সংযুক্ত সৌন্দর্য্যময় অতি উৎকৃষ্ট। সেই জ্যোতির্লিঙ্গরূপী ক্রমদীশ্বরের মুখ দর্শন করিলে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। মানব তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধনধান্য স্ত্রী পুত্রাদি ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগাবসানে শিবত্ব লাভ করত আর জন্মগ্রহণ করে না। ১৯—২১।

ক্রোশার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ পিণ্ডা শিলা সরস্বতী স্থিতা।
তত্র সংলিখনং নাম্নো যমদ্বারং ন গচ্ছতি। ২২।
অষ্টধারা নদী তত্র মহাদেব-প্রসাদিনী।
ততঃ কামাঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ বহ্নিং সংক্ষয়-কামতঃ।
শ্রাদ্ধে চৈবাক্ষয়ং পুণ্যং পূজয়িত্বা প্রদক্ষিণং। ২৩।

তাহার অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরস্বতী শিলাতীর্থ, তথায় নিজ নাম লিখিলে আর যমের দ্বারে যাইতে হয় না। তথায় অষ্টধারা নদী, সেই

নদী মহাদেবের প্রীতিপ্রদ! তথায় মুক্তি কামনায় বিষ্ণু, অগ্নি ও কামের পূজা করিতে হয়। পূজান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ২২। ২৩।

কোটি লিঙ্গানি তত্রৈব যত্র ছত্রাকৃতিঃ শিলা।
তত্রৈব গমনে দেবি শিবলোকে মহীয়তে। ২৪।
জপাদ্যৈঃ শাশ্বতী সিদ্ধির্ব্বিরূপাক্ষ-প্রদর্শনে।
আরোহণে মহাদেবি! ভীমপর্ব্বতবাহিনী। ২৫।

ঐ চন্দ্রনাথ তীর্থে ছত্রাকৃতি এক শিলা আছে, তাহাকে ছত্রশিলা বলে, তথায় কোটি শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। হে দেবি! তথায় গমন করিতে পারিলে শিবলোকে গিয়া সম্মান সহকারে বাস করিতে পারা যায়। হে মহাদেবি! তথায় বিরূপাক্ষ দেবকে দর্শন করিয়া জপাদি পূণ্য কর্ম্ম করিলে শাশ্বত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধির ফলে ভীমপর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারা যায়। ২৪। ২৫।

সীতারণ্যঞ্চ তত্রৈব নানাকুণ্ড মনোহরং।
কামাখ্যা যোনিরূপা চ গোমুখ-প্লাবনী নদী। ২৬।
অনেক-ভৈরব স্তত্রাপ্যনেক-কুণ্ডমুত্তমং।
তস্য দক্ষিণতো গৌরী শঙ্করো লিঙ্গরূপধৃক্। ২৭।
অনেক-চক্রশিলা চ উত্তরস্যাং প্রবাহিণী।
দর্শনে স্পর্শনে তস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। ২৮।

তথায় বিবিধ কুণ্ডে মনোহর সীতারণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কামাখ্যা-যোনি রূপিণী গোমুখী নদী বিদ্যমান আছে; তথায় অনেক ভৈরব, অনেকবিধ উত্তম কুণ্ড অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে গৌরী ও লিঙ্গরূপী শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন। উত্তরদিকে বহুবিধ চক্রশিলা প্রবাহিত নদীতে আছেন, তাঁহার দর্শনে অধিক স্পর্শনেই সকল পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ২৬। ২৭। ২৮।

তস্যোত্তরে লবণাক্ষং কুণ্ডং জ্ঞেয়ং মনোহরং।
শিব-সারূপ্য মাপ্নোতি স্নানে দানে ন সংশয়ঃ। ২৯।
চম্পকারণ্য-মধ্যস্থো লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্যোপরি মহাদেবো মুক্তকেশ্বর সংজ্ঞকঃ। ৩০।
স্বর্গদ্বারং ততো দেবি চম্পকারণ্য মুত্তমং।
কৈলাস-প্রতিমোহরণ্যে শিবলোক সএবহি। ৩১।

তাহার উত্তরে মনোহর লবণাক্ষ কুণ্ড রহিয়াছে, সেই লবণাক্ষে স্নান করিয়া দান করিলে নিশ্চয়ই শিবসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। তথায় চম্পককাননের মধ্যভাগে লিঙ্গরূপী মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন; তাহার উপরে মুক্তকেশ্বর নামে মহাদেব অবস্থিতি করিতেছেন। হে দেবি! সেই কারণে চম্পকারণ্য উত্তম স্বর্গদ্বার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সেই কাননকে কৈলাসতুল্য অথবা সাক্ষাৎ শিবলোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২৯—৩১।

মহৌষধি-নীলপদ্ম-নীল-চম্পক-বেষ্টিতঃ।
গোষ্পদো বর্ত্ততে তত্র পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ। ৩২।
অতীব নির্জ্জনং রম্যং দেবানামপি দুর্লভং।
তুলসী চিত্রকং ধূস্তং কৃষ্ণবর্ণ: মহৌষধং। ৩৩।
অনন্ত-ফলদং পুণ্যং লভতে স্পর্শনান্নরঃ।
সহস্রধারা নদ্যত্র ভীম-পর্ব্বতবাহিনী। ৩৪।
শিবলোকং ব্রজেত্তত্র স্নানে দানে সুরেশ্বরি।
তদূর্দ্ধে সূর্য্যবর্ণাভং লিঙ্গনাম-সমীপতঃ। ৩৫।

তথায় লিঙ্গরূপী শঙ্কর; মহোষধি নীলপদ্ম ও নীলচম্পক দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত গোষ্পদ তুল্য সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণবর্ণ ধূস্তর পুষ্পকে মহৌষধি বলা হয়। যথায় ঐ কৃষ্ণবর্ণ তুলসী চিত্রধূস্তর বৃক্ষ বিরাজমান, সেই চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র অতীব রমণীয় নির্জ্জন, ঐ স্থান দেবতাদিগেরও দুর্লভ। ঐ স্থানে ভীমপর্ব্বতবাহিনী সহস্রধারা নদী বিরাজমান; ঐ নদীর জল স্পর্শ করিয়াই মানব অনন্তফলপ্রদ পুণ্যলাভ করিয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! তথায় স্নান করিয়া দান করিলে শিবলোকে নীত হয়। তাহার ঊর্দ্ধদেশে শিবলিঙ্গ সমীপে সূর্য্যকুণ্ড বিদ্যমান। ৩২—৩৫।

তদধোগামিনী যাতু সা নদী ব্রহ্মরূপিণী।
মহাজ্যোতীশ্বরোঽস্ত্যত্র ব্যাসাশ্রম সমীপতঃ। ৩৬।

সূর্য্যকুণ্ডং জলং দেবি! সর্ব্বরোগ-হরং শুভং।
রামশিলা ব্রহ্মশিলা সহস্রাক্ষো মহেশ্বরঃ। ৩৭।
যত্র সংবর্ত্ততে দেবি! সা রেবা পরিকীর্ত্তিতা।
তত্রৈবাস্তে মহাদেবি! কপাট-দ্বারমুত্তমং।
তত্রৈব যত্নতঃ কুর্য্যাদ্রক্ষাং চাপ্যাত্মনঃ সদা। ৩৮।

তাহার অধোদেশে যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই অধোবাহিনী নদী ব্রহ্মরূপিণী। ঐ নদীতীরে ব্যাসাশ্রমের সমীপে মহাজ্যোতীশ্বর লিঙ্গ-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। হে দেবি! ঐ সূর্য্যকুণ্ডের জলে সকল প্রকার রোগ আরোগ্য হয়, শরীর সুস্থ হয়। উহার সমীপে রামশিলা, ব্রহ্মশিলা এবং সহস্রাক্ষ শিব আছেন। নদীর তীরে ঐ সকল পবিত্র বিগ্রহ বিরাজমান, নদীর সেই অংশকে রেবা বলা হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! সেই স্থানে উৎকৃষ্ট এক কপাটদ্বার আছে, সেই দ্বারে গিয়া যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে হয়। ৩৬—৩৮।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রক্ষা মন্ত্রং মহেশ্বরি।
বালানাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং বয়স্থানাং যথা তথা। ৩৯।
নারীণাং পুরুষাণাঞ্চ রক্ষা পরম-শোভনা।
রক্ষাদ্বারে কমলাক্ষি রক্ষো জ্যোতিঃ স্বলিঙ্গকঃ। ৪০।
কেশে জটাধরো দেবঃ কপালে শশিশেখরঃ।
স্থাণু শ্চৈব ভ্রুবোর্মধ্যে নেত্রশ্চৈব ত্রিলোচনঃ। ৪১।

পুরন্দরো দক্ষকর্ণে বামে চ কলিসূদনঃ।
নাসিকায়াং মহাদেবো মুখে চ পরমেশ্বরঃ। ৪২।
কণ্ঠে কমল-পত্রাক্ষো নীলকণ্ঠশ্চ রক্ষয়েৎ।
অপসব্যে মহাদেবো রক্ষয়েচ্চোদরান্বিতঃ। ৪৩।
শূলী চৈব বাম-হস্তে বিরূপো দক্ষিণে তথা।
স্তনোপরি মহাদেবো রক্ষয়েৎ ফণিভূষণঃ। ৪৪।
হৃদয়ে গৌরীনাথশ্চ পৃষ্ঠে চ শঙ্করো বিভুঃ।
নাভৌ গঙ্গাধরো দেবঃ রক্ষয়েৎ পরমেশ্বরি। ৪৫।
কণ্ঠে চ পরমেশানি ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো বিভুঃ।
উদরে রক্ষয়েৎ রুদ্রঃ শূন্যে চৈব স্থলিঙ্গকঃ। ৪৬।
গুদেপদ্মাসনস্থশ্চ দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ বৃষধ্বজঃ।।
বামপদে পশুপতির্দক্ষপাদতলে হরঃ। ৪৭।
পাদয়োঃ স্তনয়ো-র্দেবো রক্ষেৎ পরম কারণং।
সর্ব্বাঙ্গে দেবদেবেশো রক্ষয়েৎ পরমেশ্বরি। ৪৮।

হে মহেশ্বরি! এক্ষণে তোমাকে রক্ষামন্ত্রের বিষয় বলিতেছি। এই মন্ত্রে বালক, বৃদ্ধ ও যুবা নর-নারীর রক্ষা হইয়া থাকে। কমলাক্ষি! জ্যোতিরীশ্বর লিঙ্গরক্ষাদ্বারে লিঙ্গ রক্ষা করেন। দেব জটাধর কেশ রক্ষা করেন, শশিশেখর কপাল, স্থাণু ভ্রূমধ্য, ত্রিলোচন নেত্র, পুরন্দর দক্ষিণ কর্ণ, কলিসূদন বাম কর্ণ, মহাদেব নাসিকা, পরমেশ্বর মুখ,

কমলপত্রাক্ষ কর্ণ, নীলকণ্ঠ বামভাগ, মহাদেব উদর রক্ষা করিয়া থাকেন। শূলী বামহস্ত, বিরূপাক্ষ দক্ষিণহস্ত, ফণিভূষণ মহাদেব স্তনের উপরিভাগ রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বরি! গৌরীনাথ হৃদয়, প্রভু শঙ্কর পৃষ্ঠদেশ, দেব গঙ্গাধর নাভি রক্ষা করিবেন। হে পরমেশ্বরি! ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী প্রভু কণ্ঠদেশ, রুদ্র উদর এবং স্থূলিঙ্গক শূন্যভাগ রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বরি! পদ্মাসনস্থদেব গুহ্যদেশ, বৃষধ্বজ দক্ষিণপদ, পশুপতি বামপদ, হর দক্ষিণ পদতল এবং দেবদেবেশ সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৩৯—৪৮।

ইত্যনেন মহেশানি রক্ষয়েৎ স পরম্পরং।
গৃহাঙ্গণে জলে চাগ্নৌ বনে চোপবনে তথা। ৪৯।
সিংহ-ব্যাঘ্র ভয়ে চাস্মিন্ সর্পরাজ ভয়ে তথা।
ভয়ং নারায়ণি তস্য নাস্তি নাস্তি জগত্ত্রয়ে। ৫০।
মন্ত্রেণানেন অত্রৈব রক্ষাং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
কৃত্বা সংকল্প মাচর্য্য ধ্যায়েত্তং ক্রমদীশ্বরং। ৫১।

হে মহেশ্বরি! এই বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে। হে নারায়ণি! যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে, জল, অগ্নি, বন উপবনে, সিংহব্যাঘ্র ভয়, সর্প ভয়; ত্রিজগতের কোন ভয়ই নাই। সেই স্থানে উপবেশন করিয়া এইরূপে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া আসিবে। আত্মরক্ষা করিতে হইলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ক্রমদীশ্বরের ধ্যান করিতে হইবে। ৪৯—৫১।

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে
চতুর্থ পটলঃ।

চট্টলে* দক্ষিণো বাহু র্ভৈরব শ্চন্দ্রশেখরঃ।
তস্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ। ১।
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যঃ সমারোহয়েন্নরঃ।
বিল্বরূপো মহাদেবো ডমরু-প্রতিমা শিলা। ২।

নারায়ণ কহিলেন চট্টগ্রামে সতীর দক্ষিণবাহু পতিত হয়, চন্দ্রশেখর ভৈরবরূপে অবস্থিত, সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের কটিদেশে বিরূপাক্ষ মহেশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় বিশ্বরূপী মহাদেব ও ডমরু প্রতিমা শিলা অবস্থিত; যে মানব সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করে, সে রুদ্রলোকে গমন করে। ১। ২।

ততঃ পূর্ব্ব পথা গচ্ছেৎ আরোহেচ্চন্দ্রশেখরং।
তত্র সর্ব্বে গুল্মলতা বৃক্ষা দেবাঃ মহৌজসঃ। ৩।
মুনয়ো ভৈরবাঃ সর্ব্বে পাষাণা লোষ্ট্ররূপিণঃ।
মহৌষধি তরুস্তত্র নানা চিত্র বিচিত্রকঃ। ৪।
লতাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিঃ পুষ্পং স্বর্ণময়ং পরং।
রজতাভং ভবেৎ পত্রং কৃষ্ণবর্ণং ফলং মহৎ। ৫।
যস্যৈব স্পর্শবাতেন রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
স্পর্শাদ্দেবত্ব মায়াতি ভক্ষণাদমরো ভবেৎ। ৬।

---

* পুরাকালের "চট্টল" চন্দ্রনাথ তীর্থেরই নামান্তর। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহর চট্টল নহে। অধিকন্তু শাস্ত্রোক্ত চট্টলেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মৃতো জীবতি বাতেন রসাঙ্গলেপনৈ নিশ্চিরাৎ।
বৃষকুণ্ড জলস্পর্শে রুদ্রলোকে মহীয়তে। ৭।

যে স্থানে বিরূপাক্ষদেব রহিয়াছেন, তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী পথ দিয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়। তথায় মহাতেজস্বী দেবগণ সকলেই বৃক্ষ ও গুল্ম লতা হইয়া রহিয়াছেন। মুনিগণ, ভৈরবগণ সকলেই পাষাণ ও লোষ্ট্ররূপী হইয়া রহিয়াছে। তথায় এক মহান্ মহৌষধি বৃক্ষ রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ বিবিধবর্ণে চিত্র বিচিত্র। উহার শাখা সকল সুবর্ণবর্ণ, পুষ্প উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পত্র রজতবর্ণ, ঐ বৃক্ষের ফল অতি বৃহৎ এবং কৃষ্ণবর্ণ। ঐ বৃক্ষের বাতস্পর্শেই রোগী রোগ হইতে মুক্ত, বৃক্ষ স্পর্শে দেবত্বপ্রাপ্ত এবং উহার ফল ভক্ষণে অমর হয়। উহার বায়ুস্পর্শে মৃতব্যক্তি জীবনপ্রাপ্ত হয়, অঙ্গে উহার রস লেপন করিলে চিরজীবি হয়। বৃষকুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে মানব রুদ্রলোকে গিয়া সম্মান সহিত বাস করে। ৩—৭।

শ্রীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তি মাপ্নোতি মানবঃ।
বিংশতি-কুল-সহিতঃ শিবলোকে মহীয়তে। ৮।
ততো বিষ্ণুপুরং প্রাপ্য দ্বিজো ভূত্বা মহীতলে।
সদ্বংশ-কুলজঃ শান্তো বেদ-বেদাঙ্গ-পারগঃ। ৯।
দেব-বিপ্রানুরক্তশ্চ ততো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ।
আরুহ্য চ নৈঋ‍র্তাস্তো মহোদধি মিতস্ততঃ।
যঃ পশ্যেৎ ন পুনস্তস্য জন্ম মৃত্যু জরাগ্রহঃ। ১০।

শ্রীচন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং বিংশতি কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে মহীয়মান হইয়া থাকে। তাহার পর বৈকুণ্ঠধামে কিয়ৎকাল বাস করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে সদ্বংশে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; শান্ত বেদবেদাঙ্গ-পারগ দেবদ্বিজ অনুরাগী হইয়া পরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি তথায় আরোহণ করিয়া নৈঋ্ঋতাস্য হইয়া ইতস্ততঃ মহাসমুদ্র অবলোকন করে, তাহাকে আর কখনই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ৮—১০।

পাপ-বন্ধ-বিমুক্ত্যর্থং প্রপশ্যেৎ ক্রমদীশ্বরং।
জপাদেঃ শাশ্বতী সিদ্ধিঃ পুনঃ পশ্যেদ্বিরূপকম্। ১১।
পুনর্জ্জন্ম জয়েত্তত্র স্পৃশেল্লিঙ্গং মনোহরং।
ততো দেবং পূজয়েচ্চ স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বকং। ১২।
সঙ্কল্প্য বিধিবদ্দেবি যথা লাভং তথা চরেৎ।
ধনধান্য-প্রহৃষ্টা চ লক্ষ্মীস্তস্য গৃহে বসেৎ। ১৩।
প্রাপ্নুয়াৎ পূজনে তস্য সমৃদ্ধিং মানসেপ্সিতাং।
শ্রীবৃক্ষোদ্ভব-পত্রেণ গন্ধেন পদ্ম মুত্তমং। ১৪।
অষ্টাদশং লিখেত্তত্রাপ্যঙ্গন্যাসং সমাচরেৎ।
অর্ঘ্য-পাত্রঞ্চ সংস্থাপ্য জলেমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ১৫।
তত্রাষ্টধা প্রজপ্তব্যা দত্ত্বোপকরণানিচ।
সংক্ষেপ্যং চ যথাধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু সাম্প্রতং। ১৬।

পাপবন্ধন মোচনের জন্য ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভুকে দর্শন করিবে; তথায় গিয়া পুনঃ পুনঃ বিরূপাক্ষ দেবকে দর্শনকরতঃ জপাদি করিলে শাশ্বতী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তথাকার মনোহর শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিলে আর জন্ম হয় না। তথায় গিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ঐ দেবকে পূজা করিবে। হে দেবি! যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া যথাপ্রাপ্ত দ্রব্যে তাঁহার পূজা করিবে; যে এইরূপে পূজা করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার ধনধান্য-ঐশ্বর্য্যে তুষ্টা হইয়া নিয়ত তাহার গৃহে বাস করেন। বিল্বপত্র, উত্তম পদ্ম ও গন্ধদ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মানব আপনার মনোমত ঐশ্বর্য্য লাভ করে। অষ্টাদশ-মণ্ডল অঙ্কনপূর্ব্বক তদুপরি অঙ্গন্যাস করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবে। পরে জলে মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। তথায় উপকরণ প্রদান পূর্ব্বক আটবার মন্ত্রজপ করিবে। এক্ষণে ধ্যানের বিষয় সংক্ষেপে বলিব শ্রবণ কর। ১৩—১৬।

দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানং ভস্মরেণু বিভূষিতং।
শূল-ডমরু-হস্তঞ্চ কমণ্ডলুধরং বিভুং। ১৭।
জটাধরং চোগ্রতেজো বালার্কমিববর্চ্চসা।
নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনং। ১৮।
বিশ্বরূপ স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরং।
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরং। ১৯।
শূন্যাচ্ছূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুং।
এবমেব নরোধ্যায়েত্তংদেবং পরমেশ্বরম্। ২০।

প্রভুর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম বিভূষিত, হস্তে শূল, ডমরু ও কমণ্ডলু, মস্তকে জটা, উগ্রতেজা দেব বালসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন; দেখিবে দেব নিরাকার নিরঞ্জন, (নির্লেপ) তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি বিশ্বরূপী, তিনি মহেশ্বর শব্দরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি জ্ঞানরূপী তত্ত্ববান্ মহেশ্বর। তিনি শূন্য অপেক্ষা শূন্যতর, লয় অপেক্ষা লয়তর, প্রভু লীলাময়। মানব এইরূপে দেব পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। ১৭—২০।

আগচ্ছাগচ্ছ দেবেশ ত্বমেব চিন্ময় প্রভো।
যাবৎ পূজাং করোম্যত্রাপ্যবধানং কুরুষ্ব মে। ২১।
যথা লাভং সুসংপূজ্য তত আবরণান্ যজেৎ।
মণ্ডলস্য তু বামে চ রেখায়াং মর্ত্ত্যবাসিনাম্। ২২।
তত্র কাম প্রসিদ্ধ্যর্থং বিল্বপত্র শতং দদেৎ।
ততো বৈরি বিনাশার্থং কৃষ্ণবর্ণা পরাজিতাঃ। ২৩।

"হে দেবেশ! আসুন, আসুন প্রভো! আপনিই চিন্ময়, আপনাকে প্রণাম করি, আমি যাবৎ পূজা করিব, তাবৎ আমার এই স্থানে অবস্থান করুন।" এইরূপে আহ্বান করিয়া যথাপ্রাপ্ত দ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে। তাহার পর মণ্ডলের বাম-ভাগবর্ত্তী রেখায় নিখিল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত শত বিল্বপত্র প্রদান করিবে; তাহার পর শত্রুবধের নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা প্রদান করিবে। ২১—২৩।

তথাপামার্গ পত্রেণ শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ।
তথাধুস্তুর পত্রেণ রাজাদি বশমানয়েৎ। ২৪।
বিদ্বেষণং শিরীষেণ মোহনং ভস্মরেণুনা।
ষট্কর্ম্ম সাধয়েদ্ধীরো রক্তপদ্ম প্রদানতঃ। ২৫।

অপামার্গ পত্র দ্বারা পূজা করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ধুস্তুর পুষ্পে পূজা করিলে রাজাদি বশীভূত হয়। শিরীষ পুষ্পে পূজায় বিদ্বেষ উৎপাদন, এবং ভস্মরেণু দ্বারা পূজা করিলে লোকমোহিনী শক্তি লাভ করা যায়। ধীর সাধক রক্তপদ্ম দিয়া পূজা করিলে ষট্কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ২৪। ২৫।

তস্য তৃতীয়-রেখায়াং স্বর্গলোক-নিবাসিনং।
ধর্ম্মার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞানঞ্চ ততশ্চ পরমেশ্বরং। ২৬।
দেবান্ যক্ষান্ খগান্ সিদ্ধান্ গন্ধর্ব্বানুরগাংস্তথা।
রাক্ষসাংশ্চ তথা ভূতান্ গুহ্যকাংশ্চ পিশাচকান্।
বিদ্যাধরান্ মুনীংশ্চৈব ত্রিলোক-বশগাংস্ততঃ। ২৭।

তাহার পর মণ্ডলের তৃতীয় রেখায় ধর্ম্ম অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত স্বর্গলোকবাসী পরমেশ্বরকে পূজা করিবে। তাঁহার পূজা করিলে দেবতা যক্ষ, পক্ষী সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ভূত গুহ্যক, পিশাচ, বিদ্যাধর মুনি, এক কথায় সমস্ত ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। ২৬। ২৭।

প্রণবাদি নমোঽন্তেন যথাশক্তি প্রপূজয়েৎ।
পদ্ম-মধ্যে ততোদেবি শিবং ভীমং সরুদ্রকম্। ২৮।
ভবং সর্ব্বমভয়ঞ্চ চণ্ডেশ্বর মতঃ পরং।
বৃষধ্বজংপিণাকিনং শূল-ধারিণমেব চ। ২৯।
কপালিনঞ্চ সংপূজ্য ততস্তং চন্দ্রশেখরং।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ জ্যোতির্লিঙ্গং মহেশ্বরং। ৩০।
উমাপতিং যজেদ্দেবি! ততো বসুন্ধরং যজেৎ।
অন্ধকার স্বরূপঞ্চ ততোঽপি ত্রিপুরান্তকং। ৩১।
নীলকণ্ঠং উগ্রকণ্ঠং মহাবল মতঃ পরং।
নানারূপং সুসংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দদেৎ। ৩২।
ভগবন্তংত্রিরেখাঞ্চ তন্মন্ত্রং শক্তিতো জপেৎ।
নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কুর্য্যাচ্চার্দ্ধ-প্রদক্ষিণং। ৩৩।

সর্ব্বত্র আদিতে ওঁঙ্কার, ও অন্তে নমো যোগ করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। হে দেবি! তাহার পরে পদ্মের মধ্যভাগে শিব, ভীম, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, অভয়, চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিণাকী ও শূলধারী পূজা করিবে। তাহার পর কপালীর পূজা করিয়া সেই চন্দ্রশেখরের পূজা করিবে, তৎপরে, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, জ্যোতির্লিঙ্গ, মহেশ্বর ও উমা-পতির পূজা করিবে, হে দেবি! তৎপরে বসুন্ধর, অন্ধকার স্বরূপ ও ত্রিপুরান্তকের পূজা করিবে। অতঃপর নীলকণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ, মহাবল ও

নানারূপের উত্তমরূপে পূজা করিয়া তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তিন রেখায় এইরূপে ভগবানের পূজা করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রজপ করিবে, তাহার পর ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ করিবে। ২৮—৩৩।

বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। ৩৪।
ক্রমদীশেশ্বরং তত্র সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ।

হে মহেশ্বর! আমার যে কর্ম্ম বিধিহীন, ক্রিয়াহীন, মন্ত্রহীন হইয়াছে আপনার প্রসাদে তৎসমুদয় সম্পূর্ণ হউক। ইহার পর সংহার মুদ্রা দ্বারা ক্রমদীশ্বরকে বিসর্জ্জন করিবে। ৩৪।

ইতি শ্রীবারাহী তন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে
পঞ্চম পটলঃ।

——000——

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততো বরাটকাদীনি তত্তৎ-ফল-বিধানতঃ।
দানানি শক্তিতো দদ্যাৎ নমস্কুর্য্যান্মহেশ্বরং। ১।
শিরীষ-মূল-চূর্ণেন তথা তণ্ডুল-লড্ডুকৈঃ।
দ্রোণ-পুষ্পস্য দানেন শ্রীফলেন ফলক্রমিঃ। ২।

তৎপর তত্তৎফলকামনায় যথানিয়মে যথাশক্তি বরাটকাদি দান করিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিবে। শিরীষপুষ্পের মূল চূর্ণ, তাহার

লড্ডুক, দ্রোণপুষ্প, বিল্বফল ও বিল্ববৃক্ষ দান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিবে। ১। ২।

আশু সম্মারয়েচ্ছত্রুং শক্রতুল্য-পরাক্রমং।
পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ততোচ্ছিদ্রাবধারণং। ৩।
তত্র শ্রাদ্ধে চ হোমে চ দানে চাক্ষয়জং ফলম্।
ততশ্চ সহস্রধারা স্নানে শিব গতির্ভবেৎ।
তত্র শ্রী পাদুকাং গত্বা তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ। ৪।

এইরূপ নিয়মে মহেশ্বরের পূজা করিতে পারিলে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শত্রুকে অবিলম্বে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। তাহার পর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ, হোম ও দান করিলে শিবলোকে গতি হয়। তথায় শ্রীপাদুকা নামক স্থানে গিয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। ৩। ৪।

সীতাকুণ্ডস্যোত্তরস্যাং রামমূর্ত্তিং প্রদর্শয়েৎ।
দেবানাং দুর্লভং লোকে ফলমাপ্নোতি মানবঃ। ৫।

সীতাকুণ্ডের উত্তর দিকে রামমূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব দেবদুর্লভ ফললাভ করিয়া থাকে। ৫।

বাড়বকুণ্ড পূর্ব্বে তু ত্রিকোণে কুণ্ডমুত্তমং।
অগ্নিকুণ্ড মিতিখ্যাতং তস্য পার্শ্বে স্বয়ং ত্রয়ং। ৬।

ধর্ম্মকুণ্ড মুদীচ্যাঞ্চ শক্তিকুণ্ডং তথা পরং।
চন্দ্রকূপেতি বিখ্যাতং দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে।
স্নানে দানে চ দেবেশি শিবপ্রীতিকরং পরং। ৭।

পূর্ব্বদিকে বাড়বানলকুণ্ড এবং তাহারই পার্শ্বে ত্রিকোণাকৃতি উত্তম অগ্নিকুণ্ড এই দুই কুণ্ড রহিয়াছে। তাহার পর আরও তিনটি কুণ্ড; উত্তর দিকে ধর্ম্মকুণ্ড এবং শক্তিকুণ্ড, তাহার পরে ত্রিলোক দুর্ল্লভ চন্দ্রকূপ নামে বিখ্যাত অপর একটী কুণ্ড রহিয়াছে। হে দেবেশ! ঐ সকল কুণ্ডে স্নান এবং উহার তীরে উপবেশন পূর্ব্বক দান করিলে শিবের অতিশয় প্রীতি সাধন করা হয়। ৬। ৭।

ততোপি ব্যাস কুণ্ডস্য চাগ্নিকোণে মহেশ্বরি।
মুক্তকেশী করালাস্যা দক্ষিণা দক্ষিণাংশতঃ। ৮।
অমরাণা মদৃশ্যাচ যত্র বক্রা বহেন্নদী।
তত্রৈব মানসং কাম্যং প্রলভেদ্দর্শনাজ্জনঃ। ৯।
অথ বক্ষ্যামি গুহ্যান্তং ধর্ম্মাগ্নৌ হবনাম্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বা ন শোচতি। ১০।

হে মহেশ্বরি! তাহার পর অগ্নিকোণে ব্যাসকুণ্ড, তাহার দক্ষিণাংশে করালবদনা মুক্তকেশী দক্ষিণা মূর্ত্তি। তথায় দেবগণেরও অদৃশ্যভাবে বক্রগতিতে এক নদী বহিতেছে। মানব তথায় গমন করিলে মনোমত অভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর

অতি গুহ্য বিষয় তোমার নিকটে বলিব, হে দেবেশি! সেই ধর্ম্মাগ্নি-কুণ্ডে আমার নামে আহুতি দান করিলে আমি তাহাকে এমন এক পদপ্রদান করি, যে তাহা প্রাপ্ত হইলে মানব কখনই শোকার্ত্ত হয় না। ৮—১০।

ততঃ স্বয়ম্ভুবং পশ্যেৎ বৃষকুণ্ডস্য দক্ষিণে।
অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্তং সর্ব্ববাঞ্ছা-ফলপ্রদং। ১১।
সর্ব্বতীর্থ-ফলং দেবি লভতে দর্শনে শুভে।
পুরুষাণাং সহস্রস্য মোচনঞ্চাত্মনাভবেৎ।
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি। ১২।

তাহার পর বৃষকুণ্ডের দক্ষিণে স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি দর্শন করিবে, দেখিবে তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি—অষ্ট বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছে। হে দেবি! পুণ্যপ্রদ তদীয় মূর্ত্তি দর্শনে মানব সকল তীর্থ দর্শনের ফল লাভ করে, আপনাকে লইয়া সহস্র পুরুষের উদ্ধার সাধন করে, এবং যেই স্থানে শোক নাই সেই রুদ্রলোকে গমন করে। ১১। ১২।

তস্য দক্ষিণতো দেবি ব্যাঘ্ররূপি-মহেশ্বরং।
দৈবাদ্দৃষ্ট্বা নরঃ সোপি জীবন্মুক্তঃ ন সংশয়ঃ। ১৩।

হে দেবি! তাহার দক্ষিণে ব্যাঘ্ররূপ মহেশ্বর; তিনি দুর্লভ-দর্শন, দৈবাৎ যদি তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৩।

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিব-পাদ-সমুদ্ভবা।
তজ্জল ভক্ষণাদ্দেবি শিব সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ। ১৪।
স্নানং দানঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎসর্ব্বং ভাস্করাশ্রুনি সর্ব্বত্র চাক্ষয়ং ভবেৎ। ১৫।
সর্ব্বত্রৈব মহেশানি স্নানে দানে চ স্পার্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিবপ্রীতি ফলং মহৎ। ১৬।

তাহার পূর্ব্ব দিকে শিবপাদোদ্ভবা মন্দাকিনী দেবী রহিয়াছেন; হে দেবি! সেই মন্দাকিনীর জল পান করিলে মানব শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক তথায় স্নান দান এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারে তাহার সমুদয় পুণ্যকর্ম্ম অক্ষয় ফল প্রদান করে। হে মহেশ্বরি! সেই স্থানের সর্ব্বত্রই স্নান দান, দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও হোম করিতে মহৎ শিবপ্রীতি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪—১৬।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডঞ্চ পূর্ব্বে মন্দাকিনী স্মৃতা।
উত্তরে চম্পকারণ্যং দক্ষিণে বাড়বানলঃ। ১৭।
এতৎ ক্ষেত্রং ময়াপ্রোক্তং পঞ্চক্রোশং মহাফলং।
যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে জন্তুর্নির্ব্বাণ মধিগচ্ছতি। ১৮।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বদিকে মন্দাকিনী, উত্তরে চম্পকারণ্য, এবং দক্ষিণদিকে বাড়বানল এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র

বলিয়া অভিহিত এবং মহাফলপ্রদ। এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে যে কোন ব্যক্তিই মুক্তি পাইয়া থাকে। ১৭। ১৮।

নক্রেশ্বরং সমাসাদ্য যাবচ্চ চম্পকং বনং।
পঞ্চক্রোশ মিদং প্রোক্তং শিব-নির্ব্বাণ-কারণং। ১৯।
এতস্মিন্নন্তরে সন্তি কুণ্ডান্যন্যানি সর্ব্বতঃ।
সুগোপ্যানি প্রযত্নেন মম প্রীতি-করাণিচ। ২০।
দেবঙ্গনানাং সর্ব্বাসাং নানা হস্ত চতুষ্টয়ং।
চতুর্ব্বক্ত্রঞ্চ বাহুঞ্চ নানা-বর্ণাকৃতীনিচ। ২১।
এতেষাং কারণং দেবি শৃণুষ্ব তব সাম্প্রতং।
সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি কিংভূয়ো ভুবি মুক্তিদং। ২২।

নক্রেশ্বর হইতে চম্পক বন পর্য্যন্ত এই পঞ্চক্রোশ স্থান শিব নির্ব্বাণ কারণ বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে অন্যকুণ্ডগুলিও অতি গোপনীয় এবং আমার অতি প্রীতিকর। এখানকার সকল দেবাঙ্গনারই চারি হস্ত, চারি মুখ, এবং নানা বর্ণের আকৃতি। হে দেবি! ইহার কারণ শ্রবণ কর; এক্ষণে সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিব; পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা মুক্তিপ্রদ আর কি আছে? ১৯—২২।

ইতি শ্রীবারাহী তন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে
ষষ্ঠ পটলঃ।

———o———

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণী উবাচ।

কথং বা চম্পকারণ্যংদেবানামপিদুর্ল্লভং।
অনেক কুণ্ড সঙ্গে চ লবণাক্ষং বিরাজিতং। ১।
যত্রোর্দ্ধবাহিনী গঙ্গা মন্দাকিনীতি বিশ্রুতা।
মৃ ং ভত্ত্বা কথং দেব ধর্ম্মাগ্নির্লোক-বিশ্রুতঃ। ২।
জ্বালাদেবী কথং তত্র কুণ্ডমধ্যে বিরাজিতঃ।
কথং বা বাড়বোবহ্নির্জ্জ্বাল দক্ষিণে হ্রদে। ৩।

নারায়ণী কহিলেন, দেবি! কি প্রকারে ঐ চম্পকারণ্য দেবদুর্লভ, ঐ সকল কুণ্ডের মধ্যে লবণাক্ষ কিরূপে বিরাজ করিল, তথায় যে ঊর্দ্ধ-বাহিনী মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত গঙ্গা রহিয়াছেন তিনিই বা কিরূপে আসিলেন, লোকবিখ্যাত ধর্ম্মাগ্নি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কি প্রকারে উত্থিত হইল। জ্বালাদেবী কি প্রকারে তথাকার কুণ্ড মধ্যে বিরাজ করিলেন, বাড়বানলই বা কি জন্য ঐ দক্ষিণ হ্রদে জ্বলিতেছে, কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। ১—৩।

নারায়ণ উবাচ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি তুভ্যং দেবি সমাহিতঃ।
ন বক্তব্যং মহাদেবি রহস্যং কুত্র মোক্ষদং। ৪।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা অমরৈঃ পার্শ্বদৈর্ম্মুদা।
ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা তত্র পার্ব্বত্যা চ সদাশিবঃ। ৫।
তত্র কুণ্ডলিনী সর্ব্বং দেবরূপাণি শাশ্বত।
শিবেন লবণাক্ষেণ বিষ্ণুকুণ্ডাদিভিঃ সদা। ৬।

নারায়ণ কহিলেন দেবি! এক্ষণে স্থিরচিত্তে তোমার নিকটে সমস্তই বলিব, মহাদেবি! তুমি এই মোক্ষপ্রদ রহস্য আর কোথাও প্রকাশ করিও না, তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ পার্শ্বচর অন্যান্য দেবগণের সহিত আনন্দে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, পার্ব্বতীর সহিত সদাশিব সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তথায় শিব, লবণাক্ষ, এবং বিষ্ণুকুণ্ডাদির সহিত নিখিল দেবরূপে বিরাজ করিতেছেন। ৪—৬।

তৎস্থানং পরমং রম্যং কৈলাস সদৃশং স্মৃতং।
অমরা মৃত্যুমিচ্ছন্তি তত্র দেবি কিমদ্ভুতং। ৭।
জিহ্বালোলং গদালোলং ভীমপর্ব্বত দক্ষিণে।
তৎস্থান গমনে দেবি স সাক্ষাৎ শিবতাং ব্রজেৎ। ৮।

সেই স্থান কৈলাসের তুল্য অতি রমণীয়, দেবি! সে স্থানের আশ্চর্য্য মহিমার বিষয় আর কি বলিব, দেবতারা সেখানে প্রাণত্যাগ করিতে

ইচ্ছা করেন। দেখিবে সেই পর্ব্বতের দক্ষিণে লোল-জিহ্বা লোলগদা সদা বিরাজমান। হে দেবি! সেই স্থানে গমন করিলে মানব সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়। ৭।৮।

নীলাদ্রির্বর্ত্ততে তত্র যত্র দেবো জগন্ময়ঃ।
জগন্নাথেতি বিখ্যাতো যং দৃষ্ট্বা ব্রহ্ম সংলভেৎ। ৯।

যাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; জগন্নাথ নামে বিখ্যাত সেই জগদ্ব্যাপী দেব যথায় নিত্য বিরাজমান, সেই নীলাচল তথায় রহিয়াছে। ৯।

তস্য দক্ষিণতো দেবি! কাশীকুণ্ডং প্রচক্ষতে।
মণিকর্ণিকয়া সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি শঙ্করঃ। ১০।
অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম-ভোগাদিকং সদা।
মরণঞ্চ মহাদেবি যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। ১১।
তত্রোত্তর-বাহিনী-তীরে রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ।
কপিলো নরসিংহশ্চ যত্র নির্ব্বাণতাং গতঃ। ১২।
ক্ষিতিরূপো মহাদেবো বিরূপাক্ষো মহাশয়ঃ।
অগ্নিরূপো মহাদেবো মৃদং ভিত্ত্বা বিরাজিতঃ। ১৩।
জলমূর্ত্তিশ্চ দেবেশি সহস্রধারাকৃতিঃ শুভে।
বায়ুরূপশ্চ দেবেশি যত্র মুক্তিঃ করস্থিতা। ১৪।
শ্রীচন্দ্রশেখরো দেবঃ খ-মূর্ত্তিশ্চ বিরাজতে।

রাজ্য-রাজক-ভাবশ্চ স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপধৃক্।
সোমমূর্ত্তিস্তথাজ্বালা সূর্য্যরূপী চ বাড়বঃ। ১৫।

দেবি! তাহার দক্ষিণভাগকে কাশীকুণ্ড বলে, সেই স্থানে শঙ্কর মণিকর্ণিকার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। হে মহাদেবি! অদ্যাপি ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা তথায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য-ভোগ ও মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তথায় উত্তরবাহিনী নদীর তীরে যে স্থানে কপিল ও নরসিংহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই স্থানে একাদশ রুদ্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাপ্রভাবশালী ক্ষিতিরূপী মহাদেব তথায় বিরূপাক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অগ্নিরূপী মহাদেব তথায় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। হে দেবেশি! হে শুভে! মহাদেবের জলময়ী মূর্ত্তি তথায় সহস্রধারা রূপে প্রকাশ পাইতেছে। মুক্তি যাঁহার করস্থিত, মহাদেবের সেই বায়ুমূর্ত্তি শ্রীচন্দ্রশেখর দেবরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার আকাশময়ী মূর্ত্তিও তথায় বিরাজমান আছে। তাঁহার যজমান মূর্ত্তি তথায় স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপে বিরাজিত। তাঁহার সোমমূর্ত্তি জ্বালারূপে এবং সূর্য্যমূর্ত্তি বাড়বানলরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ১০—১৫।

মুক্তিপ্রদঃ স্বয়ং রামঃ সীতাকুণ্ডোত্তর-স্থিতঃ।
দৈত্যানাং যুধিসংক্রুদ্ধা গলদ্রক্ত-নিভাননা। ১৬।
নিশ্বাসাজ্জায়তো বহ্নি সা জ্বালা পরিকীর্ত্তিতা।
পাতালান্তর্গতো বহ্নির্জ্জলং ভিত্ত্বা প্রকাশতি। ১৭।

সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ রাম সীতাকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

যিনি দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধকালে রক্তাক্ত বদনব্যাদান করিয়া থাকেন, যাঁহার নিশ্বাসে বহ্নির উন্মেষ হয় সেই জ্বালা-দেবীরূপী বহ্নি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া জলভেদ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ১৬।১৭।

শতশিখো মহাতেজা বাড়বস্যোত্তরে হ্রদে।
যোগেশ্বরো মহাদেবো বিতলে ধ্যানতৎপরঃ। ১৮।
তস্য শিরসি দেবেশি কটাহাগ্নিরহর্নিশং।
সবহ্নির্বাড়বো নাম বিধানং দ্বিতীয়ং শৃণু। ১৯।

বাড়বানলের উত্তরে অতল হ্রদ মধ্যে মহাতেজস্বী শতশিখ মহাদেব যোগেশ্বর ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, হে দেবেশি! তাঁহার মস্তকে কটাহোপরি দিবারাত্র যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহাই বাড়বানাল; এক্ষণে সেই বাড়বানলের সার্থকতা শ্রবণ কর। ১৮। ১৯।

যোগনেত্রান্ত-সঞ্জাতো জলমধ্যে চ বাড়বঃ।
কামোভস্ম চ সংনীতো যেন নেত্রাগ্নিনাপুরা।
ত্রৈলোক্যং দহ্যতে যেন সমুদ্রশ্চৈব শোষ্যতে। ২০।
যুগান্তে দহ্যতে যেন ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরং।
স সাক্ষাদ্বাড়বো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপ হরঃশুভঃ। ২১।
তস্যোত্তরে বসেদ্দেবি আদিদেবো নিরঞ্জনঃ।
সাগ্নিকোণে মুক্তকেশী পূর্ব্বে নক্রেশ্বরোভবেৎ। ২২।

মহাতেজোময়ো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপ-বিনাশনঃ।
তেনাগ্নিনা জগৎ সর্ব্বং যুগান্তে দহ্যতে ধ্রুবং। ২৩।

ঐ অগ্নি মহাদেবের নয়ন প্রান্ত হইতে যোগবলে উৎপন্ন হইয়া জল মধ্যে বাড়বরূপে অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বকালে মহাদেব নেত্রসম্ভূত ঐ অগ্নি দ্বারাই কামদেবকে ভস্ম করিয়াছেন; উহা দ্বারা ত্রৈলোক্য দগ্ধ এবং সমুদ্র শোষিত হয়। প্রলয়কালে ঐ অগ্নি দ্বারাই নিখিল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইয়া থাকে। ঐ অগ্নি সাক্ষাৎ বাড়ব (ব্রাহ্মণ) অতি পবিত্র ও সর্ব্বপাপহর। দেবি! তাহার উত্তরে আদিদেব নিরঞ্জন বাস করিতেছেন। অগ্নিকোণে মুক্তকেশী এবং পূর্ব্বদিকে নক্রেশ্বর অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ স্থানের ঐ অনল মহাতেজোময়, উহাতে সকল প্রকার পাপরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে। প্রলয়কালে ঐ অগ্নি দ্বারাই নিখিল জগৎ দগ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই! ২০—২৩।

পরমাণু-সমোজীবো যদি পঞ্চত্বমালভেৎ।
সোপি নির্ব্বাণতাং যাতি কা কথা স্থূল-জীবিনঃ। ২৪।

তথায় পরমাণু তুল্য অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে স্থূলকায় প্রাণীর ত কথাই নাই। ২৪।

বাড়বাগ্নিং সমাসাদ্য যাবদ্বৈ চম্পকংবনং।
তত্র নির্ব্বাণ-দীক্ষায়াং গুরুরেকো মহেশ্বরঃ। ২৫।
পঞ্চক্রোশং সমাসাদ্য যে ত্যজন্তি কলেবরং।
তেষাং দক্ষিণ-কর্ণেহি দত্তমুক্তিকরঃ শিবঃ। ২৬।

মহাপাপ-করোবাপি পিতৃ মাতৃ বিনিন্দকঃ।
সচাপি চ লভেৎ স্বর্গং পঞ্চক্রোশে ম্রিয়েদ্ যদি। ২৭।

বাড়বানল হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত স্থানে গমন করিলে একমাত্র মহেশ্বরই গুরু হইয়া নির্ব্বাণ দীক্ষা প্রদান করেন। যাহারা ঐ পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থানে গিয়া দেহত্যাগ করে, সাক্ষাৎ মহাদেব তাহাদের দক্ষিণ কর্ণে মুক্তি মন্ত্র প্রদান করেন। ঐ পঞ্চক্রোশ স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে মাতা পিতার নিন্দাকারী অতি মহা-পাপীও বংশ সহিত স্বর্গে গমন করে। ২৫—২৭।

সার্দ্ধক্রোশান্তরে দেবি কুণ্ডমেকং বিরাজতে।
প্রলয়াগ্নি-সমস্তত্র নিত্যং জ্বলতি পাবকঃ। ২৮।
গঙ্গাস্নান-সমং তত্র রুদ্রলোকং ব্রজেন্নরঃ।
কুণ্ডং তত্র মহেশানি চতুরস্রং সমন্ততঃ। ২৯।
তত্র জ্বালাগ্নিরূপা চ পাতালাদুত্থিতা সতী।
জলং ভিত্ত্বা মহেশানি শতজিহ্বাত্মিকাপরা। ৩০।

দেবি! যথায় স্বয়ম্ভূনাথ তথা হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ দূরে বাড়বানল কুণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে, সেই কুণ্ডে প্রলয়ানল তুল্য অগ্নি অনবরত জ্বলিতেছে। তথায় স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্নান মাহাত্ম্যে মানব রুদ্রলোকে গমন করে। হে মহেশ্বরি! ঐ কুণ্ড চারিদিকে চতুষ্কোণ. ঐ কুণ্ডে শত জিহ্বাশালিনী অগ্নিরূপিণী জ্বালা-দেবী পাতাল হইতে জলভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছেন। ২৮—৩০।

তস্যোত্তরে চৈকশিখা বহ্নিরূপ বিলোলনা।
দক্ষিণে ভৈরবস্তত্র তন্নদী-তীরবাসকঃ। ৩১।
তস্য দক্ষিণতো দেবি কুণ্ডং বাড়ব-সংজ্ঞকং।
ক্রোশান্তে বিদ্যতে কুণ্ডং চতুর্হস্তং সুশোভনং। ৩২।
সপ্তজিহ্বাত্মকো বহ্নির্মুক্তিকেশ্বর—সন্নিধৌ।
তজ্জল মীষদুষ্ণঞ্চ তত্রাগ্নিঃ শিবরূপকঃ। ৩৩।
যত্র নক্রেশ্বরো লিঙ্গং ধর্ম্মাগ্নিরূপ-শোভিতং।
তত্র স্নানে চ দানে চ শিবপ্রীতিকরং পরং।
অনন্তফলমাপ্নোতি তর্পণে পিতৃপূর্ব্বকে। ৩৪।

তাহার উত্তরে চঞ্চলগতি বহ্নিরূপিণী এক শিখা, সেই বাড়বানলের দক্ষিণ দিকে সেই নদীর তীরে ভৈরব বাস করিতেছেন। হে দেবি! তাহার দক্ষিণে বাড়বানল কুণ্ড চতুর্হস্ত পরিমিত অতি শোভাময় ঐ বাড়বকুণ্ড ঐ স্বয়ম্ভূনাথের এক ক্রোশ ব্যবধানে রহিয়াছে। মুক্তিকেশ্বরের নিকট সপ্তজিহ্বাত্মক ঐ কুণ্ডের জল ঈষদুষ্ণ, সাক্ষাৎ শিব অগ্নিরূপে ঐ কুণ্ড মধ্যে বাস করিতেছেন। যথায় নক্রেশ্বর লিঙ্গ ধর্ম্মাগ্নিরূপে শোভা পাইতেছেন। তথায় স্নান ও দান করিলে শিবের সাতিশয় প্রীতি সাধন করা হয়; তথায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করিলে অনন্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩১—৩৪।

পঞ্চক্রোশাদ্বহির্জ্ঞেয়ং কুমারী-কুণ্ডমুত্তমং।
ততো দক্ষপথাগচ্ছেৎ সংপশ্যেৎ কর্করীং নদীং।৩৫।

যস্য পার্শ্বস্থিতাঃ সর্ব্বে ভৈরবা শিবরূপিণঃ।
ক্ষেত্রপালঃ ক্ষত্রহন্তা শার্দ্দূলো বন জন্তবঃ। ৩৬।
বটুকোমতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্র-নায়কঃ।
তেষাং পূজা প্রবর্ত্তব্যা যথাবিভব-বিস্তরৈঃ। ৩৭।
ভৈরবাণাং প্রভাবেণ তীর্থানা মটলং ভবেৎ।
নো ভয়ং ন চ দৌর্ভাগ্যং ন ব্যাধি নৈব সঙ্কটং।
পঞ্চক্রোশস্থিতান্ দেবান্ সংস্পৃশেৎ নিরুপদ্রবান্।৩৮।

ঐ পঞ্চক্রোশ স্থান বাহিরে উত্তম কুমারী কুণ্ড রহিয়াছে জানিবে। তাহার কিছু দূর দক্ষিণে গমন করিলে 'কর্করী' নদী দেখিতে পাইবে। যাহার পার্শ্বে শিবরূপ ভৈরবগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ক্ষেত্রপাল ক্ষত্রহন্তা, শার্দ্দূল প্রভৃতি বনজন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; বটুক, মতিদক্ষ, ক্ষেত্রনায়ক নন্দীশ্বর তথায় বিরাজ করিতেছেন; তথায় গিয়া যথাশক্তি প্রচুর ব্যয় করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। কারণ সেই ভৈরবদিগের প্রভাবেই লোকের তীর্থভ্রমণ সফল হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রসাদে কাহারও কোথায় ভীতিপ্রাপ্তি, দৌর্ভাগ্য-প্রাপ্তি, পীড়া বা অন্য কোনরূপ বিপদ ঘটে না। ঐ পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী স্থানে অবস্থিত অত্যাচারনাশক অন্যান্য দেবতাদিগকে পূজা করিবে। ৩৫—৩৮।

ব্যাসকুণ্ডস্যাগ্নি-কোণে কম্পাতীর-পথা ব্রজেৎ।
মেরুপর্ব্বত-সঙ্গঃস্যাৎ সতী-দক্ষাঙ্গ-সঙ্গতঃ। ৩৯।

দেববাদ্যং দেবনাট্যং দেবগীতং শ্রুতিস্বনং।
যত্রৈব শ্রূয়তে নিত্যং সর্ব্বমঙ্গল-নিস্বনং। ৪০।

ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পানদীর তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে দেখিতে পাইবে মেরু পর্ব্বতসঙ্গ নামক পবিত্র ক্ষেত্র, সতীর দক্ষিণাঙ্গ (দক্ষিণ বাহু) পতিত হওয়ায় ঐ স্থান অতি পবিত্র ; তথায় প্রতিদিন দেবতাদিগের বাদ্য নাট্য ও গীত বেদপাঠ, এবং সকল প্রকার মঙ্গলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ৩৯। ৪০।

তত্রকালী বসেন্নিত্যং বেদবাহুধরা শুভা।
শবস্থা মুণ্ডমালাঢ্যা নাগযজ্ঞোপবীতিনী। ৪১।
চন্দ্রার্দ্ধধারিণী কৃষ্ণা দিগ্বাসা দশনোজ্বলা।
খড়গ-মুণ্ড-সব্যহস্তা বরাভয়দদক্ষিণা। ৪২।
দেবপূজ্যা দেবমাতা চামুণ্ডা-কোটিভির্যুতা।
যত্র বহ্বাকৃতিঃ শিলা ক্রোশার্দ্ধব্যাপিনীস্থিতা। ৪৩।
সতী-দক্ষভুজশ্ছিন্নঃ পতিতো বিষ্ণু-চক্রতঃ।
জগন্নাথস্তত্র কর্ত্তা কৃষ্ণেণ সহরাধিকা।
সীতয়া চ তথা রামঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ। ৪৪।

তথায় শবারূঢ়া মুণ্ডমালাধারিণী শ্যামবর্ণা দিগম্বরী ভগবতী কালী চতুর্হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন ; তাঁহার গলে নাগযজ্ঞোপবীত, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, বামহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও মুণ্ড, এবং
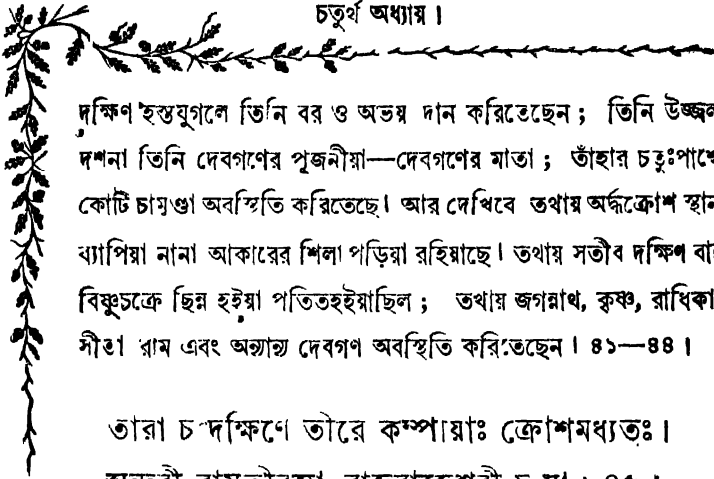
দক্ষিণ হস্তযুগলে তিনি বর ও অভয় দান করিতেছেন; তিনি উজ্জ্বল দশনা তিনি দেবগণের পূজনীয়া—দেবগণের মাতা; তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কোটি চামুণ্ডা অবস্থিতি করিতেছে। আর দেখিবে তথায় অর্দ্ধক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নানা আকারের শিলা পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় সতীর দক্ষিণ বাহু বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া পতিতহইয়াছিল; তথায় জগন্নাথ, কৃষ্ণ, রাধিকা, সীতা রাম এবং অন্যান্য দেবগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ৪১—৪৪।

তারা চ দক্ষিণে তীরে কম্পায়াঃ ক্রোশমধ্যতঃ।
সুন্দরী বামতীরস্থা রাজরাজেশ্বরী চ যা। ৪৫।
ভুবনেশী ততঃ পূর্ব্বে ভৈরবী ঈশগামিনী।
শীর্ণশীর্ষা কুবেরস্থা জলস্থা ধূম্ররূপিণী। ৪৬।
বগলা বরুণস্থানে নৈঋতে সর্ব্বমঙ্গলা।
যাম্যস্থা কমলা যত্র ত্রিকোটি শক্তিবৃন্দকৈঃ। ৪৭।
মৃত্যুঞ্জয় ঊর্দ্ধমুখঃ পঞ্চাস্যঃ শিববৃন্দকঃ।
অনেক শিবলিঙ্গানি অনেক বিষ্ণুরব্যয়ঃ। ৪৮।
অনেক-শক্তয়স্তত্র বেতালা জম্ভকাদয়ঃ।
ডাকিন্যো যাতুধানাদ্যা যোগিন্যোধ্যানতৎপরাঃ।৪৯।
ক্রীড়ন্তি বিহগাঃ সর্ব্বে গায়ন্ত্যপ্সরসোঽঙ্গনাঃ।
নৃত্যমানাশ্চ কিন্নর্য্যো মোদমানা দিবি স্থিতাঃ।৫০।

কম্পা নদীর দক্ষিণতীরে এক ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তারা, ঐ

নদীর বামতীরে সুন্দরী রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, পূর্ব্বদিকে ভৈরবী উত্তর দিকে শীর্ণমস্তকা জলস্থিতা ধূমাবতী বিরাজ করিতেছেন। পশ্চিমে বগলা, নৈঋত কোণে সর্ব্বমঙ্গলা, দক্ষিণে তিন কোটি শক্তির সহিত কমলা বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় উর্দ্ধমুখ মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক প্রকার শিব অবস্থিতি করিতেছেন ; তথায় অনেক শিবলিঙ্গ অনেক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তথায় অনেক শক্তি, বেতাল জম্ভক প্রভৃতিগণ, ডাকিনীগণ, রাক্ষসগণ ও যোগিনীগণ ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তথায় সকল প্রকার পক্ষী ক্রীড়া করিয়া থাকে ; অপ্সরারা সকলে গান করিয়া থাকে, এবং স্বর্গবাসিনী কিন্নরীগণ পরমানন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। ৪৫ – ৫০।

তত্র বাণেশ্বরং চক্রং সন্ন্যাসং শিব মুক্তিদং।
অর্দ্ধনারীশ্বরং ভক্ত্যা পূজয়িত্বা যথাবিধি। ৫১।
স্তম্ভমেকং সমুত্থায় কালচক্রং তদুপরি।
দৃঢ়রজ্জু বটীশীলং পৃষ্ঠচর্ম্ম প্রভেদতঃ। ৫২।
শতবর্ষং প্রকৃত্বা তু মহাকালত্ব মাপ্নুয়াৎ।
তৎস্থানং দুর্লভং দেবি দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা। ৫৩।
নানাযোনি-বিনির্যুক্তং রক্তং-পাষাণ-সম্ভবং।
মায়াস্থানং ততো গত্বা কামাখ্যা যত্র দেবতা। ৫৪।
অগ্নি পাতাল পূর্ব্বস্থং স্কন্দং পশ্চিমতো যদা।
উন্নতং মধ্যদেশস্থং দ্বিভুজং ভীমদর্শনং। ৫৫।

নাগরাজং কূর্ম্মরূপং ধনেশং ব্যাঘ্র ভৈরবং।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততঃ কামেশ্বরং যজেৎ। ৫৬।
ততো বাণেশ্বরং গত্বা পূজয়েন্নীল তন্ত্রবৎ।
রুদ্রজামলতো বাপি ধ্যানপূজাদিকং চরেৎ। ৫৭।
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভক্তঃ স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বকং।
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রদায়ৈব তথাবিধি তমর্চ্চয়েৎ। ৫৮।
জন্ম জন্ম সহস্রেষু ন কৃতং যৎ সুদুষ্করং।
শৈবং শাক্তং গাণপত্যং বৈষ্ণবং সৌরমেব চ। ৫৯।
মন্ত্রং বা পূজনং জাপং সুকৃতং পরমেশ্বরি।
কৃতমেকং মহাপাপং নরকং-ত্রাণদায়কং। ৬০।

তথায় শিবসাযুজ্যপ্রদ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথা-বিধানে অর্দ্ধনারীশ্বর বাণেশ্বর চক্রের পূজা করিবে। তাহার একস্তম্ভ নিখাত করিয়া তদুপরি কালচক্র বন্ধন করিবে; পরে পৃষ্ঠচর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক সেই চর্ম্মের ভিতর দিয়া দৃঢ়রূপে রজ্জুবন্ধন করিয়া ঐ চক্রে ঘুরিতে থাকিবে। পৃষ্ঠচর্ম্মে বড়শীবিদ্ধ করিয়া ঐ চক্রে ঘুরিতে হইবে। শত বৎসর এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক শিবের আরাধনা করিলে মহাকালত্ব প্রাপ্তি ঘটে। হে দেবি! তৎস্থান সর্ব্বদাই দেবাদি দুর্লভ। তাহার পর রক্ত-পাষাণ সম্ভূত নানা যোনিচক্রযুক্ত মায়াস্থানে গমন করিবে, তথায় কামাখ্যা দেবি বিরাজ করিতেছেন। তথায় অগ্নিপাতাল পূর্ব্বস্থ স্কন্দ পশ্চিমে উন্নত মধ্যদেশস্থ ভীমদর্শন দ্বিভুজ নাগরাজ কূর্ম্মরূপী

ধনেশ ও ব্যাঘ্র ভৈরবের যথাবিধি পূজা করিয়া কামেশ্বরের পূজা করিবে। তাহার পর বাণেশ্বর সন্নিধানে গিয়া নীলতন্ত্র বা রুদ্রজামলোক্ত বিধানে ধ্যানপূর্ব্বক পূজাদি করিবে। নিত্যকার্য্য সমাধানের পর স্বস্তিবাচন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি সহস্র জন্ম শিব, শক্তি, গণপতি, বিষ্ণু ও সূর্য্য মন্ত্র জপ এবং তাঁহাদের পূজা করে নাই, সে কেবল কঠোর পাপকার্য্য করিয়াছে। নরক হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ই করে নাই। ৫১—৬০।

তৎকর্ম্ম সংহরং পূর্ব্বং শিব-সাযুজ্যদায়কং।
সন্ন্যাসং দেবদেবস্য বাণরাজস্য রাধিতঃ। ৬১।
সন্ন্যাস কৃতয়া তত্র সহিতা গৌরীতুষ্টয়ে।
গণেশ পূজনঞ্চাদি পূর্ব্বকং পূজয়েদ্‌যথা। ৬২।
পঠেৎ সঙ্কল্প সূক্তন্তু যজ্ঞাগ্রতঃ পঠেত্ততঃ।
প্রতিমাগ্রে ঘটং স্থাপ্য সিন্দুরারুণ-বর্ণকং। ৬৩।
সিন্দুর মণ্ডলং কৃত্বা পদ্মমষ্টদলাত্মকং।
চূর্ণমাত্রং চতুর্দ্দিক্ষু লিখেদ্দুর্গাপদং ততঃ। ৬৪।
ততঃ কালীপদং ন্যস্য তত্র শিবপদং ন্যসেৎ।
হ্রীং ক্লীং ঐীং বং শ্রীমন্ত্রপূর্ব্বন্তু সর্ব্বঙ্কৃত্বা
চতুর্দ্দিশং। ৬৫।

বিল্বমূলং তুলস্যাশ্চ মূলং ধাত্র্যাঃ সবজ্রকং।
জলাঢ়ক-সমংকৃত্বা স্থাপয়েদাত্মরক্ষণে। ৬৬।
ব্যুৎক্রম-ক্রমযোগেন যদি মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
চর্ম্মচ্ছেদো তথারজ্জো ব্রহ্মচক্র প্রভঞ্জনং। ৬৭।
তৎক্ষণাজ্জায়তে দেবি যমদণ্ড প্রহারণং।
পূজাদৌ চৈব তৎকুর্য্যাৎ শত্রুকর্ম্ম বিঘাতনং। ৬৮।
ততঃ সংপূজয়িত্বাদৌ গণেশাদীন্ প্রযত্নতঃ।
গ্রহান্ দিক্পাল-সহিতান্ মৎস্যাদীন্ দশএবচ। ৬৯।
ব্রহ্মদ্বারে মৎস্য মুদ্রাং পঞ্চতালান্ স সাধকান্।
পুনঃ পঞ্চপ্রহারেণ কূর্ম্মমুদ্রাং প্রকল্পয়েৎ। ৭০।

সে ব্যক্তি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক দেব দেব বাণরাজের আরাধনা করিলে পূর্ব্বকৃত পাপ সমূহ নাশ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভ করে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে শিবের পূজা করিয়া হরগৌরী উভয়েরই তুষ্টি সাধন করা হয়। প্রথমতঃ গণেশের পূজা করিবে। সঙ্কল্প করিয়া "বজ্রাগ্রতঃ"ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে প্রতিমার অগ্রে সিন্দূরাঙ্কিত মণ্ডলে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তদুপরি সিন্দূরাঙ্কিত ঘট স্থাপন করিবে। তাহার পর চারি দিকে ঘটের গাত্রে চূর্ণমাত্র বা দধ্যক্ষত বিকীরণ করিয়া ঘটের গাত্রে দুর্গানাম লিখিবে। তাহার পর কালী ওঁ শিব এই দুই পদ লিখিবে। আর ঘটের চারিদিকে 'হ্রীং ক্রোং' ব্রীং' 'বং' ও 'শ্রীং' মন্ত্র লিখিবে। আত্মরক্ষার্থ বিল্বমূল, তুলসীমূল,

আমলকী মূল, ধাঁইপুষ্পবৃক্ষের মূল এবং জলপূর্ণ পাত্র একপার্শ্বে স্থাপন করিবে। পূজার মন্ত্রোচ্চারণে ক্রমভঙ্গ হইলে স্তম্ভোপরিস্থ চক্রে ভ্রমণ-কালে পৃষ্ঠ-চর্ম্মচ্ছেদ, রজ্জুচ্ছেদ অথবা চক্রভঙ্গ ঘটিবে। হে দেবি! তৎক্ষণাৎ সে প্রাণত্যাগ করিয়া যমের নিকট দণ্ডিত হইবে। পূজার প্রারম্ভে বিঘ্ন দূরীকরণ করিবে। তাহার পর প্রথমতঃ গণেশাদির পূজা করিয়া নবগ্রহ দশদিক্‌পাল, এবং মৎস্যাদি দশ অবতারের পূজা করিবে। ব্রহ্মদ্বারে মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক পঞ্চতাল প্রদান করিবে। পঞ্চকরতালিকা দানের পর কূর্ম্মমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ৬১—৭০।

উত্তরে চ প্রকৃত্যৈব ততঃ পূর্ব্ববরাহকং।
নারসিংহীং মহামুদ্রাং পশ্চাদ্দ্বারে যথাক্রমং। ৭১।
অগ্নিকোণে বামনাখ্য মৈশান্যে রামমুদ্রিকং।
নৈর্ঋতে বায়ুমুদ্রাঞ্চ রামমুদ্রাং বরুণকে। ৭২।
বৌদ্ধমুদ্রাং দক্ষিণে তু কর্ণিকাং দ্বার-পশ্চিমে।
পৃথ্বীমুদ্রাং বারুণে চ বাদ্যৈঃ সর্ব্বং প্রকল্পয়েৎ।৭৩।
জলমুদ্রাং বহ্নিমুদ্রাং শিবমুদ্রাং জটাক্ষরং।
শঙ্খযোনি-খড়্গমুদ্রাং ত্রিশূলাক্ষং সুচক্রকান্। ৭৪।
ব্রহ্মধেনু চন্দ্রমুদ্রাং সূর্য্যমুদ্রাং তথানিলং।
বরুণ দেব বটীশ যন্ত্র শিঙ্গাং সবাদ্যকাং। ৭৫।
দুর্গাকালী রাজতাখ্যাং হেমমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
পুষ্পঞ্চ সব্যপাণিঞ্চ সর্ব্বং বাদ্যেন কল্পয়েৎ। ৭৬।

তত্রৈকালীং সমভ্যর্চ্চ্য আনন্দ-ভৈরবং যজেৎ।
আনন্দ ভৈরবীং পশ্চাদ্বামাচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৭৭।
পূজাং কৃত্বা ঢাকদৈন বটীশং পূজয়েত্ততঃ।
সর্ব্বমুদ্রাং সমভ্যর্চ্চ্য হরগৌরীং ততোযজেত্। ৭৮।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবেশি যথাধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ।

উত্তরদিকে আদি বরাহমুদ্রা, পশ্চিম দ্বারে নরসিংহ মহামুদ্রা, অগ্নিকোণে বামনমুদ্রা, ঈশানকোণে রামমুদ্রা, নৈঋতে বায়ুমুদ্রা, পশ্চিমদিকে রামমুদ্রা, দক্ষিণে বোদ্ধমুদ্রা, দ্বারের পশ্চিমে কর্ণিকামুদ্রা, এবং পুনরপি পশ্চিমদিকে পৃথিবীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। মুদ্রা প্রদর্শনকালে বাদ্যধ্বনি করিবে। তাহার পর জলমুদ্রা, অগ্নিমুদ্রা, শিবমুদ্রা, জটাক্ষরমুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা, যোগমুদ্রা, খড়্গামুদ্রা, ত্রিশূলাক্ষমুদ্রা, সুচক্রমুদ্রা, ব্রহ্মমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা, চন্দ্রমুদ্রা, বায়ুমুদ্রা, বরুণদেবমুদ্রা, বটীশমন্ত্রমুদ্রা, শিঙ্গামুদ্রা, রজতময়ী দুর্গাকালী-মুদ্রা এবং হেমমুদ্রা, প্রদর্শন করিবে। প্রত্যেক মুদ্রা প্রদর্শন কালেই বাদ্যধ্বনি করিয়া বামহস্তে পুষ্প রাখিবে। জিতেন্দ্রিয় বামাচারি হইয়া প্রথমে কালীর পূজা করিয়া আনন্দভৈরবের পূজা করিবে। তাহার পর আনন্দ-ভৈরবীর পূজা করিবে। তাহার পর সমস্ত মুদ্রার পূজা করিয়া হর-গৌরীর পূজা করিবে। হে দেবেশি! এক্ষণে যে ধ্যানে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা হইবে, সেই ধ্যানের কথা বলিব। ৭১—৭৮।

ওঁ কোটিচন্দ্র প্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং।
আদিলিঙ্গং জটাজুট রত্নমৌলি-বিরাজিতং। ৭৯।
নীলগ্রীবাম্বরাবাসং নাগহারাভিশোভিতং।
বরদাভয়-হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরস্পরং। ৮০।
দধানং নাগবলয়ং কেয়ুরাঙ্গদমুদ্রিকং।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানং রত্নসিংহাসন-স্থিতং।
দত্ত্বৈবং শিরসি ধ্যাত্বা ঘটে দত্ত্বা পুনর্দ্দদেৎ। ৮১।

(ইতি ধ্যানং)

একত্র উদিত কোটিচন্দ্রের আলোকের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যাঁহার তিন নয়ন, মস্তকে চন্দ্রভূষণ, জটাজুট তদুপরি রত্নময় মৌলি শোভা পাইতেছে, যিনি আদি লিঙ্গ, যিনি নীলকণ্ঠ, দিগম্বর যাঁহার গলে নাগহার লম্বমান, যিনি হস্তে বরাভয়, হরিণ (হংস) নাগবলয়, কেয়ুর অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিতেছেন, যাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, যিনি রত্নাসনে অবস্থিত, তাঁহাকে ধ্যান করি, এই বলিয়া ধ্যান করিয়া মস্তকে পুষ্প দিয়া আবার ঘটে পুষ্প প্রদান করিবে। ৭৯—৮১।

অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ ঋষ্যাদি-ন্যাস মাচরেৎ।
আধারং পূজয়েৎ পশ্চাৎ ধর্ম্মায় নম ইত্যতঃ। ৮২।
অনন্তায় পৃথিব্যৈ চ আং আত্মনে পদন্ততঃ।
পং পরমাত্মনে চৈব অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ৮৩।

বং রজসে তং তমসে সং সত্ত্বায় ততঃ পঠেৎ।
আধারে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ৮৪।
ধেনু-প্রদর্শনাদ্যাঞ্চ মৎস্য-মুদ্রাং প্রকল্পয়েৎ। ৮৫।
সূর্য্যার্ঘ্যঞ্চ ততোদত্ত্বা তীর্থন্ত্বাবাহয়েজ্জলে।
অমৃতীকরণং কৃত্বা গঙ্গেচেতি মূলং জপেৎ। ৮৬।
গং গং গমষ্টধা জপ্ত্বা তত্তোয়ৈরভিষিঞ্চয়েৎ।
আত্মনশ্চোপকরণং পুনর্ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ। ৮৭।
ইহা গচ্ছ পদদ্বন্দ্বমিহ তিষ্ঠ পদদ্বয়ং।
ইহ সন্নিহিতোবেতি সন্নিরুদ্ধো ভবেতি চ। ৮৮।
অত্রাধিষ্ঠানং দেবেশ কুরু মৎপূজনে সদা।
এবং পঞ্চদশৈঃ প্রীত্যা ষোড়শৈ রুপচারকৈঃ। ৮৯।
জপ্ত্বা স্তুত্বা নমেদ্ভক্ত্যা ততো গৌরীং প্রপূজয়েৎ।
ওঁ জটাজূটেতি ধ্যাত্বা চ সিংহস্থা মিতি বা ততঃ।
মায়াবীজেন সংপূজ্য ওঁ হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রুং ওঁ।৯০।
হ্রং লং বং শং ষং সং ক্ষং চ মন্ত্রতঃ।
সোঽহমিতি চ সঞ্চিন্ত্য ধ্যাত্বা পুষ্পং ঘটে পটে।৯১।
ধ্যাত্বা সংপূজয়েদ্ভক্ত্যা ঘর্ঘরী-বাদ্য-নিস্বনৈঃ।
এবং চতুষষ্ঠীকৃত্য আনন্দ-চক্রকং যজেৎ। ৯২।

ততশ্চ পাঠয়েৎ সপ্তসতীং দেবি ত্বথেপ্সিতাং।
ততোঽপি পূজয়েদ্দেবি বটিকাভ্যাং প্রযত্নতঃ। ৯৩।
মেরুদণ্ডদ্বয়ে পার্শ্বে পৃষ্ঠচর্ম্ম প্রভেদয়েৎ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্র-প্রমাণঞ্চ বেদরজ্জু-যুতস্ততঃ। ৯৪।
প্রজপেচ্ছিবমন্ত্রন্তু কূর্ম্মাসনগতঃ শুচিঃ।
উড্ডীনং কারয়েৎ সপ্তবারান্ পঞ্চত্রয়ানপি। ৯৫।
সপ্ত সপ্তদশচৈব বিংশত্রিং বা শতং ক্রমাৎ।
পূজয়িত্বা মহাকালীং পূর্ব্বরাত্রৌ স সাধকঃ। ৯৬।
গৃহে কুর্য্যান্মহেশানি তদ্বিধানং শৃণুষ্ব মে।
রাত্রৌ বীরাসনো ভূত্বা শ্মশানে চ গতোঽপিবা।৯৭।
শূন্যাগারাদিষু চাপি চতুষ্পথ-গতোঽপিবা।
সাধয়েৎ কালিকাং তত্র কম্পানদী তীরস্থিতাং।৯৮।
ওঁ করালবদনামিতি ধ্যাত্বা তাং ত্রিদশেশ্বরং।
প্রাতঃকৃত্যাদি নির্ব্বর্ত্ত্য স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বকং। ৯৯।
পুণ্যাহে সংক্রমেৎ সূর্য্যো মীন-মেষগতঃ শুচিঃ।
সঙ্কল্পয়েত্ততো বিদ্বান্ কালী-পূজাং করোম্যহং।১০০।

তাহার পর অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া আধার পূজা করিবে, তাহার পর 'ধর্ম্মায় নমঃ' 'অনন্তায় নমঃ' 'পৃথিব্যৈ নমঃ' আং আত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, রং রজসে

নমঃ, তং তমসে নমঃ, সং সত্বায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিবে। পরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া আধার-পূজা এবং উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ বলিয়া জলের পূজা করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনান্তে মৎস্যমুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া জলে তীর্থাবাহন করিবে, পরে 'গঙ্গেচ যমুনেচৈব' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জলকে অমৃত করিয়া তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিবে। মূলমন্ত্র গং গং ইত্যাকার আটবার জপ করিয়া সেই মন্ত্রপূত শোধিত জল সেচন দ্বারা পূজা দ্রব্য শোধিত করিবে। ধ্যানান্তে হে দেবেশ! ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিহিতোভব, ইহসন্নিরুদ্ধভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহানং" এই বলিয়া আবাহন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চ, দশ, কিংবা ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। পূজান্তে বারবার জপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তাহার পর গৌরী পূজা করিবে। গৌরী পূজার "ওঁ জটাজুট-সমাযুক্তাং" ইত্যাদি প্রকারে অথবা "সিংহস্থাং জগদম্বিকাং" ইত্যাদি প্রকারে ধ্যান করিয়া মায়াবীজ দ্বারা পূজা-পূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীঁং হ্রং হ্রৈং হ্রৌং হ্রং ওঁ হ্রং গং গং বং শং যং সং ক্ষং স হোম্ এই মন্ত্রে চিন্তা করিয়া আবার ধ্যান করিবে; ধ্যানপুষ্প ঘটে বা পটে অর্পণ-পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে ঘর্ঘরা বাদ্য করিয়া পূজা করিবে। তাহার পর চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর পূজা করিয়া আনন্দ চক্রের পূজা করিবে। হে দেবি! তাহার পর ইচ্ছামত সপ্তশতী পাঠ করাইয়া যত্নপূর্ব্বক বটীর্ক দ্বারের পূজা করিবে। তাহার পর পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া চর্ম্মভেদ করিবে; সেই ছিদ্রের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত

হইবে। তাহার পর তথায় বেদরজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক কূর্ম্মাসনে অবস্থান করিয়া পবিত্রভাবে শিবমন্ত্র জপ করিবে। সপ্তবার, পাঁচবার, তিনবার, সপ্তদশবার, বিংশতিবার বা শতবার মন্ত্র উড্ডীন করিবে। সাধক পূর্ব্ব রাত্রিতে গৃহে গমন পূর্ব্বক মহাকালীর পূজা করিবে; হে মহেশ্বরি! এক্ষণে তোমার নিকটে সেই পূজার বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। রাত্রিকালে প্রথমতঃ গৃহে বা শ্মশানে যাইয়া বীরাসনে উপবেশন করিবে। শূন্য গৃহে বা চতুষ্পথে গিয়াও উহা করা যাইতে পারে। সমস্ত রাত্রি বীরাসনে থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "করাল বদনাং ঘোরাম্" ইত্যাদিরূপে সেই কম্পানদীতীরবাসিনী কালিকাদেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পূজার পূর্ব্বে বিদ্বান্ সাধক পবিত্রভাবে সূর্য্যের মেষসংক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে আমি কালী পূজা করিব এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। ৮২—১০০।

—*—

পূজা—

ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি ক্রমেণৈব প্রপূজয়েৎ।
ওঁ ক্রীং কামেশ্বর্য্যৈ কপালিন্যৈ নমস্ততঃ। ১০১।
ক্রেং কদম্বায়ৈ ক্রোং কর্ণিকায়ৈ ক্রং চ মহাকাল্যৈ
নমস্ততঃ।

পূর্ব্বোদিতমুদ্রাং ঢাকাদি ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবস্তথা।
দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা উচ্যাসন-পুরঃসরং। ১০২।

ততঃ সাষ্টশতঞ্চৈব জুহুয়ান্মূল-মন্ত্রতঃ।
এবং কৃত্বা তপঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে যত্রকুত্রচিৎ। ১০৩।
এতৎস্থানন্ততঃ প্রাপ্যতস্য মোক্ষো ভবেৎ ধ্রুবং।

তাহার পর "ওঁ ক্রীং কালীকায়ৈ স্বাহা" "ওঁ ক্রীং কামৈশ্বর্য্যৈ কপালিন্যৈ নমঃ" "ওঁ ক্রেং কদম্বায়ৈ নমঃ" "ওঁ ক্রোং কর্ণিকায়ৈ নমঃ" এবং "ওঁ ক্রং মহাকাল্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। এই কালী-পূজাতেও পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে উচ্চাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে দুর্গার পূজা করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একশত আটটি বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক শিবপূজা তপস্যাবিশেষ; এই তপস্যা করিলে যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেও এতৎস্থান প্রাপ্তির পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। ১০১—১০৩।

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে নারায়ণ-নারায়ণী সংবাদে
চন্দ্রনাথ দর্শনে।

সপ্তম পটলঃ।

—•—

পঞ্চম অধ্যায় ।

মহাপীঠম্ ।

তন্ত্র চূড়ামণৌ

ঈশ্বর উবাচ ।

মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরি ।
কথ্যতাং মে সর্ব্বপীঠং শক্তৌর্ভৈরব-দেবতাঃ ।

মহাদেব বলিলেন—পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ি ঈশ্বরি মাতঃ ! সমস্ত পীঠ এবং সেই সমস্ত পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ও তাঁহাদিগের ভৈরবগণের বিবরণ আমাকে বল ।

দেব্যুবাচ—

শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি দয়ালো ভক্তবৎসল ।
যাভির্ব্বিনা ন সিধ্যন্তি জপসাধনতৎক্রিয়াঃ ।
একপঞ্চাশতং পীঠং শক্তৌর্ভৈরব দেবতাঃ ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ ।
মমাস্ত-বপুষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে ।

দেবী বলিলেন বৎস! তুমি ভক্তবৎসল ও দয়ালু, অতএব তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবতার অভিজ্ঞান ব্যতীত জপ সাধনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ, সেই সকল পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি একপঞ্চাশৎ এবং তাঁহাদিগের ভৈরবও এক পঞ্চাশৎ, দেব! বিষ্ণুচক্র-পরিক্ষত আমার এই নিত্য চিন্ময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতে যেরূপে মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে, ত্রৈলোক্য কল্যাণ বিধান জন্য আমি তোমার নিকটে তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি।

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহাদেব ত্রিগুণা যা দিগম্বরী। ১।
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরব স্তত্র। ২। সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা
দেবস্ত্র্যম্বকনামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা। ৩।
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর-ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা। ৪।
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত-ভৈরবঃ।
অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী। ৫। স্তনং জালন্ধরে মম
ভীষণো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী। ৬।
হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা। ৭। নেপালে জানু মে শিব।

কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা। ৮।
মানবে দক্ষহস্তং মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ। ৯।
উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ। ১০।
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধির্নসংশয়।
তত্রসা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ। ১১।
বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈ র্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ। ১২।
উজ্জয়িন্যাং কূর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩।

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরব শ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃকলিযুগেবসামিচন্দ্রশেখরে।১৪।

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ। ১৫।
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ। ১৬।

যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্র দেবতা।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্মিকা।
বগলা কমলাতত্র ভুবনেশী সধূমিনী।
এতানি নবপীঠানি সংশন্তি বর ভৈরবাঃ।
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখর মারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শতযোজনবিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
দেবামরণ মিচ্ছন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ। ১৭।
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতাভবঃ। ১৮।
জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ। ১৯।
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম। ২০।
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ। ২১।
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।

দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরব স্তথা। ২২।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ। ২৩।
কাল্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিষো ভৈরব স্তথা।
শর্ব্বাণী দেবতা তত্র।২৪। কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ।
স্থাণু-নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ। ২৫।
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ। ২৬।
শ্রীশৈলে চ মমগ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশেদেশে ব্যব স্থতঃ। ২৭।
কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরুনামকঃ।
দেবতা দেবগর্ব্বাখ্যা। ২৮। নিতম্বং কালমাধবে।
ভৈরব শ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ। ২৯।
শোণাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে। ৩০।
রামগিরৌ তথামালা শিবানী চণ্ডভৈরবঃ। ৩১।
বৃন্দাবনে কেশজাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ। ৩২।
সংহারাখ্য ঊর্দ্ধদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ। ৩৩।

অধোদন্তো মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে। ৩৪।
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামন-ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা। ৩৫।
শ্রীপর্ব্বতে দক্ষগুল্‌ফং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরা সর্ব্বা সুনন্দানন্দ-ভৈরবঃ। ৩৬।
কপালিনী ভীমরূপা বামগুলফং বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব! সর্ব্বনিন্দঃ শুভপ্রদঃ। ৩৭।
উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী।
বক্রতুণ্ডো ভৈরবশ্চ ।৩৭। স্থোষ্টে ভৈরব পর্ব্বতে।
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ। ৩৮।
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্যা জলেস্থলে
ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা। ৩৯।
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা
দণ্ডপাণির্ভৈরবস্তু। ৪০। বামগণ্ডেতুরাকিণী। ৪০।
ভৈরবো বৎসনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ। ৪১।
রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধে কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ। ৪২।
মিথিলায়াং মহাদেবী বামস্কন্ধে মহোদরঃ। ৪৩।
নলহট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।

তত্র সা কালিকাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা। ৪৪।
কালীঘট্টে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগ প্রদায়িনী। ৪৫।
বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী। ৪৬।
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ৪৭।
অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ। ৪৮।
হারপাতো নন্দীপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ। ৪৯।
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা। ৫০।
বিরাটদেশমধ্যে তু পাদাঙ্গুলি-নিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা। ৫১।
অত্রান্তে কথিতা পুত্রা পীঠনাথাদি দেবতা
ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজয়েচ্চান্যদেবতাং।
ভৈরবৈ হ্রিয়তে সর্ব্বং জপ-পূজাদি-সাধনং॥

অজ্ঞাত্বা ভৈরবং পীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেত্তু কল্প-কোটি-জপাদিভিঃ। ৫৩।

হিঙ্গুলায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পাত হইয়াছে, তথায় ভীমলোচন নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, ত্রিগুণময়ী দিগম্বরী দেবী তথায় কোট্টরী নামে প্রসিদ্ধ। ১। করবীরপুরে আমার ত্রিনেত্র পাত হয়, তথায় দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরবের নাম ক্রোধীশ। ২। সুগন্ধানগরীতে আমার নাসিকাপাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্র্যম্বক, দেবীর নাম সুনন্দা। ৩। কাশ্মীরে আমার কণ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, গুণাতীতা হইয়াও মহামায়া বরদা, তথায় ভগবতী নামে অভিহিতা। ৪। জ্বালামুখীতে আমার জিহ্বাপাত হয়, তথায় দেবের নাম উন্মত্ত ভৈরব, অম্বিকার নাম সিদ্ধিদা। ৫। জালন্ধরে আমার স্তনপাত হয়, তথায় ভীষণ নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী। ৬। বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে আমার হৃদয়পীঠ; তথায় ভৈরব বৈদ্যনাথ, দেবী জয়দুর্গা। ৭। নেপালে আমার জানুপাত হয়, তথায় কপালী নামে ভৈরব অবস্থিত; দেবীর নাম মহামায়া। ৮। মানবক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ হস্ত পাত হয়, তথায় দেবী দাক্ষায়ণী নামে অধিষ্ঠিতা এবং অমর নামক ভৈরব তথায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ৯। উৎকলে আমার নাভিদেশ পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রের নাম বিরজাক্ষেত্র; মহাদেবী তথায় বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব। ১০। গণ্ডকী নদীতে আমার গণ্ডপাত হয়, তথায় সাধকের সিদ্ধি নিঃসংশয় চণ্ডী তথায় গণ্ডকী নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম চক্রপাণি। ১১। বহুলায় আমার বাম বাহু পাত হয়;

তথায় দেবীর নাম বহুলা, ভীরুক নামে ভৈরব তথায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। ১২। উজ্জয়িনীতে আমার কূর্পর (বাহু সন্ধির নিম্নতল হইতে করতল পর্য্যন্ত) পতিত হয়, কপিলাম্বর নামে ভৈরব তথায় মঙ্গলপ্রদ ও সাক্ষাৎ সিদ্ধিদায়ক, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩। চট্টলে আমার দক্ষবাহু পাত হয়, চন্দ্রশেখর তথায় ভৈরব, ভবানী নামে ভগবতী তথায় ব্যক্তরূপা, বিশেষতঃ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে নিয়ত বাস করি। ১৪। ত্রিপুরাক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ পদ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব তথায় ত্রিপুরেশ্বর নামে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক। ১৫। ত্রিস্রোতা নদীতে আমার বামপাদ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম ঈশ্বর। ১৬। কাম পর্ব্বতে আমার যোনিপীঠ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম কামাখ্যা, যে পর্ব্বতে ত্রিগুণা-তীতা হইয়াও আমি রক্তপাষাণরূপিণী ; যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়গ্রীব মাধব ও উমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার, সেই নিত্যপ্রত্যক্ষ প্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশয় তথায় শ্রীভৈরবী, নক্ষত্র দেবতা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাত্মিকা, বগলা, কমলাত্মিকা, ভুবনেশ্বরী এবং ধূমাবতী নব ভৈরবগণ এই নব পীঠের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বত্র বিরলা হইলেও কামরূপ ক্ষেত্রে গৃহে গৃহে (শক্তিরূপে) অধিষ্ঠিতা। একবার এই গৌরীশিখর আরোহণ করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম নাই। করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিকরবাসিনী দেবীর অধিষ্ঠান স্থান পর্য্যন্ত এই শত যোজন বিস্তৃত ত্রিকোণ ক্ষেত্র সাধকের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। এই স্থানে স্বয়ং দেবগণও মুক্তি কামনায় মৃত্যু ইচ্ছা করেন, মানবাদি জীব যে সে ক্ষেত্রে মৃত্যু প্রার্থনা

করিবে, ইহার আর বলিবার কি আছে। ১৭। প্রয়াগে আমার হস্তের অঙ্গুলীসমূহ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। ১৮। জয়ন্তী ক্ষেত্রে আমার বাম জঙ্ঘা পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। ১৯। যে ক্ষীরগ্রামে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্ঠ এবং দেবীর নাম যুগাদ্যা। ২০। কালীপীঠে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলী-বৃন্দ নিপতিত হয়; তথায় ভৈরব নকুলেশ্বর, দেবীর নাম কালী। ২১। কিরীট দেশে আমার কিরীট পাত হয়; সিদ্ধিরূপিণী ভুবনেশ্বরী তথায় বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম সম্বর্ত্ত। ২২। বারাণসীতে যে স্থলে আমার কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল পতিত হয়, সেই স্থানের নাম 'মণিকর্ণিকা'। তথায় দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম কাল ভৈরব। ২৩। কালিকাশ্রমে আমার পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম নিমিষ, দেবীর নাম শর্ব্বাণী। ২৪। কুরুক্ষেত্রে আমার গুলফ পাত হয়, তথায় সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থাণু, ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। ২৫। মণিবন্ধে আমার মণিবন্ধ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম গায়ত্রী, ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ২৬। শ্রীপর্ব্বতে আমার গ্রীবা পাত হয়, তথায় দেবীর নাম মহালক্ষ্মী, ভৈরবের নাম সম্বরানন্দ। ২৭। কাঞ্চী দেশে আমার কঙ্কাল পাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। ২৮। কালমাধবে আমার নিতম্ব পাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম অসিতাঙ্গ; সিদ্ধিদায়িনী দেবীর নাম কালী। দেবীকে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং প্রণাম করিয়া সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। ২৯। শোণ নদে আমার নিতম্ব পাত হয়, তথায় ভৈরবের

নাম চন্দ্রসেন, দেবীর নাম নর্ম্মদা। ৩০। চিত্রকূটে আমার জঘনাস্থি পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম শিবানী, ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। ৩১। বৃন্দাবনে আমার কেশজাল পতিত হয়, তথায় দেবী উমা নামে অধিষ্ঠিতা এবং ভূতেশ নামে ভৈরব তথায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ৩২। শুচি নামক দেশে আমার ঊর্দ্ধ দন্ত পাত হয়, তথায় দেবীর নাম নারায়ণী; ভৈরবের নাম সংহার ভৈরব। পঞ্চসাগরে আমার অধোদন্ত পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম মহা রুদ্র, দেবীর নাম বারাহী। ৩৪। করতোয়া নদীর বাম তটে আমার তল্প (শয্যা এস্থলে তল্প বা শয্যা শব্দে পরিধেয়, উত্তরীয় অথবা আসনাদি) পতিত হয়; তথায় ভৈরবের নাম বামন, দেবীর নাম অপর্ণা এবং তথায় করতোয়া নদীও ব্রহ্মরূপিণী। ৩৫। শ্রীপর্ব্বতে আমার দক্ষিণ গুল্ফ পতিত হয়, তথায় সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরী সর্ব্বেশ্বরী পরাৎপরা শ্রীসুন্দরীর নাম সুনন্দা, ভৈরবের নাম নন্দ-ভৈরব।৩৬। বিভাসে আমার বাম গুলফ্ পতিত হয়, তথায় ভীমরূপা দেবীর নাম কপালিনী, সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ৩৭। প্রভাসে আমার উদরদেশ পতিত হয়; তথায় দেবীর নাম চন্দ্রভাগা ও যশস্বিনী; ভৈরবের নাম বক্রতুণ্ড। ৩৮। অবন্তী-দেশে ভৈরব পর্ব্বতে আমার ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ পতিত হয়; তথায় দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ। ৩৯। চিবুক দেশে জলে স্থলে উভয় ভাগে আমার চিবুক পাত হয়; তথায় দেবী ভ্রমরীর নাম চিবুকা, ভৈরবের নাম সর্ব্বসিদ্ধীশ। এই মহাপীঠে সাধক সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেন। ৪০। গোদাবরী নদী তীরে যে স্থানে আমার দক্ষিণ গণ্ড পাত হয়, তথায় দেবীর নাম বিশ্বেশ্বরী ও বিশ্বমাতৃকা, ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি। যে স্থানে আমার

বামগণ্ড পাত হয়, তথায় দেবীর নাম রাকিণী, ভৈরবের নাম বৎসনাভ। সাধক তথায় নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ করেন। ৪১—১। ৪১—২। রত্নাবলী প্রদেশে আমার দক্ষিণ স্কন্ধ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম কুমারী, ভৈরবের নাম শিব। ৪২। মিথিলায় আমার বাম স্কন্ধ পাত হয়, তথায় দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম মহোদর। ৪৩। নলহাটীতে আমার নলা পাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম যোগীশ এবং সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী দেবীর নাম কালিকা। ৪৪। কালীঘাটে আমার মস্তক পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম জয়দুর্গা। ৪৫। বক্রেশ্বরে আমার ভ্রূমধ্য পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম বক্রনাথ, দেবীর নাম মহিষ-মর্দ্দিনী এবং তত্রত্য নদী পাপহরা। ৪৬। যশোহরে আমার পাণিপদ্ম পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। সেই মহাপীঠে সাধক অবশ্য সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৭। অট্টহাসে আমার ওষ্ঠ পাত হয়, তথায় দেবীর নাম ফুল্লরা এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ভৈরবের নাম বিশ্বেশ্বর। ৪৮। নন্দিপুরে আমার কণ্ঠহার পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী, এই স্থানে সিদ্ধি নিঃসংশয়। ৪৯। লঙ্কায় আমার নূপুর পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী। ইনি পূর্ব্বকালে ইন্দ্রকর্ত্তৃক উপাসিতা হইয়াছিলেন। ৫০। বিরাট দেশের মধ্যস্থলে আমার পদাঙ্গুলী সকল নিপতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম অমৃত এবং দেবীর নাম অম্বিকা। ৫১। পুত্র! এই সকল পীঠে যাঁহারা পীঠের অধিনাথ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন; তাঁহাদের নামাদি কথিত হইল। দেব! এই সকল পীঠক্ষেত্রের অধীশ্বর ও অধীশ্বরীকে

পূজা না করিয়া পীঠক্ষেত্রে অন্য দেবতার (পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্যতীত অন্য মূর্ত্তি দেবতার) যিনি পূজা করেন, তাঁহার জপ পূজাদি সমস্ত সাধনই ভৈরবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পীঠ, পীঠের অধিষ্ঠাতা ভৈরব এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ও তত্ত্ব না জানিয়া সেই পীঠে নিজ ইষ্ট-দেবতার উপাসনা করিলে, প্রাণনাথ! কোটিকল্প কাল ব্যাপিয়া জপাদির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের সিদ্ধি হইবে না।

(পীঠমালা হইতে উদ্ধৃত)

শিবস্য শতনাম।

ওঁ মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালীযুতঃ সদা।
দেহমধ্যে মহেশানি লিঙ্গাকারেণ বেষ্টিতঃ।
মূলাধারে স্বয়ম্ভূশ্চ কুণ্ডলীশক্তিসংযুতঃ।
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্য-পালনঃ সদা।
মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বা-সংহার-কারকঃ।
অনাহতে ঈশ্বরোহং সর্ব্বদেব-নিষেবিতঃ।
বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শাব্জে সদাশিব ইতিস্মৃতঃ।
আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাচ্চিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ-নিলয়ান্তরে।
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ।
বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপ-ধরোহ্যহম্।

কৈলাসে জ্যোতীরূপেণ কৈলাশেশ্বর-সংজ্ঞকঃ।
হিমালয়ে মহেশানি পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভঃ।
কাশ্যাং বিশ্বেশ্বশ্চৈব বাণেশ্বরস্তথৈবচ।
শম্ভুনাথশ্চন্দ্রনাথশ্চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ।
নেপালে চ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ।
হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথস্তথোদ্ধতঃ।
দ্বারিকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ।
হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতিস্মৃতঃ।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যে চ কেশবঃ।
গোকুলে গোপিনী-পুজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ।
মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ।
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ।
কাঞ্চীনগরমধ্যেতু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ।
চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
বাণলিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা।
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ।
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।

বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ।
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এবহি।
নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।
অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতিস্থিতঃ।
উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে জগন্নাথোহ্যহং কলৌ।
নীলাচলারণ্যমধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ।
রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ।
রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ।
লক্ষ্মীকান্তো মহেশানি সদা শ্রীশৈল-পর্ব্বতে।
ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ।
বদরিকাশ্রমমধ্যে কপিনাথেশ্বরোহ্যহম্।
স্বর্গলোকে দেব-দেবো মর্ত্তলোকে সদাশিবঃ।
পাতালে বাসুকীনাথো যমরাট্ কালমন্দিরে।
নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে হরিহরস্তথা।
গন্ধর্ব্বলোকে দেবেশি পুষ্পদন্তেশ্বরোহ্যহম্।
শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহেচৈব জগদ্গুরুঃ।
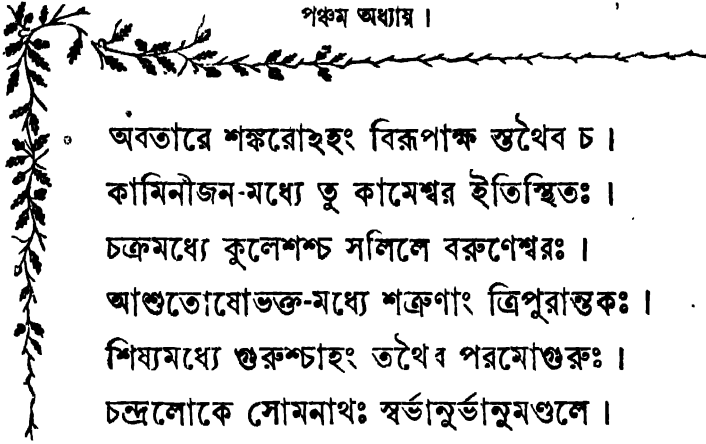
অবতারে শঙ্করোঽহং বিরূপাক্ষ স্তথৈব চ।
কামিনীজন-মধ্যে তু কামেশ্বর ইতিস্থিতঃ।
চক্রমধ্যে কুলেশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ।
আশুতোষোভক্ত-মধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ।
শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমোগুরুঃ।
চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ভানুর্ভানুমণ্ডলে।
ত্রৈলোক্যে লোকনাথোঽহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ।
সমুদ্রমন্থনকালে নীলকণ্ঠস্ত্রিলোকজিৎ।
জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ।
কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ।
মণিদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে শশিধরঃ।
অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ।
দেবমধ্যে বাসুদেবো গুরুমধ্যে নিরঞ্জনঃ।
পুরাণে পরমেশানি ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ।
আগমে নাগভট্টশ্চ নিগমে নাদরূপধৃক্।
সর্ব্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে।
দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তথৈব চ।
রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপাণাং নগনন্দিনি।

পরংব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনন্তোঽস্মি রসাতলে।১০০।
আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তং লিঙ্গরূপীহ্যহং প্রিয়ে।
ইতি তে কথিতং দেবি মমনাম শতোত্তমং।
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব মহাপাতক কোটয়ঃ।
নশ্যন্তি তৎক্ষণাদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

ইতি মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিব পার্ব্বতী সম্বাদে পীঠাদিক্রমেণ
শিবস্য শতনাম স্তোত্রম্।

মহেশ্বরি! মহাশূন্যে অর্থাৎ নিত্যধামে আমি মহাকালীর সহিত যুগলাঙ্গ বিজড়িত মহাকাল। দেহ মধ্যে আমি শক্তিবেষ্টিত লিঙ্গমূর্ত্তি মুলাধারে কুণ্ডলিনীশক্তি সংযুক্ত স্বয়ম্ভূ, স্বাধিষ্ঠানে ত্রৈলোক্যপালক মহাবিষ্ণু। মণিপুরে সর্ব্বসংহারকারক মহারুদ্র, অনাহতে আমি সর্ব্বদেব নিষেবিত ঈশ্বর। বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্মে আমি সদাশিব, আজ্ঞাচক্রে আমি চিত্তরূপী শিব। সহস্রার মহাপদ্মে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে আমি বিন্দুরূপী পরমেশ্বর। মহেশ্বরি! জীবের শরীরান্তর্গত পীঠ-চক্রে আমার এই সকল স্বরূপ ও নাম, এতদিন বাহ্যরূপে আমি নানা-রূপধারী, যথা—কৈলাসধামে আমি জ্যোতিঃরূপে কৈলাশেশ্বর নামে অবস্থিত। হিমালয়ে পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভ, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর ও বাণেশ্বর। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে শম্ভুনাথ ও চন্দ্রনাথ। সিন্ধুতীরে আদিনাথ। কামরূপে বৃষধ্বজ। নেপালে পশুপতি, কেদারে পাবকেশ্বর, হিঙ্গুলায় কৃপানাথ ও রূপনাথ। দ্বারকায় হর, পুষ্করে প্রমথেশ্বর,

হরিদ্বারে গঙ্গাধর, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশ, বৃন্দাবনে কেশব, গোকুলে গোপীপূজ্য গোপেশ্বর, মথুরায় কংসনাথ, মিথিলায় ধন্মুর্দ্ধর, অযোধ্যায় কৃত্তিবাস, চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, বিন্ধ্য পর্ব্বতে যোগীন্দ্র, নর্ম্মদায় বাণলিঙ্গ, প্রভাসে শূলভৃত, ভোজপুরে ভোজনাথ, গয়াক্ষেত্রে গদাধর। ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বরে বক্রেশ্বর, বীরভূমে সিদ্ধিনাথ, রাঢ়ে তারকেশ্বর। রত্নাকর নদীর তটে ঘণ্টেশ্বর, ভাগীরথীতীরে কপালেশ্বর। ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর, কল্যাণেশ্বরে কল্যাণেশ্বর, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর। কোচবিহারে আমি জলেশ্বর নামে অবস্থিত। উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে কলিযুগে আমি জগন্নাথ। নীলাচল বন-মধ্যে আমি ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, লঙ্কায় রাবণেশ্বর। রজতাচল মধ্যে আমি কুবেরেশ্বর, শ্রীশৈল পর্ব্বতে লক্ষ্মীকান্ত, গোমতী-তীরে ত্র্যম্বক, গোকর্ণে ত্রিলোচন, বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিনাথেশ্বর। স্বর্গলোকে দেবদেব, মর্ত্তলোকে সদাশিব, পাতালে বাসুকীনাথ, কাল মন্দিরে যমরাট্, বৈকুণ্ঠে নারায়ণ, গোলোকে হরিহর, দেবেশি! গন্ধর্ব্বলোকে আমি পুষ্পদন্তেশ্বর, শ্মশানে আমি ভূতনাথ, গৃহে আমি জগদ্গুরু, অবতারে আমি শঙ্কর ও বিরূপাক্ষ, কামিনীজন মধ্যে আমি কামেশ্বর, চন্দ্রমধ্যে আমি কুলেশ্বর, সলিলে বরুণেশ্বর, ভক্তমধ্যে আমি আশুতোষ, শত্রুর মধ্যে ত্রিপুরান্তক, শিষ্য মধ্যে আমি গুরু এবং পরম গুরু, চন্দ্রলোকে আমি সোমনাথ, রুদ্রলোকে মহেশ্বর, সমুদ্রমন্থন সময়ে আমি ত্রৈলোক্যবিজয়ী নীলকণ্ঠ, জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা, শাকদ্বীপে চতুর্ভুজ, কুশদ্বীপে কপর্দ্দিশ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ, মণিদ্বীপে মীননাথ, প্লক্ষদ্বীপে শশিধর, পুষ্করদ্বীপে আমি পুরুষোত্তম, বেদমধ্যে বাসুদেব,

গুরুমধ্যে নিরঞ্জন, পরমেশ্বরি! পুরাণে আমি ব্যাসেশ্বর, আগমে নাগভট্ট, নিগমে নাদরূপধৃক্, জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে আমি সর্ব্বজ্ঞ, যোগশাস্ত্রে যোগেশ্বর, দীনমধ্যে দীননাথ ও উমানাথ, নগনন্দিনি! নৃপগণের মধ্যে আমি রাজরাজেশ্বর, সত্যলোকে আমি পরব্রহ্ম, রসাতলে অনন্ত এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আমি তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমি লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত।

চন্দ্রশেখর স্তোত্রম্।

ওঁ রত্নসানু শরাসনং রজতাদ্রি শৃঙ্গ নিকেতনং।
শৌর্য্য নিকৃত পন্নগেশ্বর মচ্যুতালয় শায়িনং।
ক্ষিপ্রদগ্ধ পুরত্রয়ং ত্রিদশালয়ৈরভিবন্দিতং।
চন্দ্রশেখর মাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ।
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাং।
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষমাং।
পঞ্চপাদপ পুষ্প-সৌরভ পাদযুগ্মক শোভিতং।
ভাললোচন জাত পাবক দগ্ধ মন্মথ বিগ্রহং।
ভস্মদিগ্ধ কলেবরং ভবভয় নাশ মব্যয়ং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ২।
মত্তবারণ মোক্ষ চর্ম্ম কৃতোত্তরীয় মনোহরং।
পঙ্কজাসন পদ্মলোচন পূজিতাঙ্ঘ্রি সরোরুহং।
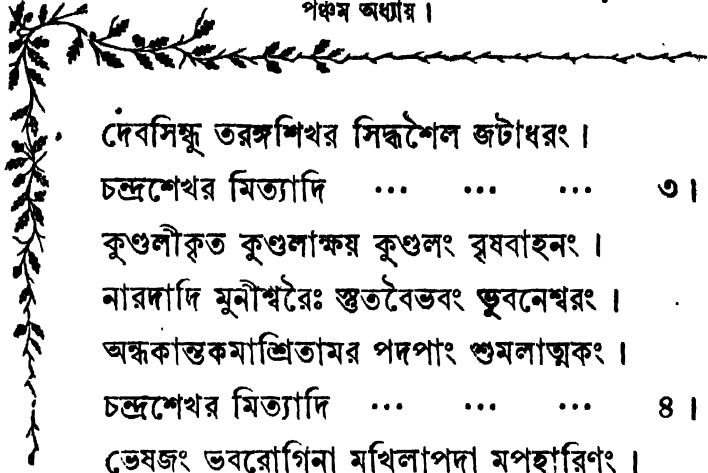
দেবসিন্ধু তরঙ্গশিখর সিদ্ধশৈল জটাধরং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৩।

কুণ্ডলীকৃত কুণ্ডলাক্ষয় কুণ্ডলং বৃষবাহনং।
নারদাদি মুনীশ্বরৈঃ স্তুতবৈভবং ভুবনেশ্বরং।
অন্ধকান্তকমাশ্রিতামর পদপাং শুমলাত্মকং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৪।

ভেষজং ভবরোগিনা মখিলাপদা মপহারিণং।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিলোচনং।
ভক্তিমুক্তিফলপ্রদং নিখিলাসঙ্গ নিবর্হণং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৫।

দক্ষরাজ সুপূজিতং ভালনেত্রম্ ফণিভূষণং।
শৈলরাজসুতা পরিষ্কৃতিং চারুবামকলেবরং।
ক্ষ্বেড়নীলগলং পরশুবর ধারিণং মৃগচর্ম্মিণং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৬।

ভক্তবৎসলমর্চ্চিতং নিধিমক্ষয়ং হরিদং বরং।
সর্ব্বভূতপতিং পরাৎপরং প্রমেয় মনুত্তমং।
সোমধারিণং হুতাশন সোমপং লীলয়াধৃতং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৭।

বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং।
সংহরন্তমথ প্রপঞ্চমশেষ লোক নিবাসিনং।
রমমাণ মহর্নিশং গণনাথ সঙ্ঘ সমাবৃতং।
চন্দ্রশেখর মিত্যাদি ... ... ৮।
মৃত্যুভীতি মৃকণ্ডু সূনুকৃতং স্তবং শিব-সন্নিধৌ।
যত্রকুত্র চ যঃ পঠেৎ নহি তস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
পূর্ণমায়ুর্যশোগণং নিখিলা সঙ্গ নিবর্হণং।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত এব দদাতি সিদ্ধিমলৌকিকীং। ৯।
রুদ্রাষ্টমূর্ত্তিং স্থাণুং চ নীলকণ্ঠ মুমাপতিং।
নমামি শিরসা দেবং কিন্নু মৃত্যুঃ করিষ্যতি। ১০।
নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্ম্মলং নিরুপদ্রবং।
নমামি ইত্যাদি ... ... ১১।
কালকণ্ঠং কালমূর্ত্তিং কালাগ্নিং কালনাশিনং।
নমামি ... ... ১২।
বামদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজং।
নমামি ... ... ১৩।
দেবদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্‌গুরুং।
নমামি ... ... ১৪।

অনন্ত মব্যয়ং শান্তমক্ষমালাধরং হরং।

নমামি ... ... ১৫।

আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদকারিণং।

নমামি ইত্যাদি ... ... ১৬।

স্বর্গাপবর্গ দাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণং।

নমামি ইত্যাদি ... ... ১৭।

স্তোত্র পাঠফলং।

মার্কণ্ডেয়-কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিব-সন্নিধৌ।

তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহং।

শিবরাত্রিতে উপবাস ফল।

চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সম্বৎসর সমাহিতঃ।

যঃ কুর্য্যাদুপবাসঞ্চ তস্য পুণ্য ফলং শৃণু।

আজন্মার্জ্জিত পাপানি বিনাশয়তি তৎক্ষণাৎ।

পুত্রপৌত্র-সমাযুক্তো ভুঙক্তে ভোগমনুত্তমং।

অশীত্যব্দ সহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে।

মাসে মাসে চতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যান্নক্ত-ভোজনং।

মহাদেবার্চ্চনঞ্চৈব তেষাং লোকা মহোদয়াঃ ।
নক্তং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বিধি-পূর্ব্বেণ বৈ মুনে ।
শিবলোক মবাপ্নোতি সত্যমেতচ্ছিবোদিতং ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ গচ্ছেচ্ছিব-নিকেতনং ।
বৃষস্য বৃষণং স্পৃষ্ট্বা শিবলিঙ্গং বিলোকয়েৎ ।
লিঙ্গস্য স্পর্শনং কুর্য্যাৎ পঞ্চাক্ষর মনুং স্মরন্ ।
যথাশক্ত্যর্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্ম্মুনে ।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈ শ্চৈব দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি ।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা বামদেব-পুরঃসরং ।
পঠেচ্ছ্লোক মিমং তুণ্ডে ভক্ত্যা চ নতকন্ধরঃ ।
চতুর্দ্দশী নক্তমদ্য করিষ্যামি মহেশ্বর ।
সম্পূর্ণং তৎফলং দেহি শিবলোক মনুত্তমং ।
এবমুক্ত্বা শিবস্যাগ্রে ভূয়স্ত প্রণমেদ্ভুবি ।
ততঃ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রসহস্রং তত্র বৈ জপেৎ ।
সায়ংকালেতু সংপ্রাপ্তে স্নাত্বা পূজ্যজলে নরঃ ।
নক্তং কালে মহাদেবং যথা শক্ত্যা চ পূজয়েৎ ।
ততো নিরঞ্জনং কৃত্বা শিবলিঙ্গে মহামুনে ।
শৈবাগ্নৌ চৈব জুহুয়া দঘৃতমষ্টোত্তরাহুতিং ।

তদশক্তৌ দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং শুভং।
চতুর্গুণন্তু জপ্তব্যং ব্রত-পূর্ণেচ্ছয়া মুনে।
ব্রতস্থ সুপ্রতিষ্ঠার্থং কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণ-ভোজনং।
স্বয়ং ততস্তু ভুঞ্জীত লিঙ্গনৈবেদ্য মুত্তমং।
রাত্রৌ শয়ীত ধরণীং শয্যায়াং কুশবিষ্টরে।
উপবাস শ্চতুর্দ্দশ্যাং নক্তমেব প্রশস্যতে।
তস্মান্নক্তঞ্চ কর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং শুভেপ্সুনা।

ইতি শিবপুরাণে পদ্মোত্তরীয় খণ্ডে
শিবরাত্র্যুপবাস ফলং।

শিবরাত্রি ব্রতকথা।

ওঁ পুরা কৈলাস-শিখরে সর্ব্বরত্ন বিভূষিতে।
দেবদানব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ সেবিতে।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তী ভিরিতস্ততঃ।
সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু ফল-শোভিতে।
স্থিরচ্ছায়-দ্রুমাকীর্ণে সন্তানক-বনাবৃতে।
পারিজাত-প্রসূনোত্থ গন্ধামোদিত-দিঙ্মুখে।
আকাশগঙ্গাসলিল তরঙ্গগণনাদিতে।

সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারিণঃ ;
তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু।

—*—

অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈ র্যুতা।
ব্যাধস্তত্রাবসদ্‌ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণি-হিংসকঃ।
খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ।
বাগুরা পাশ শৈল্যাদি-প্রপূরিত-গৃহান্তরঃ।
স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্।
মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ।
সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তোবনান্তরে।
বিশ্রাম-হেতোঃ সুস্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ।
অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূতাভয়প্রদা।
তত উত্থায় সোঽপশ্যৎ ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্।
হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফল-সঞ্জ্ঞকে।
লতাপাশৈর্ব্বহু-বিধৈর্ম্মাংসভারং ববন্ধ সঃ।
তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ।
শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত-কলেবরঃ।
জজাগার তদারাত্রৌ প্লুতো নীহার-বারিণা।

দৈব-যোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্‌।
শিবরাত্রি তিথিঃ সা চ নিরাহারঃ স লুব্ধকঃ।
অথতদ্দেহ-সংসর্পী হিমপাতো মমোপরি।
জগ্মে তদা তদারোহাদ্ভগ্ন-পত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ।
তস্য তেনৈব ভাবেন মমতোষো মহানভূৎ।
তিথি-মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি।
ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদি-সম্ভবঃ।
তথাপি তিথি-মাহাত্ম্যাৎ তত্রমেঽর্চ্চা মহাফলা।
অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্‌।
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ।
বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ।
পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ।
অথোভয়োর্ব্বধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ।
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ।
যমং সমানয়ামাস মৎপুর-দ্বারমুজ্জ্বলম্‌।
দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাম্‌।
ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ।
তৎশ্রুত্বা তস্যধর্ম্মজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ।

ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়মাস তং যমম্ ।
এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্ ।
পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ ! তথাপ্যসৌ ।
শিবরাত্রি প্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশ-সন্নিধিম্ ।
ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ ।
দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ ।
এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি ।
অবোচত্তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ।
তৎশ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা ।
প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং মুদা ।
বান্ধবেভ্যোঽপ্য কথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা ।
তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যোভক্তিভাবতঃ ।
এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ।
ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো ;
নৈবাশ্বমেধ-সদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে ।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি,
নান্যদ্ ব্রতং হি শিবরাত্রি সমং তথাস্তি ।

ইতি শিবরহস্যীয় শিবরাত্রি ব্রতকথা ।

শিবরাত্রি ব্রতকথার সংক্ষেপে অর্থ।

পূর্ব্বকালে কৈলাস পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী বাস করিতেন। একদা ভগবতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! ব্রতাদি কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ?

মহাদেব কহিয়াছিলেন, ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী আমার অতি প্রিয় তিথি; ঐ দিন উপবাস করিলে, ভক্তের প্রতি আমার যেমত প্রীতি জন্মে, পুষ্পাদি অন্য কিছুতেই আমার তাদৃশী প্রীতি জন্মে না।

পূর্ব্বদিন সংযত থাকিয়া ব্রতদিনে রজনীর চারি প্রহরে চারিবার, বিল্বপত্র দ্বারা ও যথাশক্তিক্রমে পঞ্চরাত্রাখ্য গ্রন্থানুসারে আমার পূজা করিবে ও দধি, ঘৃত, মধু দ্বারা যথাক্রমে চারি প্রহরে স্নান করাইবে, এবং পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, স্বয়ং পারণ করিবে। এই ব্রত যেমন তৃপ্তিকর, যজ্ঞাদি কোন কার্য্যেই আমার তেমন প্রীতিপ্রদ নহে; এই তিথির মাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া পুনশ্চ কহিতেছি শ্রবণ কর।

বারাণসী নগরীতে প্রাণি-হিংসক এক ব্যাধ বাস করিত। সে একদা বনে নানাবিধ পশু মারিয়াছিল, এবং তাহাদের মাংসভার বহনে অক্ষম হইয়া এক বৃক্ষমূলে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। পরে উঠিয়া দেখিল যে, অন্ধকার রজনী উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং হস্তস্পর্শ দ্বারা এক বিল্ববৃক্ষ পাইয়া, তদুপরি রাত্রিযাপনার্থ আরোহণ করিল এবং মাংসভারও লতার দ্বারা উহার শাখায় বাঁধিয়া রাখিল। শীতে কম্পিত দেহ ও ক্ষুধার্ত্ত সেই ব্যাধ, শিশিরাপ্লুত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল। দৈব-যোগে তন্মূলে এক শিবলিঙ্গ থাকায়, ব্যাধের দেহসংস্পৃষ্ট নীহারজল ও বিল্বপত্র উহার অজ্ঞাতে তদুপরি

পতিত হইয়াছিল। তিথি মাহাত্ম্য হেতু ইহাতেই আমি বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলাম। অতঃপর প্রত্যূষে ব্যাধ বাটী গমন করিল। কিছুকাল পরে উহার মৃত্যু সময় আগত হইলে যমদূতগণ ও মদীয় দূতেরা ব্যাধের আত্মা স্ব স্ব পুরে লইবার জন্য মহা বিবাদ করিয়াছিল। তৎপরে যমকিঙ্করেরা পরাস্ত হইয়া যমের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া আমার পুরদ্বারে উপনীত হইয়াছিল। যম তথায় নন্দীর নিকট ব্যাধের বিষয় বলিলে পর নন্দী যমকে ব্যাধসম্বন্ধীয় ঐ দিনের বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন; তৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মরাজ স্বপুরে গমন করিয়াছিলেন। মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, পার্ব্বতী ঐ ব্রতের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং তিনি বান্ধবগণকে বলিলেন, তাঁহারা রাজগণকে কহিলেন। এক রূপে পৃথিবীতে ইহা প্রকাশ হইল। ত্রিভুবনে গঙ্গার সমান তীর্থ আর নাই এবং ইহার তুল্য ব্রতও আর নাই।

৺শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্ত।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ

চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

পুরাবৃত্ত।

ভারত বিখ্যাত চন্দ্রনাথ নব প্রতিষ্ঠিত কোন তীর্থ নয়। যুগ-যুগান্তর হইতে এই তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। রামচন্দ্র বন-ভ্রমণ কালে এই তীর্থে আসিয়াছিলেন, শাস্ত্র-গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক শিব স্তোত্রে চন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ আছে, তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে চন্দ্রনাথ তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া

যায়। ত্রেতাযুগে রাম যখন এই তীর্থে আসিয়াছিলেন, তখন মহামুনি ভার্গব সীতাদেবীর স্নানের জন্য জ্ঞানবলে চতুর্হস্তবিশিষ্ট এক কুণ্ডের সৃষ্টি করেন, এই কুণ্ডের নাম "সীতাকুণ্ড" হয়। ইহার নিকটে ক্রমশঃ লোকের বসতি হইলে স্থানটী "সীতাকুণ্ড" নামে অভিহিত হইয়াছে। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এই স্থান "চট্টল" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শাস্ত্রে ও পুরাতন দলিলে তাহার প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান সময়ে "চট্টল" শব্দে চট্টগ্রাম সহরের সামান্য স্থানকে অনেকে অভিহিত করেন, প্রকৃতপক্ষে "চট্টল" প্রদেশ চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

যখন মৎস্যগন্ধা-পুত্র ব্যাসদেব কাশীক্ষেত্র হইতে মুনিগণ দ্বারা অপমানিত হইয়া নূতন কাশী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার সৃষ্ট, "ব্যাস-কাশীতে" কোন জীব দেহত্যাগ করিলে "গাধা" হইবে বলিয়া ভগবতীর মায়ায় ব্যাসদেব প্রতারিত হন, তখন তিনি আশুতোষের উপদেশমতে চন্দ্রনাথে আসিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসের তপস্যায় শূলপাণি মহাদেব তাঁহার পূর্ব্ববাক্য রক্ষার জন্য উনকোটি তীর্থ সহিত কলিকালে চন্দ্রনাথে দেবী ভবানীর সহিত বাস করিয়া সেই স্থান জীবের নির্ব্বাণক্ষেত্র কাশীধাম করিবেন বলিয়া বর প্রদান করেন। সেই সময় মহাদেব যে স্থানে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই "ব্যাসকুণ্ডের" উৎপত্তি হয়। স্নানাদির অসুবিধা মোচন জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে এই "ব্যাসকুণ্ড" ব্যাস-সরোবরে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যাস-সরোবরের পশ্চিম পাড়ে ধ্যানমগ্ন ব্যাসদেব এখনও প্রস্তর-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছেন।

হিন্দুতীর্থের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকায় এবং এই চট্টল প্রদেশে হিন্দু, মগ, পর্ত্তুগীজ, মুসলমানের বহু প্রকার সংঘর্ষে চন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ অসাধ্য হইয়াছে। সংস্কৃত "রাজমালা" পাঠে জানা যায় ৬১০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ের প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি আদিশূরের বংশধর রাজা বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে পোতারোহণে চন্দ্রনাথে আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, নাবিকদিগের দিগ-ভ্রমে তিনি নওয়াখালী জিলার বর্ত্তমান "ভুলুয়া" ("ভুল হুয়া" নাম হইতে ভুলুয়া নাম হইয়াছে) গ্রামে উপনীত হইলে তথা হইতে ক্ষুণ্ণ মনে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে জয়দেব গোস্বামী চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়া বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। "নিগম-কল্পতরু" গ্রন্থ হইতে কবিরাজ শ্রীঅধর চাঁদ চক্রবর্ত্তী জয়দেব গোস্বামীর যে উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, যখন লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, সেই সময় জয়দেব গোস্বামী মহাশয়, চন্দ্রনাথে আসিয়া সমস্ত তীর্থাদি দর্শনান্তে রাজসভায় রাজার নিকটে গিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"এইরূপে আছে কবি বঙ্গবাসি সনে।
চট্টগ্রাম দেখিতে বাসনা হইল মনে॥
রাজার নিকটে তাহা কৈল আবেদন।
আদেশ করিলা রাজা করিতে গমন॥

জয়দেব বলে তবে কল্য প্রাতে যাই।
দিনক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন নাই॥
তাহা শুনি রাজা হ'য়ে আনন্দিত মন।
অর্পণ করিল যাহা যাহা প্রয়োজন॥

* * *

অবশেষে চন্দ্রনাথে করিল গমন।
নিকটের দেব দেবী করিল দর্শন॥
ব্যাসকুণ্ড সন্নিকটে আশ্রম করিল।
কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালি আনন্দে রহিল॥

* * *

শার্দ্দূল ভল্লুক সর্প আদি জন্তুগণ।
চারিদিকে বাস করে মৃগ অগণন॥
বৈরভাব শূন্য চন্দ্রনাথের আজ্ঞায়।
মনুষ্য দেখিলে স্থান ছাড়িয়া পলায়।

* * *

এইরূপে ভ্রমণ করিয়া ছয় মাস।
তদন্তরে রাজপুরে কৈল আগমন॥
দেখিয়া লক্ষ্মণসেন প্রসন্ন বদন।
(জন ?)গণসহ কবিবরে প্রণাম করিল।

পুরবাসিগণ আসি নিকটে মিলিল।
তীর্থের বারতা সবাকারে শুনাইল ॥
("জয়দেব পদ্মাবতী" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

এই তীর্থের আবিষ্কার সম্বন্ধে বাবু তারকচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার লিখিত চট্টগ্রাম ইতিবৃত্তে" লিখিয়াছেন—"ঐ স্থানের অনতিদূরে এক রজকের বসতি ছিল এবং তাহার একটী কামধেনু ছিল। রজক প্রাতে তাহার ধেনুটীকে ছাড়িয়া দিলে প্রত্যহ এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিত। নিকটে তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদা ধেনুটী বনের দিকে দৌড়ায় কেন, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য রজকের কৌতূহল জন্মিল। একদিন সে সুরভির পশ্চাৎ যাইয়া দেখিল ধেনুটী একটী উচ্চতর স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর অজস্রধারে উহার স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইয়া ঐ স্থানকে সিক্ত করিতেছে। রজক ভীত ও বিস্মিত হইল ঐ স্থানের নিকটে যাইয়া দেখিল তথায় অষ্টমূর্ত্তি সহিত অতীব সুন্দর এক শিবলিঙ্গ,—তদ্দর্শনে রজকের মনে ভক্তির উদ্রেক হইল, এবং নিকটস্থ গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করাইল ; সেই হইতেই উক্ত ব্রাহ্মণ ও তদ্বংশধরেরা এই তীর্থস্থানের অধিকারী হইলেন।"

"রাজমালা" পাঠে জানা যায় শৈবশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের সময় চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি এই স্থানের রমণীয় শিবমূর্ত্তির সংবাদ পাইয়া লোকজন সহিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে স্বরাজ্যে লইয়া যাইতে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি উঠাইয়া লইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত খনন করা হইল, কিন্তু যতই নীচের দিকে খনন করা

যাইতে লাগিল, ততই মূর্ত্তির বিস্তৃতি ও কাঠিন্য বিশেষরূপে অনুভূত হইতে লাগিল। মহারাজ লোক সাহায্যে শিবমূর্ত্তি উঠাইতে অসমর্থ হইয়া হস্তী দিয়াও বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। ধর্ম্মপ্রাণ শিবভক্ত মহারাজ "ধন্যমাণিক্য" আশাভঙ্গজনিত যাতনায় অস্থির হইয়া রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন "এই শিবমূর্ত্তি স্থানচ্যুত হওয়ার নহে, ইহা স্বতঃই উদ্ভূত, সুতরাং স্থানান্তরের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, মহারাজের নিতান্ত আগ্রহ হইলে এক রাত্রিতে যতদূর পারেন ততদূর পর্য্যন্ত দেবীকে লইয়া যাইতে পারেন"। রাত্রি প্রভাত হইলে স্বপ্নের আদেশমতে মহারাজা আর স্বয়ম্ভুনাথকে স্থানান্তরের চেষ্টা না করিয়া ত্রিপুরা রাজধানী পর্য্যন্ত লোক রাখিয়া দেবীকে দ্রুতগতিতে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে কোন-মতেই উদয়পুর অতিক্রম করিতে পারিলেন না উদয়পুরে রাত্রি প্রভাত হইলে মায়ের মূর্ত্তি অচলা হইলেন। সেই স্থানেই দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও তদুপরি মন্দির নির্ম্মিত হইয়া দেবী "ত্রিপুরাসুন্দরী" নামে অভিহিত হইলেন। এই ত্রিপুরেশ্বরী সম্বন্ধে রাজমালায় লিখা আছে—ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের খোদিত প্রস্তর লিপিতে আছে —

আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্যদেবো।
যাগে যস্যাহ্বরীশঃ ক্ষিতিতল মনসৎ কর্ণতুল্যস্থ দানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেম্বিকায়ৈ।
প্রাদাৎ প্রাসাদ রাজং গগন পরিণতং সোধতায়ৈ সদেবৈঃ।

মহারাজা ধন্যমাণিক্য দেবীকে নিয়া উদয়পুরে স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবাদিদেবের সেবা পূজাদি নির্ব্বাহ জন্য প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি দান করেন। উক্ত সম্পত্তির সনন্দে রাজধানী "হস্তিনাপুরী" হইতে এই সম্পত্তি দেবতার সেবা পূজাদির জন্য প্রদত্ত হইল ইহা নির্দ্দেশ আছে। ত্রিপুরার রাজষ্টেটের বর্ত্তমান সময়ের সনন্দাদিতেও চন্দ্রবংশীয় রাজার স্মৃতিরূপে রাজধানী "হস্তিনাপুরী" ইহা উল্লেখ থাকে।

১৪২৩ শকাব্দে বা ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের প্রথমাংশ ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ত্রিপুরাধিপতি বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল, মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি এই দেবালয়ের জন্য ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত পূর্ব্বকালে যে দেবোত্তর সম্পত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ মেহেরকুল পরগণায়ও রহিয়াছে। সেই সম্পত্তির আয় বর্ত্তমানে ত্রিপুরেশ্বরীর সেবাতেই ব্যয়িত হইতেছে।

ভারতের অধিকাংশ প্রাচীন তীর্থের মত এই তীর্থেও হিন্দু বৌদ্ধের সঙ্ঘর্ষের প্রমাণ রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ মন্দিরের সন্নিকটে এখনও তিনটী বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রবাদ আছে বুদ্ধদেবের একটী অঙ্গুলি আরাকানাধিপতি দ্বারা আনীত হইয়া চন্দ্রনাথ শৈলশৃঙ্গে প্রোথিত হইয়াছিল,—তাহাকে "বুদ্ধকূপ" বলে। সেই সময় এই চট্টল প্রদেশ আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই হইতে বহু বৌদ্ধ তাঁহাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি ইত্যাদি তথাকার পবিত্র "বুদ্ধকূপে" নিক্ষেপ করিয়া

থাকেন। বহু বৌদ্ধ এখনও চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে উক্ত স্থানে সমবেত হইয়া চন্দ্রনাথ শৈলশৃঙ্গে দীপদান ও ধ্বজা উড়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

জনপ্রবাদ আছে প্রথমে উদাসীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় * এই তীর্থের কর্ত্তা ছিলেন। এই দেবালয়ের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ রহিতের ইতিহাস এই প্রকার—

স্বয়ম্ভূ মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে উপত্যকাদেশে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ জলবিশিষ্ট কুণ্ড ছিল, সেই কুণ্ডের পার্শ্বে অগ্নি জ্বলিত। তীর্থের প্রথম আবিষ্কারের কিছুকাল পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা দখল করিয়া বসেন এবং মন্দিরের মধ্যে রাম সীতা লক্ষ্মণের † মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে থাকেন। ইহাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বৈষ্ণবদলের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠে, ও বৈষ্ণবগণকে তাড়াইয়া দেওয়ার অবসর খুঁজিতে থাকেন। শিবপ্রধান তীর্থে শৈব সন্ন্যাসীদের আধিপত্য অভিপ্রেত মনে করিয়া সেবায়েত পাণ্ডাগণ এবং দেশের মান্যগণ্য ভদ্রলোকগণ একযোগে

* কাহারও কাহারও মতে বৈষ্ণব, বৌদ্ধদের রূপান্তর মাত্র। "মা হিংসা সর্ব্বভূতানি" উভয়েরই ধর্ম্মবীজ। সন্ন্যাসীদল সর্ব্বত্র বৌদ্ধদের নির্য্যাতন করিয়া তাহাদের স্থান দখল করে: শ্রীক্ষেত্র অদ্যাপি বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিচিত। গয়া ও কাশীর নিকটে এখনও বৌদ্ধতীর্থ আছে।

† কেহ কেহ অনুমান করেন এই ত্রিমূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি। এই সমুদয় সর্ব্বত্র রাম সীতা লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। সেইগুলিকে এখন "মুনি" বলিয়া পূজা করা হয়। বুদ্ধের অন্যতর নাম শাক্য মুনি।

,বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেন। বৈষ্ণবগণ সংখ্যার ন্যূনতায় বিবাদে পরাজিত হইয়া দলপুষ্টির আশায় এই স্থান ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বৈষ্ণবদিগের আশ্রয় স্থান সীতাকুণ্ডটী ভরাইয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যস্থ রাম সীতা লক্ষ্মণের মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করতঃ সেই স্থানে "পাতাল কালী" আখ্যায় এক কালীমূর্ত্তির স্থাপনা করেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া নীরবে এই স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। এইরূপে উদাসীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই দেবালয়ের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। তীর্থ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী, ভ্রমণকারী ও হিন্দু যাত্রীগণের গমনাগমনে তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। উত্তরোত্তর অতিথি, সাধু সন্ন্যাসী-গণের সমাগম আশাতিরিক্তরূপে বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহাদের সেবা ও সৎকারাদি কার্য্যের জন্য সেবায়েত অধিকারী পাণ্ডাগণ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গৃহী হইয়া দেববিত্ত সংরক্ষণের ভার নিজ হাতে রাখা তাঁহারা নিরাপদ মনে করিলেন না। সেকালে দলে দলে সাধু সন্ন্যাসীগণ তীর্থক্ষেত্রে অতিথি সৎকারের জন্য যেরূপ উপদ্রব করিত, তাহা অনেকের অপরিজ্ঞাত নহে। ঘরে থাকুক আর নাই থাকুক এই জমায়েতবন্দ দশনামী * সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তাড়নায় অনেককে

* শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া চারিজন শিষ্যকে অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করেন। দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর তীর্থের "শৃঙ্গেরী" মঠে বিশ্বরূপাচার্য্য, উত্তরে বদরিকাশ্রমের "যোশীমঠ" ত্রোটকাচার্য্য, পূর্ব্বে পুরীর "গোবর্দ্ধন মঠে" পদমাচার্য্য, পশ্চিমের দ্বারকায় "সারদা মঠে" স্বরূপাচার্য্য অধ্যক্ষ হইয়া বৌদ্ধ

দিনে অন্ধকার দেখিতে হইত। যেখান হইতে হউক না কেন তাহাদের দাবী পূর্ণ করিতেই হইত; বিশেষতঃ এই সন্ন্যাসীদিগের অনুগৃহিত ব্যক্তি দেবালয় সংসৃষ্ট লোক হইলে তাহার কোন আপত্তি করিবার কারণই থাকিত না। অতিথি সন্ন্যাসীগণের এই আবদারের উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় সেবায়েত পাণ্ডাগণ দেশের মান্যগণ্য ভদ্রলোকের পরামর্শে নিজহাতে সেবাপূজার ভারাদি রাখিয়া দেব-সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণের জন্য অতিথি সন্ন্যাসীর যথোচিত অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিষয়-ভোগ লালসাহীন স্বধর্ম্ম-নিরত সদাচারী সন্ন্যাসীর উপরই মঠের পরিচালনাদির ভার দেওয়া স্থির করিলেন। সেই মতে এই মঠে মোহান্তপদের সৃষ্টি হইল। মোহান্তগণ দেব-বিত্তের তত্ত্বাবধায়ক বা ট্রাষ্টী হইলেন। সেবায়েত পাণ্ডাগণ তীর্থের অধিকারীরূপে তীর্থযাত্রিগণের পৌরহিত্যের ও দেবতার সেবা পূজার ভার গ্রহণ করিলেন।

বিপ্লবের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হন। ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিভাগ এইরূপ—
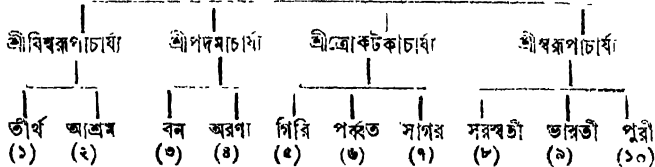
দ্বিতীয় অধ্যায়।

তীর্থ বর্ণনা।

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তের শ্যামরাজ্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্ত দিয়া যে মনোহর বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গ খেলিয়া হিমগিরির সঙ্গে মিশিয়া হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, "চন্দ্রনাথ মহাতীর্থ" তাহার ক্রোড়দেশে অবস্থিত। এই ভারতবিখ্যাত পবিত্র তীর্থ চট্টগ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে পর্ব্বতদেশে অবস্থিত। স্থানটী সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। সেই সর্ব্বপ্রধান শৃঙ্গে চন্দ্রনাথ অবস্থিত, তাহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০ হাত উচ্চে। পূণ্যভূমি ভারতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশ্বনিয়ন্তার বিরাট শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত। কিন্তু চন্দ্রনাথের মত এমন মন-প্রাণ তৃপ্তিকর, পবিত্র শান্তির আধার, একাধারে অনন্ত প্রেম, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আর কোথাও নাই।

লবণাক্ষ—উত্তরে লবণাক্ষ কুণ্ডে' অগ্নিদেব নীল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া হুহুঙ্কারে সতত প্রজ্বলিত রহিয়াছেন, অবগাহনে কলুষিত দেহ পবিত্র হয়, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দূরীভূত হয়।

গুরুধুনী—তাহার নিকটে পর্ব্বতের পাদদেশে প্রস্তরের উপর "গুরুধুনী" চির প্রজ্বলিত থাকিয়া জগন্ময়ের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতার সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রহ্মকুণ্ড—তাহার অল্প দূরে অনুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি স্বাভাবিক উষ্ণ জল বিশিষ্ট "ব্রহ্মকুণ্ড"। একাধারে ভক্তি, প্রেম, সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য মিলন দর্শনে বিশ্বপতির অপার মহিমা স্বতঃই উপলব্ধি হয়।

সহস্রধারা—তাহার কিছু পূর্ব্বে লীলাময়ের অপূর্ব্বসৃষ্ট "সহস্রধারা"। পাপতাপ-প্রপীড়িত হৃদয়কে শান্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলে মানব একবার ইহা দর্শন কর, মরুদগ্ধ তাপিত প্রাণ শান্তির বিমল সলিলে স্নাত হইয়া শীতল হউক। এই সহস্রধারায় স্বর্গীয় মন্দাকিনীর তিনটী স্রোতের মিলনে যেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী একত্র হইয়া উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সহস্রধারায় পতিত হইতেছে। সহস্রধারার পাদমূলে সুবৃহৎ প্রস্তরোপরি যিনি একবার উপবেশন করিয়া ইহার আশ্চর্য্য দৃশ্য, সৌর-করোদ্ভাসিত ধারা-নিচয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য, নীরব কাননদেশে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঝর্ ঝর্ শব্দে জলপ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে, ঝিল্লির ঐক্যতান, পক্ষীর সুমধুর সঙ্গীত, ক্ষুদ্রকায় মৎস্যগণের নির্ভয় জলক্রীড়া দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবার অবসর পান নাই, তাঁহাকে ইহার সৌন্দর্য্য, মহিমা, পবিত্রতা বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। হিন্দু হও, অহিন্দু হও; বিশ্বাসী হও, অবিশ্বাসী হও; নাস্তিক হও, একবার সহস্রধারা দর্শন করিয়া তাহার বিমল সলিলে অবগাহন করিলে জীবন কৃতার্থ মনে করিবে। এমন বিশুদ্ধ স্বচ্ছ মিষ্ট-স্বাদ-বিশিষ্ট জল ও এরূপ প্রাকৃতিক অনন্ত সৌন্দর্য্যময় পবিত্র-তীর্থ বুঝি

মর্ত্ত্যে দুর্লভ। উচ্চকণ্ঠে একবার "হর হর হর" শব্দে ডাক, দেখিবে নির্ঝরের সুমধুর নিনাদের সহিত সমধিক জলপ্রপাতে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমায় অনুপ্রাণিত করিবে।

বাড়বানল—দক্ষিণে প্রকৃতির মনোহর রাজ্যে পর্ব্বতদেশে অত্যাশ্চর্য্য বাড়বানল হুহুঙ্কারে জ্বলিতেছে। দিন নাই, রাত নাই, শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি সলিলোপরি প্রচণ্ডবেগে সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত অবস্থায় রহিয়াছে। যে অনলে সামান্য জল-বিন্দুপাত হইলে অগ্নির অসীম ক্ষমতা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়, সেই জলে অনলদেব সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। এমন আশ্চর্য্য, সৌন্দর্য্য-বিস্ময়ের ক্ষেত্র ভারতে বিরল। কাননের নিস্তব্ধতা, নির্ঝরের কল কল শব্দ, বাড়বানলের হুহুঙ্কারের সহিত মিশ্রিত হইয়া যুগপৎ মানবকে ভগবৎ প্রেমে বিভোর করে, বিশ্বপতির আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশলে আনন্দাশ্রু বহির্গত হয়, প্রাণ লীলাময়ের অনন্ত লীলায় মাতোয়ারা হইয়া উঠে পাপী হও, তাপী হও, দুঃখী হও, একবার কুণ্ডের মিলন সলিলে অবগাহন কর দেখিবে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা দুর হইয়াছে; দেহ-মন পবিত্র হইয়াছে, দয়াময়ের প্রেমে হৃদয় বিভোর হইয়াছে, উদ্বেগ অশান্তি সমস্ত দূরে পলাইয়াছে, হৃদয় শান্ত হইয়া যেন তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ।

কুমারীকুণ্ড—ইহার দক্ষিণে পর্ব্বতের সানুদেশে কর্করী নদীর প্রান্তে "কুমারীকুণ্ড" দেখিলে মনে হয়, সলজ্জা কুমারী পর্ব্বত কন্দরে লুকাইয়া ভগবৎ প্রেম শিখারূপে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নির্জ্জন কাননদেশে চতুর্হস্ত বিশিষ্ট কুণ্ডমধ্যে কুমারী নীরবে মনের
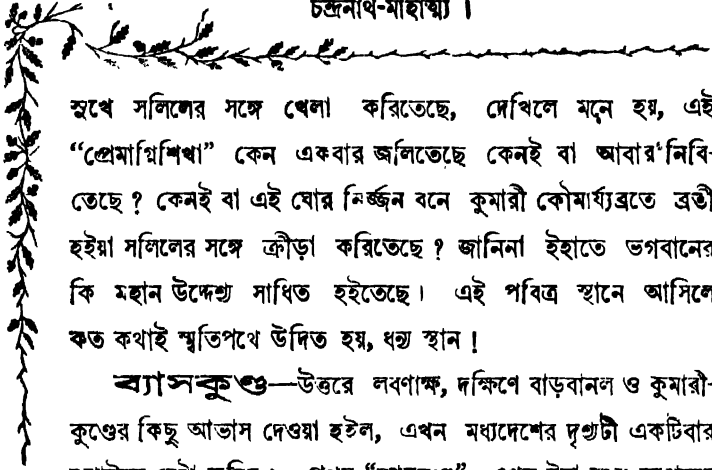
সুখে সলিলের সঙ্গে খেলা করিতেছে, দেখিলে মনে হয়, এই "প্রেমাগ্নিশিখা" কেন একবার জ্বলিতেছে কেনই বা আবার নিবিতেছে ? কেনই বা এই ঘোর নির্জ্জন বনে কুমারী কৌমার্য্যব্রতে ব্রতী হইয়া সলিলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে ? জানিনা ইহাতে ভগবানের কি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। এই পবিত্র স্থানে আসিলে কত কথাই স্মৃতিপথে উদিত হয়, ধন্য স্থান !

ব্যাসকুণ্ড—উত্তরে লবণাক্ষ, দক্ষিণে বাড়বানল ও কুমারীকুণ্ডের কিছু আভাস দেওয়া হইল, এখন মধ্যদেশের দৃশ্যটী একটিবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথম "ব্যাসকুণ্ড", এখন ইহা ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হইয়াছে। তথায় তীর্থযাত্রীরা স্নান দানাদি করিয়া থাকে। পশ্চিম পারে মন্দিরমধ্যে ব্যাসদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছেন। কুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে "বটুবৃক্ষ" যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মানবের প্রকৃতি, ধর্ম্মরীতি, নীতি ইত্যাদি পরিবর্ত্তনের ও অতীত ঘটনার সাক্ষ্য-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। বৃক্ষটি শাখাপ্রশাখায় অনেক দুর স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, দেখিলে অতীত ঘটনার কত ভাবই উদিত হয়। এই ব্যাসকুণ্ডের পারে দ্বাপর যুগে ভগবান বেদব্যাস মুনিগণকে লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই স্থান সেই সময়ে মুনিগণের পবিত্র পদরজে পবিত্রিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বদননিঃসৃত সামগানের গম্ভীর ধ্বনিতে দিগ্-দিগন্তর ধ্বনিত হইয়াছিল, এই পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি করিয়া অতীত গৌরবের পবিত্রতা স্মরণ করিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, দয়াময়ের শ্রীচরণ সরোজে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। দক্ষযজ্ঞে

শিব-অপমানে সতী দেহত্যাগ করিলে প্রেমগুরু প্রেমিক 'ভোলানাথ' সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের মত ফিরিতেছিলেন, সেই সময় বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া স্থানে স্থানে পতিত হয়; সেই কালে দক্ষজার দক্ষিণ ভুজ ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পা নদীতে পতিত হয়। সেই অতীত স্মৃতি, করুণ দৃশ্য, প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পতিভক্তির চরমাদর্শ, পত্নী প্রেমের প্রত্যক্ষ উদাহরণ মনে হইলে বুঝি নাস্তিকও আস্তিক হয়, অধার্ম্মিকও ধার্ম্মিক হয়, অপ্রেমিকও প্রেমিক হয়, অবিশ্বাসীও ভগবানের পবিত্র লীলার কথা স্মরণে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়।

সীতাকুণ্ড—ইহার কিছু পূর্ব্বে লোক-প্রসিদ্ধ "সীতাকুণ্ড"। শাস্ত্রে আছে রামচন্দ্র বনভ্রমণকালে সীতাদেবী সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, মহামুনি ভার্গব সেই সময় সীতাদেবীর স্নানের জন্য জ্ঞানবলে এই কুণ্ডের সৃজন করেন।

জ্যোতির্ম্ময়—ইহারই সন্নিকটে শিবের নেত্রানলরূপী "জ্যোতির্ম্ময়"। পাষাণের উপর অহরহ ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। ঝড়-বৃষ্টি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া মৃদুভাবে কখনও বা উগ্রতেজে অনলদেব প্রজ্বলিত অবস্থায় আছেন, দৃশ্য বড়ই মনোহর হৃদয়দ্রবকারী।

কালী—জ্যোতির্ম্ময়ের অল্প পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ভবানীর মন্দির। এই স্থানে শাক্তগণ মায়ের সেবা-পূজাদি দিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করেন।

স্বয়ম্ভুনাথ—কালীবাড়ীর সন্নিকটে নহবতখানার সোপানাবলী অতিক্রম করিলেই স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির। মন্দিরের দুই প্রকোষ্ঠ

অতিক্রম করিলেই তৃতীয় প্রকোষ্ঠে অত্যাশ্চর্য্য অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি সমন্বিত শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। ভারতের নানা স্থানে ভগবান শিব নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত আছেন। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথাও নাই। এই মূর্ত্তি জগতে অতুলনীয়, দর্শনে প্রাণ মাতিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আত্মা পুলকিত হয়, দেহ মন পবিত্র হইয়া যায়।

মন্দাকিনী—স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের সন্নিকটে কলকণ্ঠা স্বর্গীয়া "মন্দাকিনীর" একটা স্রোত যেন স্বয়ম্ভুর সহিত মিলিত হওয়ার আশায় দেবাদিদেবের পাদমূল ধৌত করিবার বাসনায় ছুটিয়া আসিয়াছে। এই বিশুদ্ধ জলে বাবার সেবা-পূজাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

গয়াক্ষেত্র—মন্মথ নদের তীরে পবিত্র গয়াক্ষেত্র, সহস্র সহস্র মানব এই স্থানে পিণ্ড অর্পণ করিয়া পিতৃমাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। সেই মর্ম্মস্পর্শী মাতৃষোড়শী পিতৃষোড়শীর মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিণ্ডদানে অতি নির্ম্মম পাষণ্ডেরও অশ্রুধারা পতিত হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই সুসভ্য হইয়াছেন, পিতামাতাদির মৃত-তিথি উপলক্ষে কি গয়াস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া সময়ের ও অর্থের অপব্যয় করা হয়, ইহা কাহারও কাহারও ধারণা। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে যখন অসংখ্য নর-নারী ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদানাদি করিয়া অশ্রুতে বক্ষঃস্থল সিক্ত করেন, শ্রাদ্ধান্তে শাস্ত্রানুযায়ী বর্ত্তমান সময়ের শরীর শোভার প্রধান উপকরণ কেশত্যাগ করেন, সেই সময়ের দৃশ্যে অতি পাষণ্ডের অন্তরেও পিতা-মাতার প্রতি অসীম ভক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেয়; শ্রাদ্ধাদি করা যে অর্থের ও সময়ের অপব্যবহার নহে, আত্মার, মনের, উৎকর্ষার্থ
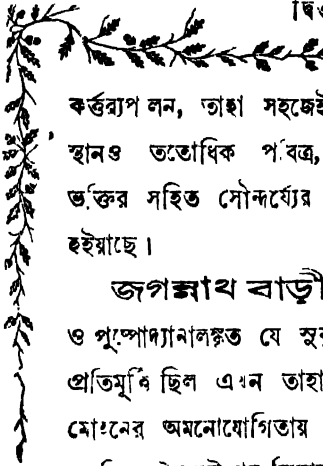
কর্ত্তব্যপালন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ক্ষেত্র যেমন পবিত্র, স্থানও ততোধিক পবিত্র, ততোধিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যালঙ্কৃত। ভক্তির সহিত সৌন্দর্য্যের মিলনে স্থানের মাহাত্ম্য লক্ষগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

জগন্নাথ বাড়ী—গয়াক্ষেত্রের অল্প পূর্ব্বে মনোহর বাগান ও পুষ্পোদ্যানালঙ্কৃত যে সুবৃহৎ গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার প্রতিমূর্ত্তি ছিল এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, ৺মোহান্ত কিশোরী মোহনের অমনোযোগিতায় দেবালয় দেবমূর্ত্তিসহ লুপ্ত হইয়াছিল। অল্পদিন হইল চট্টগ্রাম জিলার পটীয়া থানার ভাটীসাইন গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ ৺যাত্রামোহন দাস মহাশয় তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ১৩২৯ সনের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ছত্রশীলা—অল্পোত্তরে অষ্টধারা স্রোতোবিধৌত ছত্রশিলার পর্ব্বত গুহায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। ইহাই "উনকোটি-শিব" নামে অভিহিত। নিবিড় নিস্তব্ধ নির্জ্জন কানন প্রদেশ পর্ব্বতযুগলের মধ্যে গিরিগুহাশায়ী অহর্নিশি মন্দাকিনী জলস্নাত অগণ্য শিবলিঙ্গ সমূহ দর্শনে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠে, স্থানটী এতই শীতল যে প্রখর গ্রীষ্মকালেও এই স্থানে শীত বোধ হয়।

বিরূপাক্ষ—ইহার উপরিভাগে সুপ্রসিদ্ধ বিরূপাক্ষ মন্দিরে উপনীত হইলে লীলাময়ের অনন্ত লীলা সন্দর্শনে দুরারোহ পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি দূর হইয়া শরীর পুলকিত হয়। প্রাকৃতিক অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে শ্রীভগবানের মহিমায় হৃদয়কে মোহিত করে।

হরগৌরী শিব—বিরূপাক্ষ মন্দিরের নিম্নে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলে "পাতালপুরী" পাওয়া যায়। অগণনীয় পত্ররাশি ও লতাবল্লরী যেন প্রকৃতিসুন্দরীর আবরণরূপে সূর্য্যরশ্মি অবরোধ করিয়া স্বভাবসুন্দরীর ক্রীড়াস্থানের স্বাভাবিক শীতলতা রক্ষা করিতেছে। এখানে প্রকৃতি নীরব, গম্ভীর, স্থির; এখানে একটি পাখীও গান করে না, একটি বন্যজন্তুও ডাকে না, বুঝি "হরগৌরীর" পবিত্র বিহার ক্ষেত্রের শান্তিভঙ্গ ভয়ে সকলেই নীরব। আশুতোষ ভোলানাথ এইখানে গৌরীকে লইয়া একাসনে শিলাসনে আড়ম্বরহীনভাবে উপবিষ্ট এই স্থানের বর্ণনাতীত দৃশ্যে সেই "কুমারসম্ভবের" চিত্রদ্রবকর দৃশ্যের বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দরসে আপ্লুত করে। ভয়, ভক্তি, প্রেম, বিস্ময়, উল্লাসের এমন আশ্চর্য্য সম্মিলন ভারতীয় তীর্থে বিরল বটে।

চন্দ্রনাথ—সমুদ্র হইতে প্রায় ১২০০ ফুট উর্দ্ধে ৺চন্দ্রনাথের পবিত্র মন্দির অবস্থিত। পূর্ব্বের দুরারোহ কষ্টসাধ্য দুর্গম পথ এখন আর নাই। অশীতিপর বৃদ্ধ, বৃদ্ধা যাত্রীও এখন ৺চন্দ্রনাথ দেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীগণ ৺বাবা চন্দ্রনাথ দেবের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া হর হর শব্দে অতি আনন্দে নিরাপদে দেবাদিদেবের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইয়া থাকে। কঠোর পরিশ্রমের পর চন্দ্রশেখর শৃঙ্গে আরোহণ মাত্রই পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট, শ্রান্তি, গ্লানি দূর হয়। মন্দিরমধ্যস্থিত অসংখ্য ত্রিপত্রকুসুমবেষ্টিত চন্দ্রনাথের প্রশান্ত স্থিরমূর্ত্তি দর্শনে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। কে যেন অন্তরে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিয়া দেয়। মন্দির সংলগ্ন দেবাদি-

দেবের প্রহরীরূপী বটবৃক্ষের শাখা সঞ্চালনে ঘর্ম্মাক্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যেন অমৃত সিঞ্চিত হয়, নির্জীব দেহেও যেন একটু চেতনা সঞ্চার করে। চারিদিকে চাহিয়া দেখ বিরাট কাণ্ড—এক মহাপ্রদর্শনী—

পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের নীল ফেনিল অম্বুরাশি মালাকারে গভীর গর্জ্জনে চন্দ্রনাথ শৈলাভিমুখে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে, বর্ষার মেঘমালা মন্দিরের চূড়া-লঙ্ঘনভয়ে যেন কিছু নিচু হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। অগণনীয় তড়াগ দীর্ঘিকা মেদিনীর ক্রোড়ে প্রবাল বিন্দুরূপে শোভিতেছে, পর্ব্বতজাত নদীগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্রাকারে আনন্দে কুল কুল শব্দে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, পূর্ব্বদিকে সারি সারি বিটপি সজ্জিত, পীত শস্য-ক্ষেত্র-শোভিত গ্রামমালা, কি সুন্দর শোভা পাইতেছে। নিকটস্থ ছোট ছোট গণ্ড শৈলগুলি বৃক্ষরাজি ও লতা-মণ্ডপে পরিবৃত হইয়া নীরব নিস্তব্ধভাবে ভগবানের সৃষ্টির কি এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। উত্তরে তরঙ্গ খেলিয়া অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী যেন প্রাচীররূপে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে মহেশখালির শৈলখণ্ড অতল সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া দেবাদিদেব "আদিনাথকে" মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সংসার তাপে তাপিত দগ্ধ-মানবকে শীতল করিবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে। বাস্তবিক যে দিকেই চাহিয়া দেখ, সেই দিকেই প্রকৃতির মহাপ্রদর্শনী, বর্ণনাতীত মনোহর দৃশ্য প্রকৃতির বিচিত্র উদ্যান। এই আশ্চর্য্য প্রেমময়, ভক্তিময়, সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দর্শনে হৃদয় নাচিয়া উঠে, স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল সন্দর্শনে মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ এই চন্দ্রনাথ অনন্ত শোভার ভাণ্ডার, ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, জ্ঞান ও

প্রেমের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র। আসুন সকলে, একবার চন্দ্রনাথে উঠিয়া প্রকৃতির অনন্ত লীলা দর্শনে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করুন।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্য অসীম মহিমাময় পবিত্র তীর্থের যে অতি অপূর্ব্ব বর্ণনা কবিবর ৺ নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য "রঙ্গমতীতে" দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল :

"পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড! শোভিছে উত্তরে

তীর্থ-বর্ণনা — কণক চম্পকারণ্য! সজ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি বাড়বানল মানব বিস্ময়।
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস সরোবর।
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কল কলে
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী স্বর প্রবাহিণী।
পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড। অপ্সরা প্রদেশ।
জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর! পরিপূর্ণ মরি,
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে, জলেতে অনল,
অনল পাষাণে ; আজি শিবচতুর্দ্দশী,
আজি রমণীর চারু নয়নে অনল।

ব্যাসকুণ্ড— "পতির নিগ্রহে সতী, দক্ষ যজ্ঞাগারে,

পীঠস্থান— ত্যজিলে জীবন, পত্নী মৃত দেহ শিরে,

হায়, উন্মত্ত উমেশ, ভ্রমিতে লাগিলা
পতিপরায়ণা পত্নী বিরহে বিহ্বল।
মরি কি বিচিত্র চিত্র! হেন পতিভক্তি,
পত্নী প্রেম, সতীত্বের আদর্শ দুর্ল্ভ,
আছে কি জগতে? কোথা সুসভ্য ব্রীটন,
গত স্মৃতি গ্রীস, রোম, উরুপা; মার্কিন;
কে আছ জগতে আর? দেখাও একটি,
একটি আদর্শ হেন পতিতা ভারতে।
ভারতের ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য দর্শন,
যাক্ রসাতলে। যতদিন, হায় এই
পতি অপমানে পত্নী দেহ বিসর্জ্জন,
পত্নী শোকে মৃতদেহ মস্তকে ধারণ,
থাকিবে স্মরণ, ততদিন ভারতের
গৌরব-কেতন উচ্চে উড়িবে আকাশে।
এমন সতীত্ব রত্ন অপার্থিব ধন—
ভারত ভাণ্ডার বিনা সম্ভবে কোথায়?
এই চিত্র এই প্রেম, আত্ম বিনাশন,
এই প্রেম উন্মত্ততা, দুঃখী বঙ্গবাসী
রাখ প্রতি ঘরে; পূজ নিত্য দেবালয়ে
এই সতীত্বের মূর্ত্তি; জীবন তোমার—

হইবে আনন্দময়, সুখ পারাবার।
পবিত্র সতীত্ব আহা! কি বলিব আর
মহেশ্বর; মহাদেব মস্তক ভূষণ।

কম্পানদী— "ব্যাসকুণ্ড তীরে ওই বটবৃক্ষ মূলে,
পীঠশক্তি— করিলেন অশ্বমেধ দ্বাপরে যথায়
পীঠের অবস্থান—মহর্ষি বাদরায়ণ, অগ্নি কোণে তার,
দক্ষজা দক্ষিণ ভুজ, বিষ্ণুচক্রে কাটি
পড়েছিল হায়! ওই কম্পা নদীতীরে!
দক্ষিণাশক্তিরূপিণী কালী ভয়ঙ্করী
শবস্থা নৃমুণ্ডমালী, নাগোপবীতিনী,
চন্দ্রার্দ্ধধারিণী কৃষ্ণা, দিগম্বরী ভীমা,
সব্যহস্তে মুক্ত খড়গ, দক্ষিণে অভয়,
লেলিহান মহাজিহ্বা, উজ্জ্বল দশনা,
ছিলা বিরাজিতা, সতী অঙ্গজাভীষণা,
ভারতের সতীত্বের শক্র বিনাশিনী!
জগতের যত তীর্থ, যত দেব-দেবী,
বেষ্টিয়া দক্ষিণাশক্তি কম্পা নদীতীরে
দশ মহাবিদ্যা সহ ছিলা বিদ্যমান।
দেববাদ্য, দেবনাট্য দেবতার গীত
দেবতার ক্রীড়াধ্বনি, আনন্দ লহরী
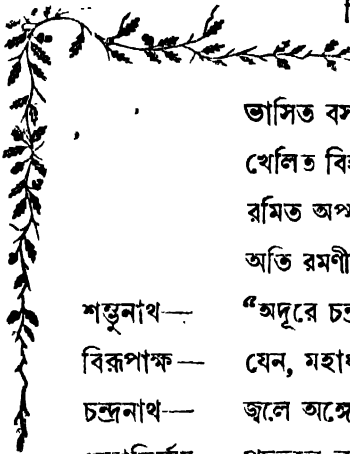
ভাসিত বসন্তানিলে। শ্যামতরু শাখে
খেলিত বিহঙ্গচয়, জলচর সহ
রমিত অপ্সরাঙ্গণা কম্পার সলিলে।
অতি রমণীয় স্থান, অদৃশ্য মানবে।

শম্ভুনাথ— "অদূরে চন্দ্রশেখর জ্যোতির্ম্ময় ঋষি
বিরূপাক্ষ— যেন, মহাধ্যানে রত। যোগানল শিখা
চন্দ্রনাথ— জ্বলে অঙ্গে স্থানে স্থানে জ্যোতির্ম্ময়রূপে
জ্যোতির্ম্ময়— পদতলে ক্রমদীশ, কক্ষে বিরূপাক্ষ,

উত্তরায় মন্দাকিনী, শিরে চন্দ্রনাথ, শোভে
প্রবাল মুকুট যেন, শ্বেত হর্ম্ম্য যার।
রাজেন্দ্র দর্শনাভিলাষী দরিদ্র যেমতি,
ভজিয়া প্রহরী, পূজি মন্ত্রী পারিষদ,
পায় রাজ-দরশন, প্রথমে তেমতি
অনুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে, পূজি ভক্তিভরে,
ক্রমদীশ শম্ভুনাথ, শৈলাঙ্গ শঙ্কর
অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্ত, পূজি, অতি উচ্চে
অর্দ্ধ পথে বিরূপাক্ষ, আরোহি দুর্গম
পথ, অবসন্ন যাত্রী পায় দরশন
চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী শৃঙ্গবর।
"দরশন মাত্র, জুড়ায় নয়নদ্বয়

পথিকের, মরি শৃঙ্গ কিবা মনোহর।
বিশাল বিটপী বট চন্দ্রাতপ তলে,
নির্জ্জনে, বসিয়া এই শীতল ছায়ায়
যেদিকে ফিরাবে আঁখি মহা প্রদর্শন!
প্রকৃতির অনর্গল শোভার ভাণ্ডার।
পশ্চিমে নীলাম্বু রাশি, অনন্ত অসীম,
অনন্ত নীরজ শোভা রেখেছে খুলিয়া
মধ্যাহ্ন রবির করে। নাচিছে গাইছে
সিন্ধু, জ্বলিছে, নিবিছে। হাস্যময় বারি;
ক্রীড়াশীল, ব্রীড়াশীল, কৌতুক আবহ।
কৌতুকে অনন্ত কর তুলিয়া ঈষদ্
প্রণমে চন্দ্রশেখরে। কৌতুকে শেখর
অসংখ্য বিটপী ভুজে করে আশীর্ব্বাদ
শ্যামল পল্লব কর করি সঞ্চালন।
কে বলে কেবল রত্ন রত্নাকর তলে?
কত রত্নরাশি কত রত্নের লহরী,
পর্ব্বত প্রতিম রত্ন, ঝলসে উপরে
মধ্যাহ্ন ভাস্করে।
পূর্ব্বে বিস্তারিয়া কায়
অনন্ত পার্থিব রাজ্য বিচিত্র বসুধা।

শোভে গ্রাম সারি সারি বিটপী সজ্জিত,
পীত শস্য ক্ষেত্র মাঝে, উপবন মত ;—
শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ যেন হরিত সাগরে।
তরুসনে তরুগণ অঙ্গ মিশাইয়া,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে অসংখ্য শাখায়,
শোভিতেছে স্থানে স্থানে, নানা অবয়বে
প্রকৃতির চারু উপবন। শোভিতেছে মাঠে
গোপাল মহিষপাল ; যেন নানা বর্ণ
স্থলজ কুসুমরাশি ফুটেছে প্রান্তরে।
তড়াগ দীঘিকাগণ, শোভে অগণন,
প্রবালের ফোটা যেন বসুধা ললাটে,
ঝল ঝল রবিকরে। প্রবালের হার,
পর্ব্বতবাহিনী দীর্ঘ স্রোতস্বতীচয় *।
" আহা মরি হেথা
সকলি মধুর। ওই মধুর অনিলে—
কোমল শ্যামল পত্র মর্ম্মরে মধুরে ;
আরণ্য রসুনচৌকি নির্জ্জনে মধুরে ;
বাজাইছে ঝিল্লি আরণ্য কদলী
বিছাইয়া রবিকরে শ্যাম পত্রাবলি,

* রঙ্গমতী ৩৯ পৃষ্ঠা।
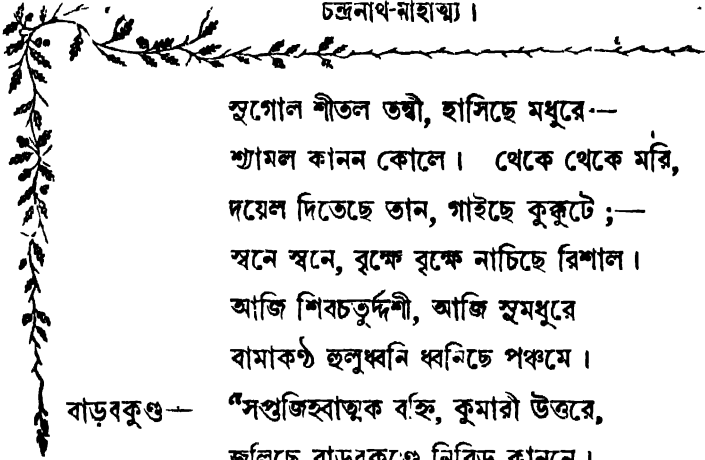
সুগোল শীতল তন্বী, হাসিছে মধুরে—
শ্যামল কানন কোলে। থেকে থেকে মরি,
দয়েল দিতেছে তান, গাইছে কুক্কুটে ;—
স্বনে স্বনে, বৃক্ষে বৃক্ষে নাচিছে বিশাল।
আজি শিবচতুর্দ্দশী, আজি সুমধুরে
বামাকণ্ঠ হুলুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।

বাড়বকুণ্ড—

"সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি, কুমারী উত্তরে,
জ্বলিছে বাড়বকুণ্ডে নিবিড় কাননে।
মহাতেজস্কর অগ্নি। সলিল হইতে
উঠিতেছে মহাদর্পে ঘোর গরজনে।
হায় মাতঃ আর্য্যভূমি! না পারি সহিতে।
জগত আরাধ্যা তুমি! এত মনস্তাপ,
অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধ, অশক্ত, নিষ্ফল
করিছ কি বিনির্গত, এই ক্ষুদ্র পথে,
এই নির্জ্জন কাননে?
দৈত্য যুদ্ধে মহাশক্তি মহাক্রুদ্ধা যবে;
গলদ্রক্ত-নিভাননা ছাড়িলা নিশ্বাসে
যেই কাল জ্বালানল, ভেদিয়া পাতাল,
দহিয়া সলিল রাশি, উঠিল হুঙ্কারি
এই কুণ্ডে। এক পার্শ্বে নদী জ্যোতির্ম্ময়ী

প্রবাহিতা। প্রপূরিত উগ্রানলে সদা।
জ্বলন্ত তটিনীতীরে, বসি যোগেশ্বর—
ধ্যানে মগ্ন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি অহর্নিশ
প্রজ্বলিত কটাহাগ্নি, মরি কি বিস্ময়!
ভারতের অধোগতি দেখি মহেশ্বর,
মহা যোগাসনে বুঝি বসেছিলা হায়!
ভারত মঙ্গল ব্রতে, মহারুদ্র তেজে—
ঝলসি ললাট।

লবণাক্ষ— "আবার জ্বলিছে অগ্নি, লবণাক্ষ জলে
গুরুধুনী— গুরুধুনী গিরিমূলে, জ্বলিছে প্রস্তরে।
সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যপ্রভ দেব বৈশ্বানর,
বিরাজিত। কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে ওই, মরি
কি বিস্ময়! গিরিশৃঙ্গে নিত্য নির্ঝরিণী!
নাহি অগ্নি, তবু কুণ্ড উত্তপ্ত সলিল!

সহস্রধারা— "পূর্ব্বে সুমধুর কলে
ঝরিছে সহস্রধারা ধারা মনোহরা,
উচ্চ ভীম শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়,
মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা!
আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আজি চতুর্দ্দশী—
আজি শিলাসনে বসি শুনিতে শুনিতে

কম কণ্ঠে হুলুধ্বনি, ভীমকণ্ঠে ঘোর
"হর হর, বম, বম, বিরাম সময়
তরল সলিল, বন বিহঙ্গ সঙ্গীত;
* * দেখিতে দেখিতে
শ্যামল পবিত্র অঙ্গে রবি করোজ্জ্বল
স্ফটিক সলিল ধারা, ধবল উত্তরী—
মাধব উরসে যেন; * *
* * নিরঞ্জন দেশ,
কৈলাস প্রতিমারণ্য! বেষ্টিয়া স্তবকে
চক্রাকার গিরিশৃঙ্গ, শোভিছে চৌদিকে
নিবিড় চম্পক বন। ফুটেছে চম্পক,
নানাজাতি পুষ্প সহ, পত্রের মাঝারে।
সৌরভে মধুপ মত্ত, প্রমত্ত পবন।
ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলে পড়েছে খসিয়া
অগণ্য কুসুমরাশি, অম্লান, অবাসি,
রেখেছে খুলিয়া, অঙ্গ আভরণ যেন
কানন-বিহার হেতু প্রকৃতি সুন্দরী।
"সেই পুষ্পরাশি মাঝে ভ্রান্ত কুরঙ্গিনী
বসেছে কুরঙ্গ সহ মুখে মুখ দিয়া,
প্রেম মধুরতা মাখা, নয়ন বিলোল।"

আনন্দে শাবকগণ নাচিছে, ছুটিছে
আস্ফালিয়া ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, পত্রের মর্ম্মরে
উঠাইছে কর্ণ কভু চমকি সভয়ে ;
কোথাও শশকবৃন্দ, পাদপ ছায়ায়
বিশ্রামিছে, রাশিকৃত শ্বেত পুষ্পে যেন
বনদেবী পূজিয়াছে তরুমূল, কিম্বা
ফুটিয়াছে যেন শ্বেত স্থল-পদ্মরাশি
উজলি কানন! জ্বলে রক্ত নেত্র জ্বলে
সূর্য্যমণি শিলা যথা রবির কিরণে।
পেখম তুলিয়া শিখি শিখিনীর পাশে,
নাচিতেছে প্রেমানন্দে, বিকাশি ভানুর
করে ইন্দ্র ধনু ছটা।

কুমারীকুণ্ড—

"সুদূর দক্ষিণে, মহা অরণ্য ভিতরে
কল্লোলে কুমারীকুণ্ড চারু নির্ঝরিণী!
মধুর কুমারীকণ্ঠ তর তর তরে
লইয়া কুর্ক্করী নদী চলেছে সাগরে—
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভূধর শৃঙ্খলে,
নিরমল, সুশীতল, সলিল সঙ্গীত।
সলজ্জ কুমারীকুণ্ড আছে লুকাইয়া

নিবিড় অরণ্যময় পর্ব্বত গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে।
ক্ষুদ্র বারি বিম্বচয় ফুটিতে মিশায়,
আমরি! লজ্জায় যেন, প্রণয়-অঙ্কুর
কুমারী-হৃদয়ে যথা। নাহি হেথা সেই
অনল ঝঙ্কার, প্রেম হুতাশন শিখা
যৌবনসুলভ। কিন্তু প্রেমরূপী বহ্নি
দেখালে সলিলে, হাসি মুহূর্ত্তেক অগ্নি
কুমারী-হৃদয়ে, কুমারী লজ্জায়, মরি
যায় মিশাইয়া।

আদিনাথ—

"সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু, সুনীল সলিলরাশি, *
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাইতেছে, দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেণ-পুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত।
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত
অতীত ও অনাগত, সুখ দুঃখ বিজরিত

* কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত "ভানুমতী" হইতে উদ্ধৃত।
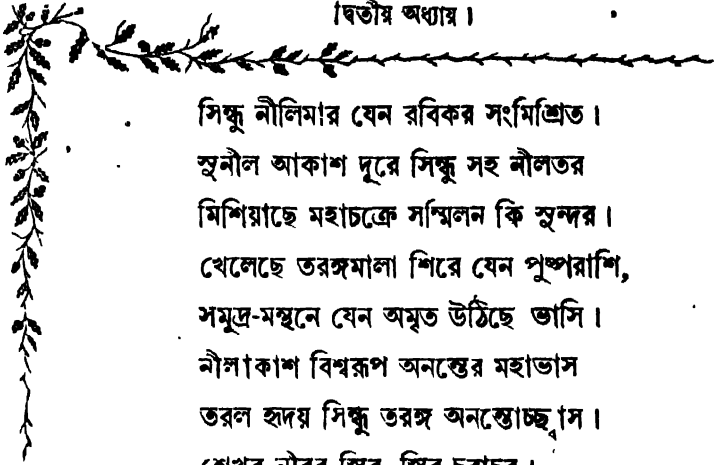
সিন্ধু নীলিমার যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে সম্মিলন কি সুন্দর।
খেলেছে তরঙ্গমালা শিরে যেন পুষ্পরাশি,
সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ অনন্তের মহাভাস
তরল হৃদয় সিন্ধু তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে।
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র * *
ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ন রবিকরে ভাসে চারিদিকে—
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু বসুধার।
চারিদিকে জলরাশি, অনন্ত অতল,
পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বুর।
উত্তরে ধবল সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমুলে, চন্দ্রশেখরের
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গিত যেন চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু শ্বেতভূজা সুবিশাল

প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গিয়া আদিনাথ পবিত্র শেখর।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্র শাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ব্বে জলধির
কি সুন্দর সিন্ধুগর্ব্বে যেন নারায়ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবমন্দিরাদি ও লোককীর্ত্তি।

৺চন্দ্রনাথদেবের শ্রীমন্দির—মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য ঃ—সমুদ্র হইতে ১১৫৫ ফুট উচ্চে দেবাদিদেব ৺চন্দ্রনাথ বাবার পবিত্র মন্দির উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত। এই মন্দির সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরাধিপতি ৺গোবিন্দ মাণিক্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। "রাজমালায়" আছে "চন্দ্রনাথের শিব-মন্দির গোবিন্দ মাণিক্যের একটি প্রধান কীর্ত্তি; তাঁহার অনুমত্যনুসারে উজির বিশ্বাস নারায়ণ ঘোষ তাহা নির্ম্মাণ করেন"। ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন, ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। এখন ১৩৩১ ত্রিপুরাব্দ, সুতরাং ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রনাথদেবের মন্দির প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন মন্দিরখানি ১৮৮৫ ইংরেজীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহার কিছু দক্ষিণাংশে চট্টগ্রাম "সারোয়াতলী" গ্রামের জমিদার ৺রামসুন্দর সেন মহাশয় দ্বিতীয় মন্দিরখানি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরখানিও দীর্ঘকালের সংস্কার অভাবে অতি জীর্ণ হইয়া পড়িলে গ্রন্থকারের বিশেষ চেষ্টায় ময়মনসিংহ জিলার "মহেড়া" গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধনী স্বর্গীয় রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ

ভ্রাতৃত্রয়ের বহু অর্থব্যয়ে মন্দিরখানি আমূল সংস্কৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে অতি সুন্দর নূতন বারেণ্ডা প্রস্তুত হইয়াছে। এই কীর্ত্তিবলে ৺রাজেন্দ্র-কুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় এই তীর্থে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

৺বিরূপাক্ষের মন্দির—শ্রীযুক্তা বৃন্দা-রাণী চৌধুরাণী ঃ—৺বিরূপাক্ষ দেবের মন্দিরখানি চট্টগ্রাম পরৈকোড়ার জমিদার ৺জয়নারায়ণ কানুনগো ওরফে জনুলালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ৺সবজজ বাবু চন্দ্রকুমার রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি এই মন্দির ও স্বয়ম্ভূ মন্দিরে জল আসিবার পয়ঃপ্রণালী রক্ষার্থ তাঁহার প্রপিতামহ জয়নারায়ণ কানুনগো (তৎকালীন জমিদারগণের উপাধি) কর্ত্তৃক ৮০০ দ্রোণ লাখেরাজ ভূমি প্রদত্ত হয়। সেই সময়ে মিঃ হার্ভি নামে জনৈক জবরদস্ত কালেক্টর চট্টগ্রামে ছিলেন। কোন ঘটনায় মিঃ হার্ভি উক্ত ভূমি খাস করিয়া লইলে উক্ত মন্দির ও পাকা পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। ইহার ফলে পাকা পয়ঃপ্রণালী লোপ পায় এবং মন্দিরখানিও অতি জীর্ণ হইয়া পড়ে তৎপর ১৩২৫ সনের ভূমিকম্পে উক্ত মন্দির ধ্বংসপ্রায় হইলে গ্রন্থকারের প্রার্থনায় রঙ্গপুর "ডিমলার" দান ধর্ম্মশীলা রাণী শ্রীযুক্তা বৃন্দারাণী চৌধুরাণী মহাশয়া বহু অর্থব্যয়ে নূতন মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর বারেণ্ডা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত রাণী মহোদয়া পুরাতন মন্দির সংস্কারেও অনেক অর্থব্যয় করিয়া চারিদিকে বারেণ্ডা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১৩২৫ সনের ভূমিকম্পে তাঁহার এই অর্থব্যয় বৃথা হইলে আবার নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই

অনুষ্ঠানে তাঁহার বহু অর্থব্যয় হইলেও এই কীর্ত্তিবলে তিনি ৺চন্দ্রনাথ-তীর্থে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাওয়ার সিড়ি ও লৌহ-সেতুঃ—স্মরণাতীত কাল হইতে ৺বিরূপাক্ষ মন্দির হইয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রিগণ ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করিতেন। এই ৺বিরূপাক্ষের পথ ৺কেদারবদরীর পথের মতই ভয়াবহ ছিল। এই দুর্গম পথে যাইতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটিত। পথের এই দুর্গমতা দূর করিতে চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট মিঃ, জে, এইচ, লী সাহেব বাহাদুর স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণকে লইয়া একটী কমিটী গঠনপূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই পথে সিড়ি নির্ম্মাণের উদ্যোগ করেন। এই জন্য ইট পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইহার অত্যল্পকাল পরে মিঃ লী চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করাতে এই অনুষ্ঠান এই পর্য্যন্তই হইয়া থাকে। ইহার কয়েক বৎসর পরে রঙ্গপুর "ডিম্লার" দান-ধর্ম্মশীলা জমিদার শ্রীযুক্তা রাণী বৃন্দারাণী চৌধুরাণী ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে আসিলে গ্রন্থকারের অনুরোধে তিনি এই দুর্গম পথটী সুগম করিতে প্রতিশ্রুতা হন। কয়েকটী হিংসাপরায়ণ পাপিষ্ঠের প্রতিকূলাচরণে কার্য্য সম্পাদনে প্রথমে একটু বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ৺চন্দ্রনাথের কৃপায় গ্রন্থকারের বিশেষ যত্নে, ৺বিরূপাক্ষের দুর্গম পথে সিড়ি নির্ম্মাণ; বিপদসঙ্কুল পথে লৌহ সেতু, প্রস্তুত হইয়া শ্রীযুক্ত বৃন্দারাণী চৌধুরাণীর নাম এই তীর্থে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যহ শত শত নর-নারী তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সিড়ির গায়ে যে প্রস্তরফলক

সংযোজিত হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল—

"রঙ্গপুর জিলার ধর্ম্মপ্রাণ ৺রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুরের স্মৃতিচিহ্নরূপে তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী বৃন্দারাণী চৌধুরাণী কর্তৃক এই সোপানাবলী ও রেলিং লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইল। ১৩১৪ সন ৩১ বৈশাখ"।

৺বিরূপাক্ষ দেবের নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেও উক্ত প্রকার প্রস্তর ফলক রহিয়াছে।

চন্দ্রনাথের পথে সিঁড়ি—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাহাঃ—৺বিরূপাক্ষ হইতে ৺চন্দ্রনাথ মন্দির প্রায় এক মাইল দূর। এই পথের কতকাংশ অতি দুর্গম ছিল। কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে গ্রন্থকারের প্রার্থনামতে, ঢাকা জিলার "ইনাম" গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাহা ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা ভ্রাতৃদ্বয় ১৩২৪ সনের ২৭ ফাল্গুন অনেকগুলি সিঁড়ি ও একস্থানে লৌহের রেলিং প্রস্তুত করাইয়া দিয়া যাত্রিগণের চিরাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। সিঁড়ির গায়ে ইংরেজী বাঙ্গালাতে যে প্রস্তরফলক সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা এই—

"In loving memory of Kartikchandra Shaha of Inam, Dacca, these stairs have been constructed by his sons Gopalchandra Shaha and Madhusudan Shaha. 11. 3. 1918."
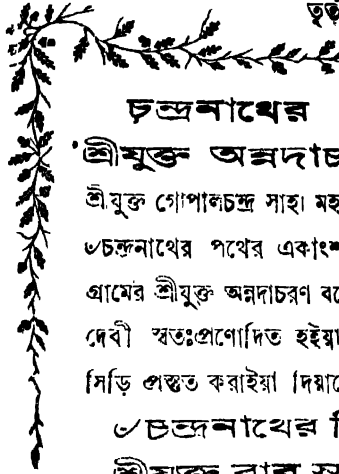
চন্দ্রনাথের পথে পাথরের ধাপ—
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাহা মহাশয়ের অর্থে নির্ম্মিত সোপানগুলির পর ৺চন্দ্রনাথের পথের একাংশ অতি বন্ধুর ছিল। পাবনাজিলার "স্থল" গ্রামের শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ১৩২৮ সনে উক্ত স্থানে ১৯টী পাথরের সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

৺চন্দ্রনাথের সিঁড়ি—৺গঙ্গারাম বিশ্বাস —শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরীঃ—

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা জিলার সুপ্রসিদ্ধ খড়দহ গ্রামের রামহরি বিশ্বাস মহাশয় যখন কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রাম বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহার মাতৃদেবী ৺চন্দ্রনাথ দর্শনে আগমন করেন। বার্দ্ধক্যনিবন্ধন তিনি এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ৺চন্দ্রনাথ দর্শনে অসমর্থা হইলে প্রাণের আবেগে তাঁহার স্বনামধন্য আত্মজ রামহরিকে ৺চন্দ্রনাথ মন্দিরে যাওয়ার সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বলেন। মাতৃদেবীর আদেশে বিশ্বাস মহাশয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ৺চন্দ্রনাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য ৭৮২টী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। রামহরি বিশ্বাস মহাশয় চট্টগ্রামে গঙ্গারাম নামে পরিচিত। সেই জন্য ১ম সংস্করণ "চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্যে" এই সোপান নির্ম্মাতার নাম গঙ্গারাম বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৩০৮ সনের পৌষ মাসে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ লী সাহেব এই সোপান নির্ম্মাতার নাম জানিতে চাহিলে গঙ্গারাম বিশ্বাসই এই অতুল কীর্ত্তির স্থাপয়িতা বলিয়া সাহেবকে

জানান হইলে ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত ৺ কিশোরী বন তাহার প্রতিবাদ করিয়া এই ভাব প্রকাশ করেন যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মোহান্তই এই সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই হইতে ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে এই দীন গ্রন্থকারের আগ্রহাতিশয় বর্দ্ধিত হয়। বহু অনুসন্ধানের ফলে ও চেষ্টায় খড়দহ বিশ্বাসবংশীয় শ্রীযুক্ত অসীমনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি তাহা অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষ দ্বারাই ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। আপনার অনুমান ও তৎপ্রদেশস্থ কিম্বদন্তী অলীক নহে। এই পত্র সংলগ্ন আমাদের বংশতালিকা দৃষ্টে আপনার অনুমান হইবে যে, কোন মহাপুরুষ এই সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় ও দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। রামহরি বিশ্বাসের রাশিরাম গঙ্গারাম। আপনি জানেন যে মাঙ্গলিক ক্রিয়ামাত্রেই রাশিনামে সমস্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্যই সোপান স্থাপন গঙ্গারাম নামে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই প্রচলিত নামেতেই সর্ব্ব পরিচিত। অতএব রামহরি বিশ্বাস সেই নিয়মাধীন। গঙ্গারাম তাঁহার রাশিনাম মাত্র। রামহরি বিশ্বাসই (রাশি নাম গঙ্গারাম) বিপুল বিশ্বাসবংশের স্থাপয়িতা, তিনি ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২১০ সালে ৺ কাশীধামে ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি জমিদারী ও নগদ টাকায় প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। প্রথমতঃ তিনি বীরভূম জিলায় নিমক মাহালের দেওয়ান হইয়া গমন করেন। ঐ কর্ম্মে তাঁহার বার্ষিক আয়

প্রায় ২ লক্ষ টাকা ছিল। পরগণা সন্দীপ, বড় আনন্দময়, বড় প্রাণকৃষ্ণ, নওয়াখালী ইত্যাদি স্থানে তাঁহার জমিদারী ছিল। রামহরি বিশ্বাসের মাতা ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে গিয়া তীর্থযাত্রিগণের পর্ব্বতারোহণের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্বীয় পুত্রকে উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন। তাহার ফলে রামহরি প্রভূত অর্থব্যয়ে উল্লিখিত সোপান প্রস্তুত করেন। সোপান ব্যতীত নওয়াখালীতে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর (এখন শুনিয়াছি সিদ্ধেশ্বরী) স্থাপন করিয়াছেন, এবং গোপাল নামেও কোন দেব স্থাপনা আছে। রামহরি বিশ্বাসের পুত্র ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পিতৃকৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক * ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক শাস্ত্র ও পুরাতন পুথির সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত "প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতি" "প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি" "প্রাণকৃষ্ণ

* বর্ত্তমানে তান্ত্রিক বলিলে সাধারণে মদ্যপায়ী লোকগুলিকেই লক্ষ্য করেন। কারণ ইদানীং তন্ত্রের কদর্থকারী কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী তাহাদের পৈশাচিক ভোগলালসা সহজে চরিতার্থ করিবার জন্য তন্ত্রের দোহাই দিয়া যে সমুদয় জঘন্য কাণ্ড করিতেছে তাহা স্মরণ করিলেই দেহ রোমাঞ্চ হয়, ৺যাত্রামোহন দাস সম্পাদিত মৎপ্রকাশিত ২য় সংস্করণ পঞ্চ "ম"কারে ইহার বিস্তৃত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আছে। চন্দ্রনাথের কীর্ত্তিমান্ ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত যতীন্দ্র বন তাহার বিবাহ পর্ব্বকে তান্ত্রিক চক্রানুষ্ঠানে পরিণত করিয়া যে জঘন্য অভিনয় করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত সংসর্গে প্রীতিলাভার্থ চন্দ্রনাথে যে একদল ভুঁইফোড় অগ্নিকদল গজাইয়াছে ইহাদের কাণ্ডে লোকে তন্ত্রের নাম শুনিয়াই ভীত হয়। হায়, দেবাদিদেব আশুতোষ! তুমি কি এই সমুদয় নরকের কীটগুলির নরকলীলার এই জঘন্য অভিনয়ের নিমিত্ত তন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছিলে?

তত্ত্ব কৌমুদী” “প্রাণকৃষ্ণ কৃপাম্বুধি” “প্রাণকৃষ্ণ বৈষ্ণবামৃত” “প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী” প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় রত্নবেদী স্থাপন মানসে তিনি ৮০,০০০ শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের গৃহদেবতা ৺দামোদর এবং ঐ সকল শালগ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছেন। ১২৪২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পঞ্চম পুত্র মৎপিতামহ ৺ কাশীনাথ বিশ্বাস জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৎপিতা ৺কেদারনাথ বিশ্বাস মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৫ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিয়া তিন বৎসর হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পত্র লিখিত তথ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী; কেহ যদি আপনার নিকট সংবাদদাতার নাম জানিতে চাহেন, আপনি বিনা আপত্তিতে জানাইতে পারেন।

খড়দহ, বিশ্বাসবাটী
১৬ই আশ্বিন
সন ১৩০৯ সন

শ্রীঅসীমনাথ বিশ্বাস।”

সুদীর্ঘকালের সংস্কারের অভাবে এই অতুলনীয় প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছিল। আর কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিলে ৺চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে যাত্রিগণের অবতরণ করিবার কিংবা এই পথে ৺চন্দ্রনাথ যাতায়াত সম্পূর্ণ অসাধ্য হইত। সুখের বিষয় গ্রন্থকারের প্রার্থনায় ২৪ পরগণা টাকির সুযোগ্য ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত রায়-চৌধুরী মহোদয় তাঁহার স্বর্গীয় প্রিয়পুত্র

৺শ্যামাকান্ত রায়-চৌধুরী স্মৃতিরূপে এই লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া তিনি ৺চন্দ্রনাথ তীর্থে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সিঁড়ির গায়ে যে প্রস্তরফলক দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই—

"তাঁহার প্রিয় পুত্র ৺শ্যামাকান্ত রায়-চৌধুরীর স্নেহের স্মৃতি-রক্ষার্থে এই পুণ্যতীর্থের সোপানাবলী টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হইল। সন ১৩২৯ সাল।"

চন্দ্রনাথের দুর্গম পথ—মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান:—৺চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে নামিয়া আসিতে খড়দহ বিশ্বাস বংশের অতুলনীয় কীর্ত্তি (যাহা অল্পদিন হইল টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত রায়-চৌধুরীর অর্থ-সাহায্যে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হইয়াছে) চন্দ্রনাথের সিড়ির উপরিভাগে বটবৃক্ষ তলের একটী স্থানে যাতায়াত অতি কষ্টসাধ্য ছিল। গ্রন্থকারের প্রার্থনায় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সেই স্থানে কয়েকটী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রীগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। সিড়িতে যে টেবলেট দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই—

"বর্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চন্দ্র মহতাব, কে, সি, এস্, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এম; ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ রবিবার ৺চন্দ্রনাথ দর্শনান্তে যাত্রীগণের কথঞ্চিৎ ক্লেশনিবারণকল্পে শ্রীশঙ্করের প্রীত্যর্থে এই কয়েকটী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন"।
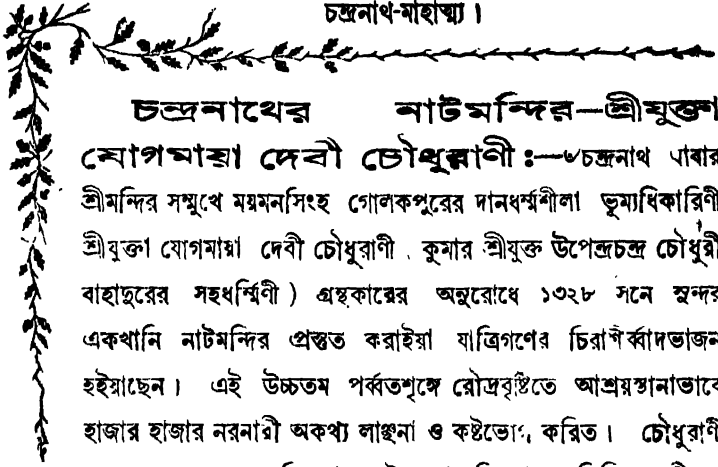
চন্দ্রনাথের নাটমন্দির—শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী চৌধুরাণী:—৺চন্দ্রনাথ বাবার শ্রীমন্দির সম্মুখে ময়মনসিংহ গোলকপুরের দানধর্ম্মশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী চৌধুরাণী (কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী) গ্রন্থকারের অনুরোধে ১৩২৮ সনে সুন্দর একখানি নাটমন্দির প্রস্তুত করাইয়া যাত্রিগণের চিরাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এই উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গে রৌদ্রবৃষ্টিতে আশ্রয়স্থানাভাবে হাজার হাজার নরনারী অকথ্য লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ করিত। চৌধুরাণী মহোদয়ার অনুগ্রহে যাত্রিগণের এই অভাব চিরকালের নিমিত্ত দূরীভূত হইয়া তাঁহার দানশীল নাম তীর্থের সঙ্গে জড়িত হইয়া স্মরণীয় হইয়াছে। প্রত্যহ শত শত যাত্রী তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

মন্দাকিনী স্রোতে সেতু—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেবশর্ম্মা:—৺চন্দ্রনাথ, ৺বিরূপাক্ষ মন্দিরে যাওয়ার সিড়ির মিলনস্থলে মন্দাকিনীর স্রোতের উপর দিয়া যাত্রিগণ যাতায়াত করিত। গ্রন্থকারের অনুরোধে এই পিচ্ছিল কষ্ট-সঙ্কুল স্থলে আগড়তলা ষ্টেটের স্বর্গীয় জজ রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিরূপে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেবশর্ম্মা বি, এস্‌, সি, মহাশয় একটী পাকা সেতু ও বিশ্রামস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রিগণের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এই স্থানে একটী জলের টেঙ্ক বসাইবার ইচ্ছাও তাঁহার আছে। শীঘ্রই এই স্থলে একটী জলাধার স্থাপিত হইয়া যাত্রীগণের বিশেষ কষ্ট মোচন হইবে এবং এইখান হইতে যাত্রিগণ ৺চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে জল নিয়া বাবার অর্চ্চনাদি

করিতে পারিবে। উক্ত পাকা সেতুতে নিম্নলিখিত লিখানুযায়ী একখানি প্রস্তরফলক দেওয়া আছে—

"ত্রিপুরারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺রাধামোহন দেববর্ম্মার প্রীত্যর্থে তদীয় পুত্র শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মার অর্থে "মন্দাকিনী" স্রোতের উপর বিশ্রামস্থান নির্ম্মিত হইল। ১৩২৮ সন ৩০ আশ্বিন"।

ব্যাসকুণ্ডে বিরাম ছত্র—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ত্রিপুরা—"তুলসীবতী বিরাম ছত্র":—৺ব্যাসকুণ্ডে এক এক সময় যোগ উপলক্ষে ৫০।৬০ হাজার যাত্রী সমবেত হয়, সেই স্থানে যাত্রী গণের একটু আশ্রয় নেওয়ার, মহিলাগণের স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের, একটু বিশ্রাম করিবার স্থান ছিল না। গ্রন্থকারের বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল, মহাশয়ের অনুগ্রহে ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতিরূপে ৺ব্যাসকুণ্ডের পূর্ব্বপাড়ে সুবৃহৎ ঘাট সহিত একখানি সুন্দর দালান প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এই "তুলসীবতী বিরাম ছত্রে" যাত্রিগণ আশ্রয় পাইয়া শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরকে প্রত্যহ দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। উক্ত দালানের গায়ে ও ঘাটে যে প্রস্তরফলক দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

"স্বর্গীয়া মাতৃদেবী মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবীর পবিত্র স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাঁহার পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল। ১৩২২ বঃ ১৩২৫ ত্রিঃ"।

সীতাকুণ্ড "ওয়াটার ওয়ার্কস" অর্থাৎ জলের কল—শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ঃ—৺চন্দ্রনাথতীর্থে এক এক সময় যোগাদি উপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রী পর্য্যন্ত সমবেত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যাত্রীপ্রধান প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে পানীয় জলের বড়ই অভাব ছিল। চট্টগ্রামের সুযোগ্য ৺কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এইচ, লী সাহেবের অনুগ্রহে, চট্টগ্রামের সুযোগ্য ব্যবসায়ী ও ধনী ৺রায় বাহাদুর নিত্যানন্দ বাবু. এবং ডিঃ বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ ক্লার্ক (যিনি এখন ৺কাশীধামে আছেন) বাবু প্রসন্ন কুমার চৌধুরীর চেষ্টায় ঢাকা ভাগ্যকুলের ধনকুবের শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয়ের অর্থে ১৯০১ ইংরেজীতে এই স্থানে জলের কল স্থাপিত হইয়া পানীয় জলাভাব চিরকালের নিমিত্ত মোচন হইয়াছে। পাহাড়ের ঝরণার বিশুদ্ধ স্বাভাবিক জল লৌহ পাইপে করিয়া লোকালয়ে আনা হইয়াছে। ইহাতে রাত্রিদিন সকল সময়ে জল পাওয়া যায়। সহরের মত কর্ত্তাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয় না। এই জলের বন্দোবস্তের পর হইতে স্থানীয় স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সংক্রামক রোগাদি সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। তীর্থ ক্ষেত্রে জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দাতা এই স্থানে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন—প্রত্যহ হাজার হাজার নর-নারী দুই হাত তুলিয়া দাতা ও উদ্যোক্তাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। গ্রন্থকারের চেষ্টায় বর্ত্তমানে এই জলের কার্য্য পরিচালনভার চট্টগ্রাম ডিঃ বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। সীতাকুণ্ড "ট্রাঙ্ক রোড" ও "টেম্পল রোডের" মিলনস্থলে একটী

বৃহৎ স্তম্ভে ইংরেজী ভাষায় যে প্রস্তরফলক দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

"Sitakunda water works constructed in 1901 in pious memory of their father Premchand Roy, for supplying pure water to Pilgrims.

Raja Sreenath Roy
Janakinath Roy
Sitanath Roy
of Bhagyakul, Dacca."

৺স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীমন্দির—মহারাজা ধন্যমাণিক্য বাহাদুর:—৺স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীমন্দির তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ যাহাতে স্বয়ম্ভুনাথ দেব আছেন তাহা ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরাধিপতি ৺ধন্যমাণিক্য বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অংশ চট্টগ্রাম-পরৈকোড়ার জমিদার ৺প্রভাবতী চৌধুরাণীর অর্থে। তৃতীয় অংশ পরৈকোড়ার জমিদার ৺বৃন্দাবন দেওয়ানের মাতা দুর্গারাণীর অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৺স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের ভিত্তি—৺রাণী বিদ্যাময়ী দেব্যা চৌধুরাণী:—৺মোহান্ত কিশোরীবনের অনুরোধে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার দানধর্ম্মশীলা জমিদার ৺বিদ্যাময়ী দেব্যা চৌধুরাণী মহাশয়া স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের ভিত্তি শ্বেত-প্রস্তরে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরখানিও তখন সংস্কার করা সঙ্গত ছিল। ইদানীং মন্দিরখানির সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

স্বয়ম্ভূনাথের ভোগ-ঘর—জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন:—রঙ্গপুরের "রাধাবল্লভের" জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয়ে বাবার ভোগঘরখানি নির্ম্মাণ করিয়া ভোগের অসুবিধা দূর করিয়াছেন।

গয়াক্ষেত্রের মন্দির—৺রাণী দিনমণি চৌধুরাণী:—"মন্মথ" নদের তীরে গয়াপদে যাত্রীগণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই স্থান আবরণশূন্য ছিল। শ্রাদ্ধাদি করিতে ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রে যাত্রীগণের বর্ণনাতীত কষ্ট হইত। অনেক সময় বৃষ্টিতে যাত্রীগণের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিত। সেই দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। হিন্দুযাত্রীগণের এই অসুবিধা,—কষ্টমোচন জন্য দরিদ্র গ্রন্থকারের বহুকালের চেষ্টায়, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুরোধে ময়মনসিংহ সন্তোষের দানধর্ম্মশীলা পুণ্যবতী ৺রাণী দিনমণি চৌধুরাণী প্রায় ১০,০০০ দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তথায় সুবৃহৎ অতি সুন্দর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। সুখের বিষয় রাণী মহোদয়ার একমাত্র সুযোগ্য বংশধর কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুরও মন্দিরের সাময়িক মেরামতাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহার ষ্টেট হইতে দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। কুমার এখনও নাবালক; কিন্তু শিক্ষায়, চরিত্রে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং পরদুঃখ মোচনে ইতিমধ্যেই আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। ৺চন্দ্রনাথ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু ও সুখী করুন। মন্দিরগায়ে যে টেবলেট আছে তাহার প্রতিলিপি এই—

"যাত্রীগণের সুবিধার জন্য জেলা ময়মনসিংহ পরগণা কাগমারীর অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মরণার্থে তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা দিনমণি চৌধুরাণী কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রস্তুত হইল। সন ১৩১২ সাল, ৪ঠা বৈশাখ"।

স্বয়ম্ভূনাথের সিঁড়ি—রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর:—৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ৺মোগন্ত কিশোরীবন স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য সুবিস্তৃত ৬৮টি সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের সংস্কারাভাবে তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের চেষ্টায় বর্দ্ধমান জেলার "শিয়ারশোলের" রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর উক্ত সোপানগুলি ১৩২৯ সনে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

লুপ্ত "সীতাকুণ্ডের" পুনরুদ্ধার—শ্রীশ্রীমতি মহারাণী রত্নমঞ্জরী দেবী:—লোকপ্রসিদ্ধ "সীতাকুণ্ড" তীর্থ লোপ পাইয়াছিল। দরিদ্র গ্রন্থকারের বিশেষ চেষ্টায়, স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় রাধাকিশোর দেবশর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুরের প্রধানা মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রত্নমঞ্জরী মহাদেবী বহু অর্থব্যয়ে লুপ্ত সীতাকুণ্ডের পুনরুদ্ধারে তথায় মন্দির নির্ম্মাণ ও সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া এই তীর্থে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

মন্মথ নদের উপরে পোল—শ্রীযুক্তা মুক্তালতা দেবী:—রাজসাহী "খাজুরার", নাটোর রাজ-

কুমারী শ্রীযুক্তা মুক্তালতা দেবীর অর্থ-সাহায্যে মন্মথ নদের উপর একটি পাকা সেতু সহিত ৬টি সিড়ি ১৩২৫ সনে প্রস্তুত হইয়া যাত্রীগণের অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে দূর হইয়াছে।

৺ভবানীর মন্দির:—অতি পূর্ব্বকালে দেবী ভবানীর মন্দিরখানি ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইলে মায়ের মূর্ত্তি জীর্ণ-গৃহে রক্ষিত ছিল। ময়মনসিংহ সন্তোষের পাঁচআনীর জমিদার ৺বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী মহাশয়া জীর্ণ গৃহখানির স্থলে একখানি টিনের চৌচালা ১৩১১ সনে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চৌধুরাণী মহাশয়া প্রেমের আবেগে স্বয়ম্ভুনাথের প্রস্তরবেদী রৌপ্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় হয়। বলিতে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়—সেই রৌপ্য-বেদীর এখন চিহ্ন মাত্রও নাই!!

৺ব্যাসকুণ্ডের ঘাট:—৺ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিমপাড়স্থ ৺ভৈরব ও ব্যাসদেবের মন্দির চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার এলেকাস্থ মির্জ্জাপুর গ্রামের রামচন্দ্র মোহরি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঘাটের তাম্রফলকে লিখা আছে "১২৫৩ বঙ্গাব্দে বা ১৮৪৭ ইংরেজীতে কার্ত্তিক মাসে ভবানীপ্রসাদের পুত্র শম্ভুরামের কনিষ্ঠ ও ঘনশ্যামের অগ্রজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক স্নানের সুবিধার জন্য এই ঘাট দেওয়া হইল।" কিছুকাল পরে এই ঘাটের সংস্কারের প্রয়োজন হওয়ায় চট্টগ্রামের ৺রামকমল রামবল্লভ চৌধুরী মহাশয়গণ জীর্ণ সংস্কার করাইয়া দেন। আবার তাহা সংস্কারের প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ ইহাতে উদাসীন থাকায় ময়মনসিংহ জেলার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অর্থসাহায্যে ঘাটের কতক সংস্কার হইয়াছে এবং

নদীয়ার সোণাডাঙ্গার শ্রোত্রীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল সিংহ রায় মহাশয় ব্যাসদেবের মন্দিরখানি ১৩২৭ সনে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

মহাশ্মশান—শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রঃ—বহু পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত মহাশ্মশান বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া লোপ পাইয়াছিল। পাবনা 'শিতলির' স্বধর্ম্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় মহাশ্মশানটি নূতনরূপে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া হিন্দুসাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ইহার নিকটে ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের দানশীল রাজা শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর একটি অন্তিম আশ্রয় নিকেতন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

উনকোটির পথ—মোহান্ত শ্রীভগবান দাস আচারীঃ—৺বিরূপাক্ষের মন্দিরের অর্দ্ধেক নীচে গিরি গুহায় উনকোটি শিবতীর্থ অবস্থিত। এই পথ অতি দুর্গম ছিল। মুর্শিদাবাদ বড় আখেরার দানধর্ম্মশীল মোহান্ত শ্রীযুক্ত ভগবানদাস আচারী মহাশয় উনকোটিতে যাওয়ার নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া, দুর্গম অংশে রেলিং প্রস্তুত করিয়া যাত্রীগণের চিরাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। পথের প্রথমাংশে একটী স্তম্ভে যে প্রস্তরফলক আছে তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল—

"উনকোটি শিবের রাস্তা।

মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত জাফরাগঞ্জ বড় আখরার ৺মোহন্ত গোপালদাস আচারীর স্মৃতি-চিহ্নরূপে তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত মোহন্ত ভগববানদাস

আচারীর অর্থসাহায্যে এই নূতন পথ আবিষ্কৃত ও নির্ম্মিত হইল। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ৩০ বৈশাখ।"

উনকোটিতে লৌহের সিড়ি এবং প্রস্তরের সিড়ি—শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অখিলচন্দ্র বিদ্যারত্ন :—উনকোটি শিব সমতল স্থান হইতে প্রায় ১৫ হাত উচ্চ স্থানে অবস্থিত। পূর্ব্বে যাত্রীগণ নীচ হইতে অতি কষ্টে উনকোটি শিব মাত্র দর্শন করিতে পারিত। পূজা ও স্পর্শ অসম্ভব ছিল। গ্রন্থকারের অনুরোধে ময়মনসিংহ হেমনগরের ধর্ম্ম-প্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরীর সহোদরা শ্রীযুক্তা বরদা-সুন্দরী দেবী তথায় ৮টী লৌহের সিড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত সিড়িতে যাত্রীগণের সম্পূর্ণ অসুবিধা দূর না হওয়াতে চট্টগ্রাম জিলার কোয়েপাড়া গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তথায় ১২টী পাথরের সিড়ি প্রস্তুত করাইয়া যাত্রীগণের চিরাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

চন্দ্রনাথের ভগ্নমন্দির পার্শ্বে লৌহ রেলিং—শ্রীযুক্তা হরদুর্গা দেবী চৌধুরাণী :—চন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির যেস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার পশ্চিমাংশে সুগভীর গহ্বরসংলগ্ন আশঙ্কাপূর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাত্রীগণকে অতি সন্তর্পণে নূতন মন্দিরে যাইতে হইত। একটু পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ। গ্রন্থকারের প্রার্থনায় ময়মনসিংহ হেমনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধরী মহাশয়ের বিমাতা

শ্রীযুক্তা হরদুর্গা দেবী চৌধুরাণী এই আশঙ্কাপূর্ণ কষ্টসঙ্কুল স্থানে ১৩১৭ সনের ১৬ই মাঘ সুদীর্ঘ এক লৌহ রেলিং নির্ম্মাণ করাইয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। তাহার অল্প উত্তরে আরও একটি বিশেষ আশঙ্কাপূর্ণ পথ আছে। গ্রন্থকারের অনুরোধে ঢাকা ভাওয়ালের বৃদ্ধা রাণী শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবী চৌধুরাণী সেই পথে রেলিং দেওয়ার জন্য অর্থ দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন।

৺চন্দ্রনাথ শৃঙ্গে জলের বন্দোবস্ত— রাণী জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী:—৺চন্দ্রনাথ দেবের শ্রীমন্দির প্রায় এক মাইল ঊর্দ্ধে পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত। তথায় জল পাওয়ার কোন উপায় নাই। জলাভাবে এই স্থানে নানা দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে। আর কষ্ট যন্ত্রণার কথা বলাই বাহুল্য। তত্তোধিক— জলাভাবে ৺চন্দ্রনাথ দেবের অর্চ্চনা করিতেও বিঘ্ন হয়। দরিদ্র গ্রন্থকারের বহু চেষ্টায় ময়মনসিংহ আঠারবাড়ীর দানশীলা ভূম্যধিকারিণী ৺জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া এই স্থানে জলের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি স্বর্গে গমন করাতে তাঁহার শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর অবিলম্বে ৺ চন্দ্রনাথ পর্ব্বতশৃঙ্গে জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া ইহকালে অক্ষয় যশ, পরকালের নিমিত্ত অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

নহবতখানা ও নবরত্ন মন্দির— ৺স্বয়ম্ভুনাথ বাড়ীতে ৺বাবার পূজার সময় পূর্ব্বকালে নহবত বাজিত।

চট্টগ্রাম পরৈকোড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার রায় মহাশয়ের প্রপিতামহী ৺প্রভাবতী চৌধুরাণীর অর্থে এই নহবত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইদানীং তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্রায় !! ৺স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের পশ্চিমাংশে কারুকার্য্যময় অতি প্রাচীন "নবরত্ন" মন্দিরখানি চট্টগ্রাম পরৈকোড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীর অর্থে নির্ম্মিত। এই সুন্দর মন্দিরটি এখন বন্য জীব ও সর্পাদির চিরবাসস্থান হইয়াছে !!! দেবালয়ের পুরোভাগে এই দুই মন্দির এইভাবে থাকিতে দেখিয়া চট্টগ্রামের প্রাচীন সম্মানিত জমিদার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে লোকে কি বলিতেছে একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। প্রসন্ন বাবু ও যোগেশ বাবু শিক্ষিত হিন্দু জমিদার—উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ আবদ্ধ। প্রসন্ন বাবুর পুত্রগণও শিক্ষিত—জনসমাজে সুপরিচিত; যোগেশ বাবু একজন সুযোগ্য সুচতুর জমিদার বলিয়া লোকে বলে—এই অবস্থায় তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কীর্ত্তিগুলি রক্ষায় উদাসীন হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা জানি না !

জগন্নাথ মন্দির—৺যাত্রামোহন দাস :— ৺স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের অল্প পূর্ব্বে সুন্দর বাগান সহিত "জগন্নাথ" দেবালয় ছিল। সংস্কার অভাবে সেই দেবালয় ধ্বংস হইলে চট্টগ্রাম পটীয়া থানার ভাটীখাইল গ্রামের গবর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার, আদর্শ চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণ ৺যাত্রামোহন দাস মহাশয় তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺জগন্নাথ দেবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় দেবতা প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই দাস মহাশয় স্বর্গে গমন করাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত

দেবালয়ের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ এই বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।

দরিদ্রাশ্রম—মিঃ এফ. পি. ডিক্সন:— ৺চন্দ্রনাথতীর্থে পুরীর বাসাবাটী আইন প্রচলিত। তজ্জন্য যাত্রীগণকে টেক্স দিতে হয়। পূর্ব্বে এই টেক্স জন-প্রতি চারি আনা ছিল। ১৯২১ ইংরেজী হইতে তাহা এক টাকায় পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়। উপায়হীন দরিদ্র যাত্রীগণের থাকিবার নিমিত্ত চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মিঃ এফ, পি, ডিক্সন সাহেব বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের অর্থে ১৩১১ বঙ্গাব্দে ৪ খানি টিনের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে দরিদ্র যাত্রীগণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিনা ভাড়ায় যতকাল ইচ্ছা বাস করিতে পারে। এইখানে থাকিলে কাহাকেও কোন টেক্সও দিতে হয় না। এই জন্য মিঃ ডিক্সন সাহেব বাহাদুর দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। গৃহগুলির জীর্ণ সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

বাড়বানল তীর্থ—শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর—লৌহ প্লেইট:— ৺বাড়বানলের শ্রীমন্দির ত্রিপুরেশ্বরগণের অতুল কীর্ত্তি দীর্ঘকালের সংস্কার অভাবে মন্দিরটীর অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। ১৩১৩ সনে ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের দানধর্ম্মশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী স্বস্ত্রীক ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে আসিলে গ্রন্থকার তাঁহাকে এই মন্দিরটীর

সংস্কার জন্য অনুরোধ করেন। রাজা বাহাদুরের গুরুদেব শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের সুপরামর্শে তিনি মন্দিরটীর আমূল সংস্কার করাইয়া ভিত্তিটী শ্বেত-কৃষ্ণ মার্ব্বেল পাথরে মণ্ডিত করাইয়া দিয়াছেন। এবং কুণ্ডমধ্যে নামিয়া স্নান করিবার সুবিধার নিমিত্ত স্বর্গীয় মুন্‌সেফ্ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত লৌহের আচ্ছাদনখানি নষ্ট হইয়াছে জানিয়া তাহা আবার রাজা বাহাদুর অল্পদিন হইল সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এখন আর অত্যুষ্ণ জলাগ্নি মিশ্রিত কুণ্ডের ভিতর নামিয়া স্নানাদি করিতে যাত্রীগণকে কোন কষ্ট কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই জন্য রাজা বাহাদুর এই তীর্থে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। মন্দির গাত্রে যে প্রস্তরফলক সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীরামগোপাল পুরাধিবাসিনো বিখ্যাত কীর্ত্তি স্ত্রিদিবং গতস্য কাশীকিশোর দ্বিজবর্য্য ভূপতেঃ সুতেন যোগেন্দ্রকিশোর নাম্না, ক্রিয়া শকেঽহ্নিদ্বয় শক্রমানকে—মূলান্তরে নাসিত মন্দির তকে। শ্রীচন্দ্রনাথ ত্রিদিবেশ তুষ্টয়ে সুসংস্কৃতং বাড়ববহ্নি মন্দিরং।

দীনাতিদীন

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর শর্ম্মা রায় চৌধুরী

রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ, ১৩১৪ সাল ১০ই চৈত্র।"

উক্ত প্রাচীন মন্দিরটী ও তৎনিকটবর্ত্তী দ্বিতীয় মন্দির একই সময়ে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য নির্ম্মাণ করাইয়া সংলগ্ন অপর মন্দিরে "অন্নপূর্ণা" দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা-পূজার ব্যয়

নির্ব্বাহ জন্য বহু টাকা আয়ের ভূমিসম্পত্তি দান করেন। ত্রিপুরা রাজদরবারে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও রহিয়াছে। অল্পদিন হইল গ্রন্থকারের চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজদরবার হইতে ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ত্তমান মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করা হইলে মহারাজা বাহাদুর ৺বাড়বকুণ্ড তীর্থ সংস্কারের জন্য ষ্টেট হইতে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা মন্দির—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর :—সুদীর্ঘ-কালের সংস্কার অভাবে ৺বাড়বানলের কারুকার্য্যময় ৺অন্নপূর্ণা দেবীর সুন্দর প্রাচীন মন্দিরটী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া বন্য জীব ও সর্পাদির চির-আবাসস্থল হইয়াছিল। দিবাভাগেও তথায় কোন লোক যাইতে সাহস করিত না। গ্রন্থকারের বহুকালের প্রার্থনা ও চেষ্টার ফলে চিফ্ সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কুমার সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই দেবালয়টী ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া ১৩২৮ সনের ৩০শে চৈত্র সংস্কৃত মন্দির মধ্যে ৺অন্নপূর্ণা দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং যাত্রিগণের বিশ্রামাদির জন্য মন্দিরের দুইদিকে বারেণ্ডা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ভোগঘরখানিও মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর সুন্দর মতে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

বিশ্রাম গৃহ—শ্রীযুক্ত বাবু কুমারকৃষ্ণ নন্দী—৺বাড়বানল তীর্থে যোগাদি উপলক্ষে সময় সময় ৩০।৪০

হাজার যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে। রৌদ্র-বৃষ্টিতে যাত্রীগণ উন্মুক্ত আকাশতলে, আশ্রয় ও স্থানাভাবে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিত। গ্রন্থকারের অনুরোধে বৰ্দ্ধমান জিলার বৈদ্যপুর গ্রামের দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কুমারকৃষ্ণ নন্দী মহাশয় ৺বাড়বানল মন্দির সম্মুখে ১৩২৯ সনে একখানি বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রীগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

৺বাড়বানলে যাওয়ার সোপান—শ্রীশ্রীমতি মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবী:— ৺বাড়বানল তীর্থ ছোট একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তথায় যাইতে অতি প্রাচীন কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সিড়িগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গ্রন্থকারের অনুরোধে এই সোপানগুলির সংস্কার-ভার রাজসাহী পুটীয়ার দানশীলা রাণী শ্রীশ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী মহোদয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৺কাল-ভৈরবের মন্দির—৺মহারাজ কুমার নবীনকিশোর দেব বর্ম্মা বাহাদুর:— ৺বাড়বানলের ৺কালভৈরব অতি প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেবতা। গ্রন্থকারের প্রার্থনা ও প্রস্তাবমতে ত্রিপুরার ৺মহারাজ কুমার নবীনকিশোর দেব বর্ম্মার পবিত্র স্মৃতিরূপে তাঁহার মাতৃদেবী ও সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায়মত ৺কালভৈরবের স্থানে সুন্দর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ৺মহারাজ কুমার নবীনকিশোর ত্রিপুর রাজবংশের উজ্জ্বলরত্ন, নিষ্ঠুর কাল ১৩২৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহাকে হরণ করিয়াছেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ত্রিপুর রাজবংশের একটী পবিত্র কুসুম অকালে

বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। নবীনকিশোর চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার স্মৃতি কেহ ভুলিতে পারিবে না।

লবণাক্ষের মন্দির—শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর :—অনেক চেষ্টা করিয়াও ৺লবণাক্ষের মন্দিরটী কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। মন্দিরখানি অতি প্রাচীন; বহুকাল হইতে সংস্কারহীন অবস্থায় আছে। গ্রন্থকারের প্রার্থনায় কাশিমবাজারের দানশীল মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৺লবণাক্ষ কুণ্ডের জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরটী সংস্কার করাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সেইমতে কাজও আরম্ভ হইয়াছে।

লবণাক্ষের পুষ্করিণী—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী :—৺লবণাক্ষ তীর্থের অর্থাৎ কুণ্ডের জল ঘোর লবণাক্ত। তথায় স্নান করিলে আবার ভাল জলের দ্বারা কাপড়াদি কাচিয়া নিতে হয়। পাহাড় মধ্যে পান করিবার উপযোগী জলও ছিল না। কুণ্ডের নিকটে বহুকালের জঙ্গলাদিপূর্ণ সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য একটী ছোট পুষ্করিণী ছিল। গ্রন্থকারের প্রার্থনায় ময়মনসিংহ গৌরীপুরের দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্তবাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩১৭ সনের ৩০ চৈত্র উক্ত পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার সাধন করাইয়া যাত্রীগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

৺ব্রহ্মকুণ্ডের মন্দির—৺বামাসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী :—পর্ব্বতশৃঙ্গে ৺ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ। ভূমিকম্পে তীর্থ লোপ পাইয়াছিল। গ্রন্থকারের প্রার্থনায় ময়মনসিংহ

ভবানীপুরের দানশীলা জমিদার ৺বামাসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী মহাশয়া লুপ্ত ৺ব্রহ্মকুণ্ডের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া তথায় একটী ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। ভূমিকম্পে আবার মন্দিরটীর বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন।

লবণাক্ষ কুণ্ডের লৌহ-ধাপ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল দাস:—লবণাক্ষকুণ্ড অতলস্পর্শ, তথায় নামিয়া পূর্ব্বে স্নানাদি করা যাত্রীগণের বহু কষ্টসাধ্য ছিল। অনেক সময় নানাপ্রকার দুর্ঘটনাও ঘটিত। গ্রন্থকারের অনুরোধে ঢাকা রূপচাঁদ লেইননিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল দাস মহাশয় ৺বাড়বানলের মত কুণ্ড ভিতরে নামিয়া দাঁড়াইয়া যাত্রীগণ যাহাতে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে স্নানাদি করিতে পারেন ১৩২৭ সনে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

সহস্রধারার বিশ্রাম গৃহ—শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী:—৺লবণাক্ষ তীর্থের "সহস্রধারা" তীর্থ ভারতবিখ্যাত। তথাকার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। এমন সুন্দর পবিত্র স্থানে যাত্রিগণের একটু মাথা রাখিবার স্থান ছিল না। গ্রন্থকারের প্রার্থনাতে ময়মনসিংহ "হেমনগরের" নৈষ্ঠিক দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে তথায় একটী সুদৃঢ় বিশ্রাম গৃহ ১৩১৬ সনের ৩০শে চৈত্র প্রস্তুত করাইয়া যাত্রীগণের চিরাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।
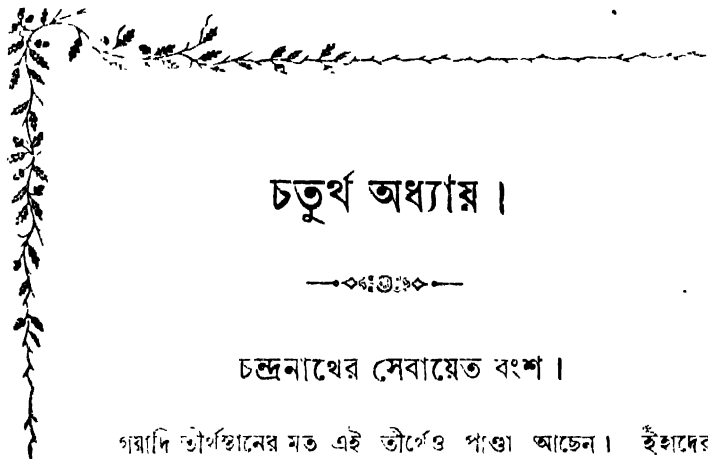
চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রনাথের সেবায়েত বংশ।

গয়াদি তীর্থস্থানের মত এই তীর্থেও পাণ্ডা আছেন। ইঁহাদের আদিপুরুষই এই তীর্থের আবিষ্কারকারী। এই জন্য ইঁহারা চট্টগ্রামে "অধিকারী" উপাধিতে এবং ভিন্ন দেশে "পাণ্ডা" নামে সু-পরিচিত। গয়া ও কাশী এই দুই তীর্থের একত্র সম্মিলনেই বোধ হয় ইঁহারা দুই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, * আদালতের অতি প্রাচীন একখানি দলিল হইতে পর পৃষ্ঠায় সেবায়েতগণের বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। তালিকায় উক্ত রাধাবল্লভের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নাম অনেক চেষ্টা করিয়াও জানা যায় নাই।

* এই সেবায়েত পাণ্ডাগণের স্বত্বাপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত কিশোরীবন ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত, প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করিয়া দেবালয়ের লক্ষাধিক টাকা অপব্যয়ে নিষ্ফলকাম হইয়াছেন—৺কিশোরীবন প্রার্থীক—আপীলান্ট, ৺গোপীনাথ অধিকারী প্রতিপক্ষ, রেস্পণ্ডেন্ট; ১৮৯১ সাল ১নং বিলাত আপীল। নিষ্পত্তি ৩রা মার্চ্চ ১৮৯৪ ই.।

সেবায়েত পাণ্ডাগণের বংশ-তালিকা।

চন্দননগরের সেবাব্রত— শ্রীহরকিশোর অধিকারী।

৺শরচ্চন্দ্র অধিকারী

চন্দ্রনাথ তীর্থের কলঙ্কমোচন ও তীর্থযাত্রিগণের অভাব অসুবিধা মোচন সেবায়েত বংশধর ৺শরচ্চন্দ্রের আজীবনব্যাপী ব্রত ছিল। নিষ্ঠুর কাল তাহাকে অকালে হরণ করিয়া তীর্থের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূর্ণ হইবার নহে। এই স্থলে শরচ্চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। ১৩০৮ সনের ৮ই মাঘ পৌষের শুক্লাদ্বাদশী তিথি মঙ্গলবার প্রাতে বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শিশু পুত্রদ্বয় ও বালিকা কন্যাকে অনাথ করিয়া ব্যাসকুণ্ডের পাড়ে চন্দ্রনাথ মহাতীর্থে শরচ্চন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করেন। বহু চেষ্টাতেও শরচ্চন্দ্র আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই।

সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পরলোক প্রাপ্তিতেই শরচ্চন্দ্রের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাই বুঝি অকালে পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইলেন। শরচ্চন্দ্র কৈশোরে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরিব্রাজকের বেশে ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। তৎপর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সসম্মানে তাহাতে উত্তীর্ণ হন। তৎপর ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভায় প্রায় ৬ বৎসরকাল সহকারীর কাজ করেন। স্বাধীন চেতা শরচ্চন্দ্রের চাকরী ভাল লাগিল না, তাই সেই কাজ ছাড়িয়া

দিয়া দেশে আসিয়া তীর্থের উন্নতি ও কলঙ্কমোচন এবং দেশহিতে জীবন উৎসর্গ করিলেন।* শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই তিন গুণে শরচ্চন্দ্র ধনী ছিলেন। শাস্ত্রকারেরা যে সমুদায় গুণকে মনুষ্যত্ব বলেন, শরচ্চন্দ্রে তাহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইত। পরের দুঃখে তিনি সহজে অস্থির হইতেন, দীন-দরিদ্রকে তিনি আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কিঞ্চিদধিক ৪১ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি মাত্র ১৬ বৎসর সময় পাইয়াছিলেন। এত স্বল্প সময় মধ্যে তিনি সীতাকুণ্ড তীর্থের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যতকাল চন্দ্রনাথ তীর্থ থাকিবে, ততকাল শরচ্চন্দ্রের নাম দেদীপ্যমান হইয়া রহিবে। আশৈশব তিনি তীর্থের কথা ভাবিয়াছেন, তীর্থের জন্য খাটিতে খাটিতে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। সীতাকুণ্ড তীর্থের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লীঃ সাহেব চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আহ্বানে শরচ্চন্দ্র চট্টগ্রামে গমন করেন; অপরিমিত পরিশ্রমে চট্টগ্রামেই জ্বর হয়, সেই জ্বর লইয়া বাড়ী আসিয়া শয্যা গ্রহণ করেন। বিধাতার ইচ্ছায় শরচ্চন্দ্র সেই জ্বরে ৫৩ দিন ভুগিয়া শান্তিধামে গমন করেন। শরচ্চন্দ্রের অভাবে সেবায়েত বংশ নিষ্প্রভ, নিস্তেজ, শ্রীহীন; চট্টলের

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তিনি সেবায়েত মণ্ডলীকে লইয়া ৺স্বয়ম্ভুনাথের সেবা পূজায় সাহায্য করা, পুস্তকালয় ও সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপন করা; পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথির সাহায্য করা এবং সাধারণ হিতকর অন্যান্য সদনুষ্ঠানের জন্য চন্দ্রশেখর সেবা-ভাণ্ডার স্থাপন করেন। বলিতে দুঃখ হয়, অনেকের ত্রুটিতে সেই ভাণ্ডারের আশানুরূপ উন্নতি ও কাজ হয় নাই।

ব্রাহ্মণ' সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁহার মৃত্যুতে বহুসংখ্যক শোক সহানুভূতি পত্র মধ্যে এই স্থলে মাত্র দুইখানি উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই শরচ্চন্দ্রের প্রতিভা, দেশহিতৈষণা, তীর্থানুরাগ, পাণ্ডিত্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বঙ্গগৌরব কবিকুল চূড়ামণি সুযোগ্য ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় লিখিয়াছেন—

কুমিল্লা ২৩।১।০২

স্নেহের হরকিশোর!

কাল দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, শরৎ আসন্ন শয্যায় শায়িত। শুনিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কয়েকবার তোমাকে টেলিগ্রাম করিতে গেলাম, লেখনী চলিল না, কাল দিনরাত্রি কিভাবে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। আজ প্রাতে তোমার পত্র দেখিয়াই বুঝিলাম যে আমার সহোদরপ্রতিম শরৎ নাই। আর সেই সৌম্য, শান্ত, সুন্দর মূর্ত্তি দেখিব না। এই কার্য্যজীবন উদ্‌যাপন সময়ে আমি দেশে একমাত্র শরতের দিকেই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা শ্রীভগবানের আরও দুটী কাজ করাইব। কিন্তু শরৎ যাহা করিয়াছে, তাহাতে শ্রীভগবান তাহার কর্ম্মফল ছায়া মোচন করিয়া তাহাকে এই কঠোর পাপ-পূর্ণ জগৎ হইতে তাঁহার পুণ্যলোকে লইয়া গিয়াছেন। অতএব তোমার আমার দুঃখ নাই, শরৎ চলিয়া গিয়াছে. কিন্তু এ অল্প সময়ে শরৎ সীতাকুণ্ড তীর্থের অঙ্কে অঙ্কে তাহার নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। শরৎ চলিয়া গিয়াছে, সীতাকুণ্ডে তাহার তীর্থবন্ধু নাম রাখিয়া গিয়াছে, তুমি শোকে অধীর হইও না।

শরতের শ্মশানভস্ম তোমার ললাটে মাখিয়া তোমার জন্য সে যে উচ্চ আদর্শের পিতৃত্ব, পুত্রত্ব ও তীর্থরক্ষা ব্রত রাখিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রহণ কর। তুমি তাহার অনাথ শিশুদিগকে কখনও পিতার অভাব, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কখনও জ্যেষ্ঠপুত্রের অভাব এবং সীতাকুণ্ড তীর্থকে কখনও রক্ষকের এবং হিতৈষীর অভাব অনুভব করিতে দিবে না। শরৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমাকে শক্তি দিবে, সাহায্য দিবে, তোমার মস্তকে মহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে।

শোকাকুল হৃদয়

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন চিন্তাশীল লেখক, দার্শনিক কবি, বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ সুযোগ্য "বান্ধব"-সম্পাদক, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই, লিখিয়াছেন---

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আপনার অগ্রজ ৺শরচ্চন্দ্র অতি উচ্চশ্রেণীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছেন, সেই তাঁহার প্রীতি, স্নেহ এবং উদার সদাশয়তায় মোহিত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে সুহৃদ্ জ্ঞানে ভালবাসিয়াছিলাম, ইহজীবনেও তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। তিনি আমাকে যেমন দয়া ও স্নেহ করিতেন, আপনিও আমাকে সেই প্রকার দয়া ও স্নেহের সহিত সময়ে সময়ে স্মরণ করিলে আমি আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিব।

পিতৃদেব ও মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিবেন, ইতি—

ঢাকা — প্রণত ও স্নেহানুগত

২৮শে বৈশাখ, ১৩০৯ — শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

১৮৭১।১৮৭২ ইংরাজীতে ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় সীতাকুণ্ড মেলার (৺চন্দ্রনাথ তীর্থের) ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন মোহান্ত কিশোরী বনের পূর্ণ-যৌবন। যৌবনের ভোগস্পৃহা, বিষয়লালসার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, কুশিক্ষার তাড়না, কুসঙ্গীর আদর্শ, উচ্ছিষ্টভোজী চাটুকার দলের কৌশলে কিশোরী বন ধীরে ধীরে ডুবিতেছিলেন। নবীন বাবু কিশোরী বনের শৈশব-বন্ধু ছিলেন। বহুবার সতর্ক করিয়া উপদেশ দিয়া যখন কোন ফল হইল না,— স্বেচ্ছাচার, কর্ত্তব্য-ত্রুটি পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, তীর্থের অবস্থা ক্রমে শোচনীয়তর হইয়া পড়িল। তীর্থযাত্রিগণের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হইল, তখনই নবীনবাবু কিশোরীবনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র প্রাচীন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রটীকে রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আদর্শ তীর্থে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।* কেবল মাত্র তাঁহারই চেষ্টায় এই তীর্থের এখনও অস্তিত্ব আছে। মৃত্যু-

* তিনি এই অধমকে সর্ব্বপ্রথমে এই তীর্থের সম্বন্ধে যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—
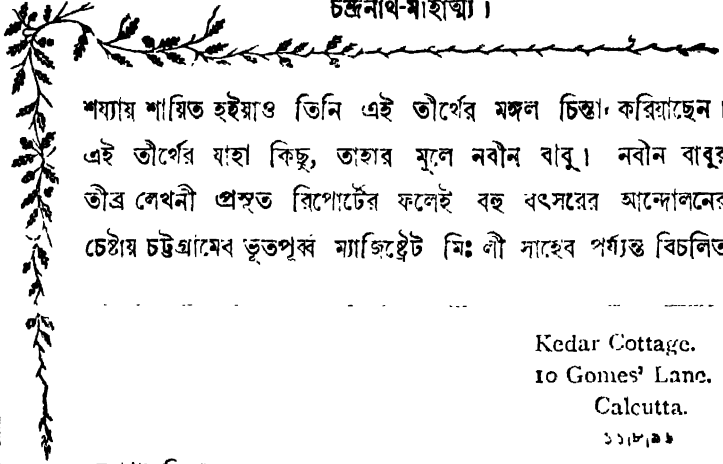
শয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি এই তীর্থের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন। এই তীর্থের যাহা কিছু, তাহার মূলে নবীন বাবু। নবীন বাবুর তীব্র লেখনী প্রসূত রিপোর্টের ফলেই বহু বৎসরের আন্দোলনের চেষ্টায় চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লী সাহেব পর্য্যন্ত বিচলিত

Kedar Cottage.
10 Gomes' Lane.
Calcutta.
১১।৮।৯৯

সপ্রণাম নিবেদন—

অফিসে আসিবার সময়ে আপনার পত্রখানি পাইয়া বড় প্রীতিলাভ করিলাম। যাহাতে আপনার মাতৃ-ভূমির সর্ব্বপ্রধান গৌরব এই তীর্থগুলিন রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করা আমার জীবনব্রত। এই দশ বৎসর যাবৎ আমি ফেনি থাকিবার সময় হইতে কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেশের একটী লোকও সহায় পাইলাম না; বরং কেহ কেহ প্রতিকূলতা করিলেন। আমার দাদা অখিল বাবু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সীতাকুণ্ড গিয়া আপনাদের খাসি খাওয়াইয়া কিশোর বনের সঙ্গে ভ্রাতা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিলেন। আমি যে কলিকাতায় আসিয়াছি তীর্থ সংরক্ষণও আমার এক উদ্দেশ্য। কাউনসিলে ও ইংরাজী কাগজে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা আমারই চেষ্টার ফল। এখন স্থির করিয়াছি যে আগামী শীতের সময় গভর্ণর জেনেরল কি লেঃ গভর্ণর কাউনসিলে নূতন একটা আইন উপস্থিত করিব। গত সংখ্যক "বেঙ্গলীতে" এ সম্বন্ধে প্রস্তাব আমার লেখা। আগামী সংখ্যাতেও আমার লেখা আইনের পাণ্ডুলিপি থাকিবে। পড়িয়া আপনাদের মত লিখিবেন।

আমি আপনারা অধিকারীদেরে বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে ফুল বিল্বপত্রের জন্যে মকদ্দমা না করিয়া আপনারা পাপিষ্ঠ নরাধমগুলিকে পদচ্যুত করিবার

চতুর্থ অধ্যায়।

হইয়া তীর্থ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই তীর্থের জন্য নবীন বাবু বহুবার বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইয়াও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া এই হতভাগ্য গ্রন্থকারকে তাঁহার হৃদয়শোণিতে যে শেষ পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

মকদ্দমা করুন। কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া নিস্ফল মকদ্দমায় অর্থ ও জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। এখনও যদি মোহন্তেরা টিকেট কাটিয়া কর লয় আপনারা হাইকোর্টের রায় হস্তে করিয়া এবার কোনও যাত্রিকের দ্বারা ফৌজদারিতে ৩৪১ ও ৩৮৪ ধারা মতে নালিশ উপস্থিত করান, তদ্ভিন্ন কিশোরী বন পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রায় ৪০,০০০ টাকা দেবসম্পত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া ৪০৬।৪০৮ ধারামতে আপনারা কেহ নিজে বাদী হইয়া তাহার নামে ও নিজ পক্ষে জমিদারী কিনিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া এবং বাড়বের পাপিষ্ঠের নামে ফৌজদারীতে আর দুইটী স্বতন্ত্র মকদ্দমা উপস্থিত করুন: ইহাতে আপনাদের বিশেষ অর্থব্যয় হইবে না। তাহাতেও আমি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। এরূপ তিনটী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমাদের নূতন আইনের প্রস্তাব বেশ জোর পাইবে।

তীর্থ না থাকিলে আপনাদের ক্ষুদ্র বিল্বপত্রের স্বার্থে কি হইবে? ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যাহাতে তীর্থ রক্ষা দ্বারা আপনাদের সকলের প্রধান স্বার্থ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। গোপনে পরামর্শ করিয়া আমাকে সকল বিষয়ের উত্তর লিখিবেন। আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই পত্রের কথা প্রকাশ করিবেন না। শ্রীমান শরচ্চন্দ্র অধিকারী এখন কোথায়?

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

চট্টগ্রাম ৭ই পৌষ ১৩১৫ সন,

স্নেহের হরকিশোর,

তোমার প্রেরিত "বেল" পাইলাম। তুমি একবার আমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা করিও। আমার দিন ফুরাইয়াছে। সীতাকুণ্ড তীর্থ সম্বন্ধে তোমাকে শেষ কয়েকটি কথা বলিব। আশা করি আমার অসম্পূর্ণ শেষ আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হইবে। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও আশা আমার অপূর্ণ রহিল। বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না, শক্তি নাই—শেষ দেখা দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

ইহার চারি দিন পরে এই অধমের সঙ্গে তাঁহার চট্টগ্রামস্থ রহমতগঞ্জের বাসায় বেলা ৮টা হইতে ১১॥ পর্য্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় অর্দ্ধশায়িতভাবে সীতাকুণ্ড তীর্থ সম্বন্ধে নানা কথার পর নিতান্ত অনিচ্ছায় আমার বিশেষ অনুরোধে আমাকে চিরকালের জন্য শেষ বিদায় দেন। তাঁহার সেই সময়ের প্রত্যেক কথায় অশ্রু সংবরণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল, তাই আর সহিতে না পারিয়া শেষে বিদায় লইয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে আর আমার কথা হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরে প্রকৃতির উপাসক—প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে "শৈলকিরিটিনী সাগরকুন্তলা" চট্টল মাতার অঙ্কে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যায় হাসিমুখে শ্রীভগবানের বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া তাঁহারই নাম করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাকবি নবীনচন্দ্র ৬২ বৎসর

বয়সে মহাপুরুষের মহাস্বর্গে মহাপ্রস্থান করিলেন—সকলই ফুরাইল।* যাও মহাকবি সেই অনন্ত প্রেমময়, শান্তিময়, সৌন্দর্য্যময়, সুখময়, ভাবময় বৈকুণ্ঠে—বৈকুণ্ঠপতির শ্রীপাদপদ্মে যাও। এইপ াপ ঃাপময় হিংসাদ্বেষপূর্ণ সংসার তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। কালীদাস বাল্মীকির দেশে যাও, মধুসূদন হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হও—আমরা চক্ষুর জলে তোমার পবিত্র অমর নাম স্মরণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব। অধম আমরা গুণের পূজা করিতে শিখি নাই, কখন যে শিখিব সে ভরসাও নাই।

৺গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৺চন্দ্রনাথ তীর্থে মোহান্তগণ যাত্রী হইতে টেক্স গ্রহণ করিতেন। মোহান্তগণের জুলুমের প্রতিবিধানের নিমিত্ত সীতাকুণ্ডের মুন্সেফী

* ১৭৬৮ শকাব্দার ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রাম জিলার সুপ্রসিদ্ধ নয়াপাড়া গ্রামে ৺নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। পিতার নাম গোপীমোহন রায়। মাতার নাম রাজরাজেশ্বরী। ১৮৬৫ ইংরেজীতে শ্রীমতি লক্ষ্মীকামিনীর সহিত বিবাহ। একমাত্র পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র সেন—রেঙ্গুন চিফ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। তাঁহার "পলাসীর যুদ্ধ", "রৈবতক" "প্রভাস" "অবকাশরঞ্জিনী" (১ম ও ২য় ভাগ) "অমিতাভ," "অমৃতাভ," "রঙ্গমতী," "ভানুমতী, "খৃষ্ট," "চণ্ডী", "গীতা" চতুর্দ্দশ গ্রন্থ বঙ্গভাষার মহারত্ন। স্বহস্তে "আমার জীবন" নামীয় আত্মজীবন-কাহিনী ৫ খণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জীবিতাবস্থায় ১ম খণ্ড মাত্র প্রকাশ হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত ৫ খণ্ড বাহির হইয়াছে, বঙ্গভাষায় আত্মজীবন বৃত্তান্ত লিখিবার প্রথা এই নূতন। বইগুলি উপন্যাসের মত কৌতুকপ্রদ।

আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের হয়। মুন্সেফ গোপাল বাবু নির্ভীকতার সহিত সুবিচার করিয়া তীর্থ-যাত্রিগণের লাঞ্ছনা মোচন করিয়াছেন, সেই সময় সীতাকুণ্ড মুন্সেফীতে গোপাল বাবুর মত ধর্ম্মভীরু বিচারক না থাকিলে মোকর্দ্দমার ফল হয়ত অন্য প্রকার হইত। গোপাল বাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল।

"গোপালের পিতার নাম শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায়। হুগলীর উত্তরপাড়ায় এখন তাঁহাদের বাড়ী। গোপালের পিতা এখন কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। এখন তাঁহার বয়স পঁচাশি বৎসর। তিনি এখন ধার্ম্মিকের আদর্শ-স্থানীয়। গোপাল তাঁহার পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। শৈশবে গোপালের মাতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু এই পরিবারের মধ্যে তাঁহার প্রতি স্নেহ বা যত্নের ক্রটি হয় নাই। গোপাল এই পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্মের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই ধার্ম্মিক পরিবারের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ধীরে ধীরে অলক্ষ্যভাবে গোপালকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতেছিল। পাঠ্যাবস্থায় গোপালের এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় নাই। গোপাল তখন আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিল না। বরাবরই গোপালের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। ১২৯৫ সালে গোপাল শ্রীমদ্ ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকটে দীক্ষিত হয়। যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা ইহা বড় ভাগ্যের কথা মনে করিতেন সন্দেহ নাই। সেই হইতেই গোপাল অধিকাংশ সময় ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অতিবাহিত করিত। বরাবর প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা পূজা অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিত। প্রত্যহ সমগ

গীতাখানি পাঠ করিত। গোপাল স্বভাবকবি ছিল। বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিত। গোপালের সকল কবিতাই তাহার প্রাণের কবিতা। প্রাণ উদ্বেলিত হইলে, প্রাণে আঘাত পাইলে তবে গোপালের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া কবিতা বাহির হইত। শুধু "সখ" করিয়া গোপাল কখনও কবিতা লিখে নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বে গোপাল চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ডের মুন্সেফ ছিল। সেখানেও গোপাল সাধারণের উপকারার্থে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিল। সেখানে গোপাল যত্ন করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিল।

সীতাকুণ্ডের "বাড়বকুণ্ড" তীর্থ অনাবৃত থাকায় যাত্রিদের পক্ষে তথায় নামিয়া স্নানাদি করা নিরাপদ ছিল না। গোপাল নিজে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ভিতরে লৌহের জাল দিয়া যাত্রিদের স্নানাদির অসুবিধা মোচন করিয়া দিয়াছিল।

সীতাকুণ্ডের মোহান্তের অত্যাচারের কথা সম্প্রতি সংবাদপত্রে আন্দোলিত হওয়ায় সকলেই তাহা জানিয়াছেন। মোহান্ত সকল যাত্রীর কাছে টেক্স আদায় করিত। টেক্স দিতে না পারিলে যাত্রিদের উপর অত্যাচার করিত—দর্শন করিতে দিত না। এই টেক্স আদায় সম্পূর্ণ বে-আইনী! এই ঘটনা লইয়া আদালতে মোকর্দ্দমা হয়। গোপালের নিকট এই মোকর্দ্দমার বিচার হয়। বিচারে মোহন্তেরই পরাভব হইয়াছে; এই ঘটনা সেই দিন ঘটিয়াছে। আজিও তাহা অনেকের মনে আছে। সে দিন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল। কিন্তু ইহার মূলে গোপাল ছিল, তাহা কেহই জানিত না।

হায়! গোপাল বড় অল্প বয়সে আমাদের ছাড়িয়া গেল! অকালে সেই ধর্ম্মময় জীবনের আদর্শ অন্তর্হিত হইল। গোপাল ১২৬২ সালে ৩রা চৈত্র রবিবার জন্মগ্রহণ করে, আর ১৩০৩ সালের ২৫শে আষাঢ় বুধবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে গোপালের বয়স ৪০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। গোপালের জ্বর-বিকারে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল। শেষ পর্য্যন্ত গোপাল বরাবর ভগবানের নাম ডাকিয়াছিল ও রীতিমত করচালনা করিয়া জপ করিয়াছিল। তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার সেই করচালনা চলিয়াছিল। ইহা হইতে গোপালের ধর্ম্মজীবন কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল বুঝা যায়।

চন্দ্রনাথের মহাতীর্থক্ষেত্রে গোপাল দেহত্যাগ করিয়াছে। এই উপলক্ষে আর একটি কথা মনে পড়িল। গোপাল "ভারত বিলাপে" লিখিয়াছিল—

"আজি আমি হিমাচল বনস্পতী তলে
এ ঘোর নিশিথে প্রাণ দিইব আহুতি।"

হায়! কথাটায় বুঝি ভবিষ্যতের ছায়া নিহিত ছিল, নতুবা সেই প্রকৃতির চারু শোভায় বিভূষিত চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের পাদমূলে, সেই মহাদেবের মহাতীর্থস্থলে, গোপাল জীবন বিসর্জ্জন করিবে কেন? গোপালের আরও এক কথা সত্য হইয়াছে! "ভারত বিলাপে" গোপাল লিখিয়াছিল—

চতুর্থ অধ্যায়।

**"প্রেমের মোহিনী মূর্ত্তি সন্তোষদায়িনী
প্রাণসখী প্রিয়তমা ত্যজেছেন প্রাণ"।**

গোপালের প্রথমা স্ত্রী আজ তিন বৎসর হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর জাগ্রত স্বপনে অনেক সময় গোপাল সেই স্ত্রীর ছায়া দেখিতে পাইত। গোপালের দৈনিকলিপি হইতে একথা জানা গিয়াছে। তথাপি গোপাল নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে গুরু ও পিতার আদেশে সেদিন আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! সেই বালিকা অকালে শুকাইল। আজ কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? কেই বা গোপালের পিতার শোকভার লাঘব করিবে? গোপাল দুইটী অপোগণ্ড শিশু এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছে। বিধাতাই এখন তাহাদের আশ্রয়স্থল। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। (।৺গোপাল বাবুর রচিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্ এ, বি এল, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কবিতামালা" হইতে সংগৃহীত)।
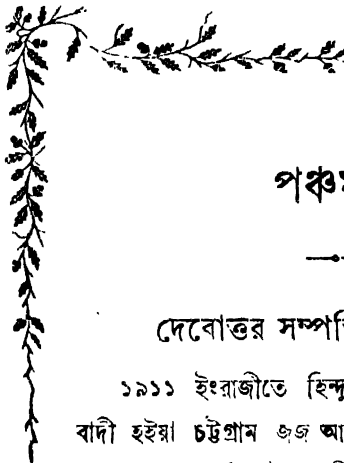
পঞ্চম অধ্যায়।

দেবোত্তর সম্পত্তি ও মোহান্ত কাহিনী।

১৯১১ ইংরাজীতে হিন্দু সাধারণের পক্ষ হইতে ৯ জন ভদ্রলোক বাদী হইয়া চট্টগ্রাম জজ আদালতে ৺চন্দ্রনাথের বিবাহিত সন্ন্যাস-আশ্রম চ্যুত কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ৺যতীন্দ্র বনের পদচ্যুতির জন্য যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহাতে বাহালি বাজেয়াপ্তি ও নয়াবাদ প্রভৃতিতে মোট ৪১৮৷৶১৯৸/১ দন্ত জমি দেবোত্তর সম্পত্তি* বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এই সম্পত্তি উপযুক্তরূপে শাসিত হইলে বার্ষিক ১০,০০০ দশ হাজার টাকা আয় হইতে পারে। তীর্থযাত্রিগণ পূর্ব্বে ভক্তির সহিত সাধ্যমত দেবদর্শনের পূর্ব্বে দেবতা উদ্দেশ্যে মোহান্তকে প্রণামী দিত। ৺কিশোরী বনের পূর্ব্ববর্ত্তী মোহান্ত পর্য্যন্ত সকলেই সকল প্রকারে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী ছিলেন। যাত্রিগণ বুঝিতেন, তাঁহাদের

* লাখেরাজ বাহালি	৮৭॥১৩।/০ কণ্ঠ
লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি	৯৮৶১০৸৶১ দন্ত
তরপ মাহালের অন্তর্গত	৯৯৸/৪।৩ দন্ত
নয়াবাদ	১৩৩৶১১। কড়া
মোট	৪১৮৷৶১৯৸/১ দন্ত

প্রদত্ত প্রণামী দেবতার সেবা পূজাদি কার্য্যে, অতিথি সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণে, নানাপ্রকার সাধারণ হিতকর সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হওয়ার জন্য এই প্রণামী দেবভাণ্ডারেই সঞ্চিত হইবে, তাই তাঁহারা অকুণ্ঠিত ও অযাচিতভাবে মোহান্তগণের পায়ের উপর অজস্র অর্গ প্রদান করিতেন। এই ভাবে সেই সময়েও দেবভাণ্ডারে বৎসরে ১৫০০০৲ টাকা হইতে ২০০০০৲ টাকা সঞ্চিত হইত। কেবল টাকা নহে—সোণার মোহর, সোণার বিল্বপত্র, মূল্যবান কাপড়াদিতে ও অন্যান্য আস্‌বাবে দেবভাণ্ডার পূর্ণ হইত। হিন্দুর অদৃষ্টদোষে মোহন্ত কিশোরীবন যাত্রিগণের শ্রদ্ধাভক্তি হারাইয়া যাত্রিগণের জন্য মন্দিরে প্রবেশার্থ প্রত্যেক যাত্রির জন্য ১৶৹ হিসাবে টেক্‌স নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৬৩ ইংরাজী হইতে ১৮৯৫ ইংরাজী পর্য্যন্ত কিশোরীবন এই ভাবে দেবদর্শনার্থী যাত্রিগণ হইতে টিকেট বিক্রয় করিয়া তীর্থক্ষেত্র থিয়েটার সার্কাসে পরিণত করিয়া বৎসরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়াছেন। তীর্থক্ষেত্রের এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারে দুইটী যাত্রির ক্ষীণহস্ত উত্তোলিত হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিচারে * এই টেক্স গ্রহণ অবৈধ সাব্যস্তে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় স্থির হইয়া মোহন্তলীলার এই দৃশ্য লোপ পাইয়াছে। †

---

* কিশোরবন প্রার্থীক, সরূপ রাম কানাই প্রতিপক্ষ ১৯৬।১৯৭ নং রুল। নিষ্পত্তি ১৮৯৬ ইং ৯ এপ্রিল। কলিকাতা হাইকোর্ট।

† চন্দ্রনাথের মোহান্তের দৃষ্টান্তে বাড়বানলের মোহান্ত রামচন্দ্র ভারতীও এইভাবে জুলুম করিতে আরম্ভ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ হয়।

অতি পুরাতন পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি দলিলে দেখা যায় চৈনগীর নামীয় জনৈক সন্ন্যাসী, সেবায়েত পাণ্ডাগণ ও চট্টগ্রামের মান্যগণ্য ভদ্রলোকগণের দ্বারা মনোনীত হইয়া ৺চন্দ্রনাথ মঠের মোহন্ত পদে প্রথমে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তৃতীয় মোহন্ত কিষণগীর ১৭৭৭ ইংরাজীর ২৫শে মে চট্টগ্রাম জেলায় কালেক্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন যে দেবতার সেবা, পূজা, অতিথি সন্ন্যাসীর ভরণপোষণ ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ১৫০০ বিঘা নিষ্কর লাখেরাজ দেবোত্তর জমি যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই দেবোত্তর জমির সনন্দখানি গৃহদাহে পুড়িয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পূর্ব্ব স্বত্বে উক্ত সম্পত্তির সনন্দ দেওয়া হউক। সেই প্রার্থনা মতে চট্টগ্রামের কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব দানের স্বত্ব বাহালে কিষণ গীরকে ১৭৭৭ ইংরাজী ২৯শে মে তারিখে এক নূতন সনন্দ প্রদান করেন। সেই সময়ের দলিলে মোহন্তগণের যে তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

১৯১১ ইং ১৮নং মোকদ্দমায় সুযোগ্য বিচারক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস রামচন্দ্র ভারতীকে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডিত করিয়াছেন, হরিদাস বৈরাগী বাদী। রামচন্দ্র ভারতী মোহান্ত বিবাদী, ১৯১১ ইংরাজীর ১৮নং ফৌজদারী-মোকদ্দমা, নিষ্পত্তির তারিখ ১০ই এপ্রিল ১৯১১ ইংরাজী।

তৃতীয় মোহন্ত হইতে ১১শ মোহন্ত পর্য্যন্ত ১৩৫ বৎসর সময় পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক মোহন্তের শাসন-সংরক্ষণ কাল গড়ে ১৫ বৎসর দাঁড়াইতেছে। সেই হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মোহন্তের সময় ৩০ বৎসর ধরিয়া প্রথম মোহন্ত চৈন গীরের সময় কিঞ্চিদধিক ১৫০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। "রাজমালা" পাঠে জানা যায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে ৺চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিত এবং প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ৺স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির এবং প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৺চন্দ্রনাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে

স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মোহন্তগণ তীর্থ আবিষ্কারের বহু পরে উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছেন—রক্ষক ভক্ষক হইয়া সমস্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৺ কিশোরী বনের পূর্ব্ববর্ত্তী ৺মোহন্ত রতন বন পর্য্যন্ত সকলেই সংসারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় সাধু ও প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে, তাঁহাদের পদধুলি পাইতে হিন্দু-মাত্রেই লালায়িত হইতেন। তাঁহারা প্রচুর দেব-ধনের প্রতিভূ হইয়াও কৌপীন মাত্র পরিধানে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে সর্ব্বদা থাকিতেন। মঠের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকে জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন; বিষয় ভোগ লালসার অদমনীয় প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে কখনও সংসারের আবিল পথে আনিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা হিন্দুর নিকট দেবতা-রূপে পূজিত হইতেন। ৺কিশোরী বন কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইয়া এই নবদুর্লভ পদ ও সম্মান নিজ কার্য্যদোষে হারাইয়া শেষ জীবন বহুকষ্টে কাটাইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেলা ৺যতীন্দ্র বন * মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে পৈশাচিক কাণ্ডেও জঘন্য ব্যবহারে পবিত্র মোহন্ত পদ এবং শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মুখে পর্য্যন্ত চুণ-কালি মাখিয়া ভারতের তীর্থের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুমাত্রেই বিষম ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুখের বিষয় চট্টগ্রাম "জ্যোতিঃ"

* ১৯০৩ ইং ১১ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যার বারবেলায় যতীন্দ্র বন গদিতে আরোহণ করেন, ১৯১২ ইংরাজীর ৬ই আগষ্ট (১৩১৯ বাঙ্গালার ২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় গুপ্তঘাতকের গুলিতে পরলোকগমন করেন।

পত্রিকার নির্ভীক, তেজস্বী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্যে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট * স্বেচ্ছাচারী যতীন্দ্র বনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া তীর্থ ও ধর্ম্মের গৌরবরক্ষার্থে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের তীর্থরক্ষারূপ পুণ্যব্রতে সমাজনেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলী হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই সহায় ছিলেন।

যতীন্দ্র বনের কাণ্ডের বিচার চট্টগ্রাম জজ আদালতে উঠিলে ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হিন্দুসাধারণের পক্ষে মোকর্দ্দমা পরিচালনার্থ স্বয়ং চট্টগ্রাম আসিয়া ১৩১৮ সনের শ্রাবণ মাসে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটাইয়া গিয়াছেন। ইনি ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষার্থে যে প্রকার নিঃস্বার্থভাবে এই কয়েকটী বৎসর খাটিয়াছেন তাহাতে হিন্দুমাত্রেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। হিন্দুর অদৃষ্ট দোষে চট্টগ্রাম জজ আদালতে যতীন্দ্র বনের কাণ্ডের আশানুরূপ সুফল না হওয়াতে কলিকাতা হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু দাশরথি

---

* যতীন্দ্র বন সন্ন্যাসধর্ম্মের বহিরাবরণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গৃহীর মত বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছিল, এবং দেব-সম্পত্তি ও দেবালয় তাহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিয়াছিল আর শৈবতীর্থকে স্বেচ্ছাচারী তান্ত্রিকের স্থান করিয়া মদ্যমাংসের উৎকট কাণ্ডে দেবস্থান নরকে পরিণত করিয়াছিল !! সেই সমুদায় জঘন্য কাণ্ডের আলোচনায় লেখনী কলঙ্কিত করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেল না।

সান্যাল মহাশয় এই কয় বৎসর হইতে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে হিন্দুসাধারণের পক্ষে বিশেষ আগ্রহের সহিত মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিয়াছেন। বঙ্গের রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, ব্যবসায়ী অনেকেই তীর্থের ও ধর্ম্মের গৌরবরক্ষার্থ অর্থসাহায্য করিয়াছেন। জ্যোতিঃ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তীর্থ কলঙ্ক মোচনে জীবন উৎসর্গ করিয়া শরীরে ও অর্থে যতদূর পারেন করিয়াছেন। কিন্তু হাইকোর্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যতীন্দ্র বন পরলোকে চলিয়া যাওয়াতে তাহার বীভৎস কাণ্ডের আর বিচার হইতে পারে নাই। যাহাতে ভবিষ্যতে মোহন্তেরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে না পারে, দেবসম্পত্তির অপব্যবহার ও অপব্যয় না হয়, তীর্থ ও ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয় সেই আশায় হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতিগণ ১৯১৪ ইংরেজীর ১৩ই জানুয়ারি যে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি মর্ম্মানুবাদ সহিত এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল। বলিতে দুঃখ হয় আইন নজিরের কূট অর্থ মীমাংসার অজুহাতে ও মোহন্ত পক্ষের অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে হাইকোর্টের বিচারেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। এখনও হাইকোর্টে, জিলা কোর্টে মামলা মোকর্দ্দমার ছড়াছড়ি রহিয়াছে। অর্থের নিকট সমস্ত চেষ্টা উদ্যম ও বিচার ব্যর্থ হইতেছে।

The High Court of Judicature at Fort William, Bengal.
(Civil Appellate Jurisdiction)
The 13th January 1914.
PRESENT :
The Hon'ble Nalini Ranjan Chatterjee
and
The Hon'ble William Cwart Greaves
Two of the Judges of this Court.

Appeal from original Decree No. 398 of 1911. The Appeal against the Decree of J. E. Phillimore Esq. District Judge of Zilla Chittagong, dated the 19th of September 1911.

Gopinath Adhikary, Shiblal Adhikari, Gadadhar Adhikari, Kalikumar Adhikari, Saratchandra Tarkatirtha, Shyamacharan Sen Gupta, Ttripuracharan Choudhuri, Rameshchandra Sen Ray and Nishichandra Mazumdar———Plaintiffs.

VS.

Jatindra Ban and on his death his heir Kumud Ban Mohant, Prasannakumar Rai, Kalisankar Chakravarti (Secy. of Hindu Endowment Committee in vokalatnama.) & others—— —Respondents.

Cross objection filed by the respondent Jatindra

Ban Mohant under order X 41 rule 22 E. C. P. filed on 29th April 1912.

For appellant Babu Dwarikanath Chakarvarti and 9 others.

For respondent Dr. Rash Behari Ghosh and 7 others.

By consent of the plaintiffs and the defendant No. 1, we discharge the order and decree of the District Judge and the scheme annexed herewith is approved as the proper scheme for the management of the temple.

And we direct that the following enquiries be taken and made bythe District Judge namely, (i) an enquiry as to what now are the properties of the shrines, the enquiry being confined to properties other than property No. 10 mentioned in schedule A. (ii) an enquiry as to what is the income of such properties.

The District Court will fix a date on which the scheme will come into operation and will make proper arrangement for management and protection of the funds pending the carrying into operation of this scheme Each party will bear his own costs in both courts. As against the respondents

othor than respondent No. 1. this appeal will be dismissed but without costs in this court and in the court below.

SCHEME :

1. A treasurer to be appointed by the District Judge at a salary.

2. All funds to be in custody of the treasurer Rules to be framed by the District court to ensure the proper receipt and custody of all offerings income and fund and investment of any surplus and to prevent misappropriation and to ensure the proper management of any estates or other properties or investments The District court will enquire whether any offerings are made to the Mohant personally and whether the Mohant is entitled to receive the same for his personal use and benefit and such offerings if any are to be excluded from the provisions of clause 2 hereof.

3. The Mohant two months prior to the commencement of the Bengali year to prepare and file in the District court a budget of the expenses to be incurred in the ensuing year.

4. The treasurer to put the Mohant in funds for all disbursements according to the budget and for any further expenditure deemed necessary by

the Mohant but unless by leave of the District court such further expenditure not to exceed Rs. 500 during any one year.

5. The Mohant within three months offer the end of each year to cause to be prepared and filed in the District court a detailed account of receipts and disbursements of the year. The accounts to be audited by an Auditor to be appointed by the District court. The remuneration of the Auditor to be fixed by the District court and paid from the temple funds. An abstract of the said accounts prepared and certified by the Auditor to be published in such manner as the District court shall direct.

6. All surplus income to be invested for the benefit of the temple.

7. No immoveable property of temple including lands held on mortgage, lease or any other right to be given on lease for more than five years, mortaged or sold by the Mohant except with the sanction of the District court.

8. No jewels or other property of value to be sold without the sanction of the District court.

9. Subject to this scheme the Mohant's position to remain as before.

10. Liberty for the Mohant and any person

interested to apply to the District court with reference to the carrying out of the directions of this scheme.

11. Liberty for the Mohant and any person intersted from time to time to apply to the High Court for any modification of this scheme that may appear to be necessary or convenient.

ইহার বঙ্গানুবাদ এই—

বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের সম্মতিমতে আমরা নিম্ন আদালতের রায় ডিক্রী রহিত করিয়া দেবালয়ের শাসনসংরক্ষণ ভালমতে নির্ব্বাহ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত মতে নূতন কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম।

(১) জিলার জজ সাহেব বেতনভোগী একজন খাজাঞ্চি নিযুক্ত করিবেন।

(২) যাবতীয় টাকা পয়সা খাজাঞ্চির জিম্মে থাকিবে। জজ সাহেব বাহাদুর, যাহাতে কোন প্রকারে টাকা পয়সা অপব্যয় না হয়, চড়াণী প্রণামি ইত্যাদি লব্ধ টাকা পয়সা দেব ভাণ্ডারে জমা হয়, খরচাদির যথানিয়মে রসিদাদি রাখা হয়, কোন প্রকারে সে অর্থ অপব্যয় হইতে না পারে, তাহার যথোচিত নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন ও আদেশ দিবেন।

(৩) মোহন্ত বাঙ্গালা বৎসর শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্ব্বে পরবর্ত্তী বৎসরের "বজেট" প্রস্তুত করিয়া জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) খাজাঞ্চি উক্ত বজেটমতে জজ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে মোহন্তকে টাকা দিবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় কোন গুরুতর প্রয়োজনের জন্য মোহন্তকে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৎসরে হাতে রাখিতে দিবেন।

(৫) বৎসর শেষ হওয়ার পর তিন মাস মধ্যে মোহন্ত সেই বৎসরের বিস্তৃত হিসাব রসিদাদি সহিত জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিবেন। জজ সাহেব তাহা বেতনভোগী জনৈক হিসাব পরীক্ষক দ্বারা বিশেষরূপে হিসাব পরীক্ষা করাইয়া সেই হিসাব সাধারণের নিকট প্রচার করিবেন। তাহাতে হিসাব পরীক্ষকের যথানিয়মে স্বাক্ষরাদি থাকিবে।

(৬) ব্যয়াবশিষ্ট টাকা তীর্থের উন্নতিকর কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে।

(৭) মোহন্ত জমি ইত্যাদি কোন স্থাবর সম্পত্তি বাঁধা, বন্ধক, কি কোন প্রকার দায় আবদ্ধ করিতে পারিবে না এবং পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য কোন জমি প্রজাবিলি করিতে পারিবে না।

(৮) মোহন্ত জজের অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিষাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৯) এই কার্য্যপ্রণালী মতে মোহন্তের অবস্থা পূর্ব্বমত থাকিবে।

(১০) মোহন্ত কি জনসাধারণ এই কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিলে জজ সাহেবকে তাহা জানাইতে পারিবেন।

(১১) মোহন্ত, কি জনসাধারণ, কি তীর্থসংস্পৃষ্ট যে কোন লোক, এই কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিলে হাইকোর্ট বলিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাড়বানল ও লবণাক্ষ তীর্থ—৺ চন্দ্রনাথ তীর্থ তিন অংশে বিভক্ত; মধ্যস্থানে চন্দ্রনাথ, উত্তরে লবণাক্ষ, দক্ষিণে বাড়বানল। লবণাক্ষ ও বাড়বানল তীর্থ এবং দেবসেবাদির ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তজ্জন্য পৃথক মোহন্তও আছেন। উক্ত দেবালয়দ্বয় ১৮৬৩ ইং ২০ আইন দ্বারা গঠিত, হিন্দু এণ্ডাউন্ট কমিটির সম্পূর্ণ অধীন হইলেও তথাতেও দেবসম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। সেই সমুদয় অপ্রীতিকর কাহিনীর প্রচার অভিপ্রেত নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে আর কিছু আলোচনা করা গেল না।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

তৃতীয় ভাগ

চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

তীর্থকৃত্যের সংক্ষিপ্ত প্রণালী।

নিম্নে যে তালিকা ও নিয়মাবলী দেওয়া হইল তন্মধ্যে তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কয়েকটি তীর্থ এখন পাওয়া যায় না, কোনটি কালমাহাত্ম্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কোনটি দুর্গম স্থানে অবস্থিত বলিয়া দর্শনসাধ্য নহে। আর কতকগুলি তীর্থ এখনও আবিষ্কার হয় নাই। যে সমুদয় তীর্থদর্শন সহজসাধ্য ও জনসমাজে পরিচিত কেবল সেই তীর্থগুলিরই নাম ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রণালী উল্লেখ করা হইল।

১। ব্যাসকুণ্ড তীর্থ।

(ক) ব্যাসকুণ্ডে স্নান তর্পণ।

(খ) কুণ্ডপারস্থিত মন্দির মধ্যে ব্যাস, ভৈরব, চণ্ডী, দর্শন, স্পর্শ, যথাশক্তি পূজা ও নমস্কার।

(গ) বটুক মূলে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান, জলসেচন, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ।

(ঘ) ষোড়শ দান।

(ঙ) ব্যাসকুণ্ডের পূর্ব্বপাড়ে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, অসমর্থপক্ষে ভোজ্য অথবা কেবল পিণ্ডদান।

২। জ্যোতির্ম্ময়।

অগ্নি দর্শন, স্পর্শ, হোম এবং নমস্কার।

৩। সীতাকুণ্ড।

পাতাল গঙ্গাতে স্নান বা অভিষেক। সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ-কুণ্ড, নাভিকুণ্ড ও বৃষকুণ্ড দর্শন।

৪। মন্মথ নদ।

নদের জলে অভিষেক বা স্নান।

৫। কালী।

দক্ষিণাকালী দর্শন, পূজা ও নমস্কার। এই স্থানে পিত্তলনির্ম্মিত দশভুজাও স্থাপিত আছেন।

৬। স্বয়ম্ভুনাথ।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গের দর্শন, স্পর্শ, স্নান, পূজা, প্রদক্ষিণ, পুনঃস্পর্শ, নমস্কার, স্তোত্রপাঠ।

৭। গয়াক্ষেত্র।

(ক) ষোড়শ দানাদি।

(খ) পিতৃষোড়শী, মাতৃষোড়শী, স্ত্রীষোড়শী, পিণ্ডদান।

(গ) শ্রাদ্ধান্তে মুণ্ডন।

৮। সরস্বতী শিলা।

ঊনকোটি শিবদর্শন ও পূজা নমস্কারাদি।

৯। বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষ শিবদর্শন, পূজা, নমস্কার।

১০। পাতাল।

হরগৌরী শিবদর্শন, পূজা তৎপর দ্বাদশ শালগ্রামদর্শন।

১১। চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ শিবদর্শন, পূজা, নমস্কার, স্তোত্র পাঠ।

১২। বাড়বকুণ্ডতীর্থ।

(ক) বাসীকুণ্ডে স্নান।

(খ) বাড়বানলকুণ্ডে স্নান, তর্পণ ও হোম।

(গ) ভৈরব দর্শন ও পূজা।

(ঘ) দধিকুণ্ডে অভিষেক।

১৩। লবণাক্ষ।

(ক) বাসীকুণ্ডে স্নান।

(খ) লবণাক্ষকুণ্ডে স্নান, তর্পণ, হোম।

(গ) সূর্য্যকুণ্ডে অভিষেক ও হোম।

(ঘ) সহস্রধারায় স্নান, তর্পণ।

(ঙ) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান।

(চ) গুরুধুনী দর্শন, স্পর্শ, হোম।

১৪। কুমারীকুণ্ড।

(ক) স্নান, তর্পণ, হোম।

১৫। কুমারী পূজা।

যথাশক্তি পূজা, বস্ত্রাদি দান ও ভোজন।

১৬। ব্রাহ্মণ ভোজন।

শক্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ভোজন।

১৭। সফল।

তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তীর্থপুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ লইতে হয়।

গয়াশ্রাদ্ধ।

এখানে সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। তবে পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র মুখ্যাধিকারী, অন্যান্য সকলেই গৌণাধিকারী। মহর্ষি হারীতের মতে জীবৎপিতৃকের গয়াতে শ্রাদ্ধের অধিকার নাই। কিন্তু মৈত্রায়ণীর পরিশিষ্টে লিখা আছে—"পিতার জীবিতাবস্থায় যাহার
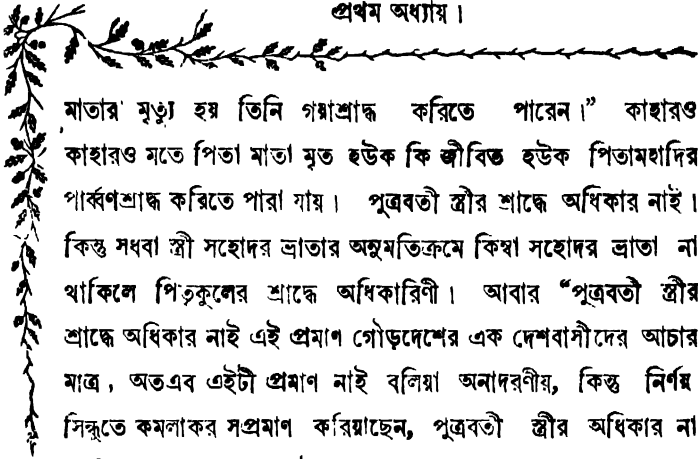
মাতার মৃত্যু হয় তিনি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারেন।” কাহারও কাহারও মতে পিতা মাতা মৃত হউক কি জীবিত হউক পিতামহাদির পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। পুত্রবতী স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। কিন্তু সধবা স্ত্রী সহোদর ভ্রাতার অনুমতিক্রমে কিম্বা সহোদর ভ্রাতা না থাকিলে পিতৃকুলের শ্রাদ্ধে অধিকারিণী। আবার “পুত্রবতী স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অধিকার নাই এই প্রমাণ গৌড়দেশের এক দেশবাসীদের আচার মাত্র, অতএব এইটী প্রমাণ নাই বলিয়া অনাদরণীয়, কিন্তু নির্ণয় সিন্ধুতে কমলাকর সপ্রমাণ করিয়াছেন, পুত্রবতী স্ত্রীর অধিকার না থাকিলেও অন্য কোন উপলক্ষে (কেবল গয়াশ্রাদ্ধের জন্য যাওয়া ব্যতীত) গয়ায় উপনীত হইলে শ্রাদ্ধে তাঁহার অধিকার আছে। সপিণ্ডীকরণ হওয়ার পূর্ব্বে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে না, কিন্তু অপর কোন কারণে উপনীত হইলে করিতে পারিবে। সন্ন্যাসীরা শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে না, কেবল পিণ্ডদান স্থানে দণ্ড স্পর্শ করাইবে।

স্মার্ত্তমতে সামবেদীরা গয়াতে ষড়্‌দৈবত অর্থাৎ পিতা, মাতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগের আর যজুর্ব্বেদীরা নবদৈবত অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগের শ্রাদ্ধ করিবে। দেশকুলাচারানুসারে উভয় বেদীরা দ্বাদশদৈবত অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহীদের শ্রাদ্ধও করিবে। পিতৃব্যাদির, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির প্রত্যেকের একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) অশক্ত হইলে সকলেই পিণ্ডদান করিবে।

তিল, ঘৃত, মধু, দধি প্রভৃতি সহ মুষ্টিপ্রমাণে ময়দা দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। তণ্ডুলচূর্ণ বা যবের দ্বারাও পিণ্ড দিতে পারা যায়। মুষ্টিপ্রমাণে একটি মাত্র আমলকী ফলের মতন অথবা অন্ততঃ একটি শমিপত্র প্রমাণে পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। শাস্ত্রে আছে —

"গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অধিমাসে জন্মদিনে অস্তেচ গুরুশুক্রয়োঃ।
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেচ বৃহস্পতৌ।"

মলমাসে, জন্মদিনে, অকালে, সিংহস্থ বৃহস্পতিতে এবং সর্ব্বকালেই গয়াতে পিণ্ডদান করিবে। কেহ কেহ বলেন সংক্রান্তি ও চতুর্থী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশতিথিতে গয়াশ্রাদ্ধ প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন ভিন্ন বর্ণের হইলেও ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার শ্রাদ্ধ করিতে পারে। সংক্রান্তিতে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞা বাক্যে সৌর মাস ও সেই সেই সংক্রান্তির উল্লেখ করিবে। অপর পক্ষে গৌণ চন্দ্র মাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌর মাস রবি রাশি স্থিতি উল্লেখ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে মাস পক্ষ তিথি উল্লেখ করিয়া রাহুগ্রস্তে দিবাকরে উল্লেখ করিবে।

অশৌচাদির ব্যবস্থা।

অশৌচ নানাপ্রকার,—মরণাশৌচ, জননাশৌচ, গর্ভস্রাবাশৌচ ও রজস্বলাশৌচ প্রভৃতিতে কোন অবস্থায় কোন জাতির কতদিন অশৌচ হয়, তাহা অবস্থাভেদে পণ্ডিতদিগের নিকট জ্ঞাতব্য। এই স্থানে তাহার বিচার ও ব্যবস্থা অনাবশ্যক।

অশৌচাবস্থায়, দান প্রতিগ্রহ তীর্থদর্শন, প্রভৃতি নিত্যকার্য্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করা নিষিদ্ধ। দীর্ঘকালব্যাপী কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া মল মূত্র ত্যাগজনিত, অথবা স্নানে শুচি হয় এমন কোন অশৌচ হইলে স্নানকরণান্তর সেই কার্য্য অধিকারী হইতে পারিবে। কার্য্য আরম্ভ হইলে অশৌচাদিতে তাহার প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে না। বৃষোৎসর্গাদি যজ্ঞে বরণ হইলে, হোম ব্রত, পূজা ও জপাদিতে সঙ্কল্প হইলে, বিবাহাদিতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হইলে, শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞা পাঠ হইলে কর্ম্ম আরম্ভ হইল। তীর্থ স্থানে অনেকের মতে স্পর্শ দোষ ধরিতে হয় না। কেহ কেহ বলেন মনে সন্দেহ হইলে স্নানেই শুচি হইতে পারা যায়।

কালাকাল ব্যবস্থা।

গ্রহাদি সঞ্চার দ্বারা যেই অকাল হয় তাহা পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায়। দেবতা প্রতিষ্ঠাদি কাম্য কর্ম্ম অকালে করিবে না। নিষ্কাম ব্যক্তি মহাদান ব্যতীত সমস্ত দান অকালে করিতে পারেন, বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে যাবতীয় দানও অকালে করিবার বিধি আছে। শিবপূজা, শিবদর্শন ও শিবোপলক্ষে দানাদি কাহারও মতে অকালে করিলে দোষ হয়। কেহ কেহ বলেন স্থাপিত দেবতাই অকালে দর্শন করিবে না, স্বয়ং উদ্ভব দেবতার দর্শন পূজাদি সকল সময় করা যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ তীর্থের স্বয়ম্ভূনাথ স্বয়ং উদ্ভব, সুতরাং দর্শনে কালাকালের আবশ্যকতা নাই। 'বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে' আছে—

গয়ায়াং ভাস্কর-ক্ষেত্রে পুরুযোত্তম-দর্শনে।
কাশ্যাং চন্দ্রনাথেচৈব নাস্তিকাল বিচারণং।

"যোগিনী তন্ত্রে'র প্রথম ভাগে দ্বিতীয় পটলের ৬২ শ্লোকে আছে,—

"উপরাগে মহাতীর্থে কাল-দোষো ন বিদ্যতে"।

গ্রহণ ও মহাতীর্থে কালাকাল বিচার নাই।

সঙ্কল্পে মাসোল্লেখ বিধি।

সঙ্কল্পে তিন প্রকার মাস ব্যবহৃত হয়:—সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর মাস, শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র, কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র বলে।

মুখ্যচান্দ্র বিহিত কর্ম্ম।

বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, আদ্য শ্রাদ্ধ, মাসিক সপিণ্ডীকরণ, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, দান, নিত্য স্নান, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে স্নান দানাদি, সাধারণ তিথিবিহিত কর্ম্ম প্রভৃতি মুখ্য চান্দ্রমাসোল্লেখে করিতে হইবে। আর যে স্থানে কোন বিশেষ নাই সেই স্থানে চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে।

গৌণচান্দ্র বিহিত কর্ম্ম।

অষ্টকাদি পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, বারুণী স্নান, জন্মতিথিকৃত্য, জন্মাষ্টমীর উপবাস, দুর্গোৎসবাদি যাবতীয় তিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে।

সৌর মাস বিহিত কর্ম্ম।

তন্ত্রোক্ত যাবতীয় কার্য্য ও সংক্রান্তি-বিহিত কার্য্যে সৌর মাসের উল্লেখ হইবে। শিব পূজাদি সৌর-মাসের উল্লেখ করা বিধেয়।

কেহ কেহ মুখ্য চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিয়া থাকেন। শিবপূজাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে করিলে অবশ্যই সৌর মাসের উল্লেখ কর্ত্তব্য। অন্যথা বৈদিক মন্ত্রে পূজাদি করিয়া সৌর মাসের উল্লেখ করা উচিত নহে। কেবল শিবচতুর্দ্দশী দিনে শিব পূজায় গৌণ চান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে।

তীর্থ কার্য্যের কয়েকটী সাধারণ নিয়ম।

তীর্থ কার্য্য যতদূর সম্ভব যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া সম্পন্ন করা উচিত। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিয়া পুরোহিতের পরীক্ষাদি করা কি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন উচিত নহে। যে যে তীর্থে যে যে দেবতা ও সেবায়েত ব্রাহ্মণগণ থাকেন, তাঁহারা বন্দনীয় ও পূজনীয়, তাঁহাদের বাক্যানুসারে কাজ করিলে কার্য্য সম্পন্ন হয়। পুরোহিত যদি তাঁহার কার্য্যের ক্রটী করেন তজ্জন্য তিনিই দায়ী।

যোগিনী তন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় পটলে ৫০শ ৫১শ শ্লোকে আছে—

"তীর্থেষু ব্রাহ্মণং নৈব পরীক্ষেত কদাচন।
যত্তীর্থে যে চ দেবাঃস্যুঃ তত্তীর্থে তে দ্বিজাতয়ঃ।
বন্দিতব্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ তেষাং বাক্যেন পূততা।

দেবতা প্রথম দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ, পূজা, যথাসম্ভব স্নান, নমস্কার প্রদক্ষিণ ক্রমান্বয়ে করিবে। পূজা প্রভৃতি দেব কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য দ্বিপ্রহরের পর করা বিধেয়। দেব কার্য্য পূর্ব্বাভিমুখী ও উত্তরাভিমুখী এবং পিতৃকার্য্য দক্ষিণাভিমুখী হইয়া

করিবে। সর্ব্বত্র শিখাবদ্ধ, তিলক, হস্তকুশ ও উত্তরীয়যুক্ত হইয়া কার্য্য করিবে। দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণাঙ্গুরী থাকিলে হস্তকুশ না হইলেও চলে। সাধ্বী স্ত্রী হস্তকুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ব্যবহার করিবে—তিল ব্যবহার করিবে না, কুশাসনেও উপবেশন করিবে না। স্বয়ং ফলভাগী হইলে আত্মনেপদী অর্থাৎ 'করিষ্যে' "দদে" এই প্রকার, অন্যের প্রতিনিধি হইয়া করিলে পরস্মৈপদী অর্থাৎ "করিষ্যামী" 'দদানি' বাক্য প্রয়োগ করিবে। নিত্য কর্ম্ম ভিন্ন সকল কার্য্যে সঙ্কল্প ও দক্ষিণা দিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা না করিয়া কার্য্য করিবে না। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে অশক্ত হইলে পুত্র, সহোদর, পুরোহিত, গুরু, ভাগিনেয়, জামাতা, শিষ্য ও পত্নীকে প্রতিনিধি করিয়া কাজ করা যায়। উপবাসে অসমর্থ হইলে জল, ফল, দুগ্ধ ও ঘৃত ভক্ষণ করিতে পারা যায়। সাদৃশ্য থাকিলে একের অভাবে অন্য জিনিস ব্যবহার বিধান আছে। যথা—মধু অভাবে গুড়, ঘৃতাভাবে সর্ষপতৈল, যব অভাবে গম, এবং সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ ও হরীতকী দেওয়া যায়। শেফালিকা ও বকুল ভিন্ন, বৃক্ষ হইতে পতিত অন্য পুষ্প, দেবকার্য্যে কি পিতৃকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ক্রীত, ব্যবহৃত, বাসি এবং ছিন্ন পুষ্প দেওয়া নিষেধ। মল্লিকা, মালতী, জাতি, কুন্দ, শেফালিকা ও জবা পুষ্প শিবকে দিবে না। ধুতুরা ফুল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত হইলে শিবপূজায় প্রশস্ত। বিল্বপত্র ছয় মাস পরে বাসি হয়। শিবালয়ে কি শিবপূজায় করতালী পরিত্যাজ্য। তীর্থে আবাহন, প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। তীর্থ স্থানে একবেলা নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। এক তীর্থে থাকিয়া অন্য তীর্থের নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না, তীর্থ

স্থানে গিয়া পুরোহিত কি অপর ব্রাহ্মণের মনে ক্লেশ হয়, এমন কোন কাজ করিবে না। যতদূর সম্ভব তীর্থ কার্য্য কষ্ট করিয়া সম্পন্ন করিবে। সূর্য্য হইতে আরোগ্য, অগ্নি হইতে ধন, শিব হইতে জ্ঞান, নারায়ণ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিবে। চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সপ্তবার, বিষ্ণুকে চারিবার, অন্যান্য সাধারণ দেবতাকে তিন তিনবার এবং শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে। অর্থাৎ শিব সর্ব্বদা পূর্ব্বাস্য, তাঁহার সম্মুখ ত্যাগ করিয়া অগ্নি কোণ হইতে বায়ু কোণ ও পুনশ্চ অগ্নি কোণে আসিলে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ হয়। এই ক্রমে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

স্ত্রী, শূদ্রের মন্ত্রপাঠ নিয়ম।

স্ত্রী কিম্বা শূদ্রজাতি কোন প্রকার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণেতে পৌরাণিক মন্ত্রও পাঠ করিবে না। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলে স্ত্রী এবং শূদ্র নমোনমঃ বলিবেন। ওঁ স্বাহা, স্বধা, প্রণব স্থলেও 'নমঃ' বলিতে হইবে। সঙ্কল্পাদি কার্য্যে দেবশর্ম্মা স্থলে স্ত্রীলোক হইলে দেবী, এবং শূদ্র হইলে দাস, ও শূদ্রানী হইলে দাসী উল্লেখ করিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্রেরা রচিত বাক্য ও নমস্কারাদি মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে।

শ্রাদ্ধ কয়টি?

তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে চারিটী শ্রাদ্ধের বিধি আছে। যে তীর্থে গয়া আছে সেই স্থানে পাঁচটী। প্রথম, প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ, (পার্ব্বণ)

দ্বিতীয়, তীর্থযাত্রা সম্বন্ধীয় (আভ্যুদয়িক), তৃতীয়, তীর্থ-প্রাপ্তি-নিমিত্তক (পার্ব্বণ), চতুর্থ, তীর্থ প্রত্যাগমন জন্য (আভ্যুদয়িক), গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধন্তে ষোড়শ পিণ্ডদান,—স্ত্রীষোড়শী, পিতৃষোড়শী, মাতৃষোড়শী।

দান সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

ষোড়শ দান—

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপান্নং ততঃপরং।
তাম্বূলং ছত্রং গন্ধশ্চ মাল্যং ফল মতঃপরং।
শয্যা চ পাদুকা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা।

অর্থাৎ ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধক, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গাভী, স্বর্ণ ও রজত এই ষোলটি জিনিষ পর পর দান করার নাম ষোড়শ দান। তাহাতে অশক্ত হইলে—

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্র তাম্বূলকং ফলং।
গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গী চ দ্বাদশ।

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বূল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, শৃঙ্গী এই বারখানা দান করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে—

"ভূম্যাসনং জলং বস্ত্র প্রদীপান্নং"

ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন এই ছয়খানা দান অবশ্য করিতে হইবে। নতুবা পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না।

প্রথম অধ্যায়।

দানের জিনিষগুলি ব্যবহার-উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তাহাতে ধর্ম্ম হানি হয়। আবার যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা অশ্বাদি বাহন, গৃহ, বিলক্ষণ শয্যা, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত যে কোন জিনিস নিজের কি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে দান করিতে পারেন। দানের প্রত্যেক জিনিস যথাযোগ্য আধার ও আচ্ছাদনসহ উৎসর্গ করিতে হয়। ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে দান সামগ্রী কখনও সমান মূল্যের হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহার যেমন শক্তি সেই পরিমাণে দান না করিলে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে।

—o—
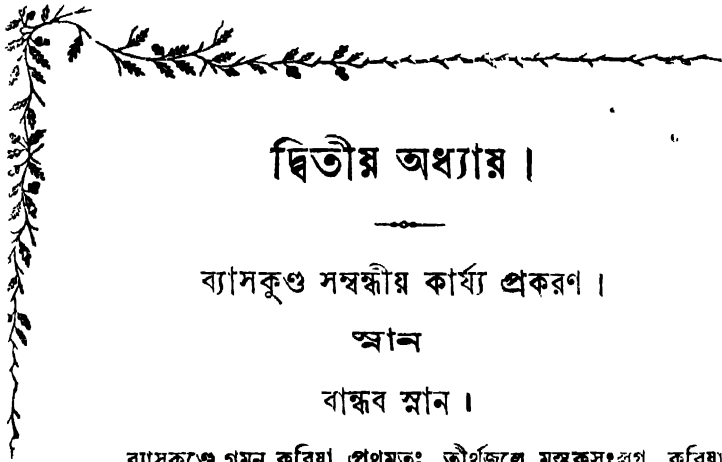
দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাসকুণ্ড সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রকরণ।

স্নান

বান্ধব স্নান।

ব্যাসকুণ্ডে গমন করিয়া প্রথমতঃ তীর্থজলে মস্তকসংলগ্ন করিয়া পরে বিনামন্ত্রে স্নান করণানন্তর শিখাবন্ধন, তিলক ও আচমন করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জায়া ও গুরু প্রভৃতির জন্য, জীবিত হইলে, বিষ্ণুপ্রীতি, আর মৃত হইলে স্বর্গবাসকালবৃদ্ধি-কামনায় সঙ্কল্পকরতঃ প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে স্নান করিতে অশক্ত হইলে গায়ত্রী কিম্বা প্রণব দ্বারায় সাত অথবা নয়টি কুশপত্রে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া—

"বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রাস্যামুকদেবশর্ম্মণো বিষ্ণুপ্রীতি-(মৃত হইলে স্বর্গাদি) কামনায় কুশময়ব্রাহ্মণমস্মিন্ ব্যাসকুণ্ডে স্নাপয়িষ্যামি" এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করণান্তর

"ওঁ কুশোসি কুশপত্রোহসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।"
ত্বয়ি স্নাতে সচ স্নাতো যস্যার্থে গ্রন্থিবন্ধনং।"

এই মন্ত্রে প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি ব্রাহ্মণ স্নান করাইয়া পরে স্বয়ং স্নান করিবে।

বৈদিক স্নান।

আদৌ নাভিমাত্র জলে নামিয়া মলাপহারার্থ অমন্ত্রক স্নানান্তে শিখাবন্ধন, তিলক, আচমনকরতঃ "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে, ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদীরা ও শূদ্রেরা "এষ অর্ঘ্যঃ বলিবে) নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানান্তে—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।
ওঁ কুরুক্ষেত্রং * গয়াগঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণিচ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥

কুরুক্ষেত্র পাঠ করিবে তৎপরে—

"বিষ্ণুরোমদ্যোতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অযুতাশ্বমেধ-যজ্ঞজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তি-কামোঽস্মিন্ ব্যাসকুণ্ডোদকে স্নানমহং করিষ্যে।"

উল্লিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জলে হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রটি জপকরতঃ তীর্থ পরিকল্পনানন্তর—

গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন এবং—

---

* কাহারও কাহারও মতে ব্যাসকুণ্ড স্নানে "কুরুক্ষেত্র" পাঠ অনাবশ্যক।

ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিশ্বপূজিতা।
পাহিনস্তে নমস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটীচ তীর্থানাং বায়ূরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষেচ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥
নন্দিনীত্যেবতেনাম দেবেষু নলিনীতিচ।
বৃন্দা পৃথ্বীচ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা মৃতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোক-প্রসাধিনী।
ক্ষমাচ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥

মন্ত্রে গঙ্গাকে আবাহন করিয়া জলমধ্যে "নারায়ণ" মন্ত্রটী দশবার জপ করতঃ দুই করে তিনবার চারিবার পাঁচবার অথবা সাতবার মস্তকে জলসেচনপূর্ব্বক মৃত্তিকা গ্রহণকরতঃ—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুস্কৃতং কৃতং ॥
ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভাধারিণি সুব্রতে।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাঽসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা ॥"

এই মন্ত্র পাঠ ও মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র লেপন করিয়া কেশগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত এবং হাতের অঙ্গুলিগুলি দ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও নেত্র

আচ্ছাদনান্তে তিনবার ডুব দিবে। স্রোতোজলে স্নান করা হইলে স্রোতাভিমুখী তদ্ভিন্নে সূর্য্য-অভিমুখী এবং রাত্রিতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ডুব দিবে।

তান্ত্রিক স্নান।

উত্তারাস্তু হইয়া বৈদিক স্নানবৎ সূর্য্য-নমস্কারান্তে সমুদয় কর্ম্ম করিয়া সৌরমাস ও রবিরাশি স্থিতি উল্লেখ স্ব স্ব ইষ্ট দেবতা প্রীতি-কামনায় সঙ্কল্প পূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস এবং প্রাণায়াম করিয়া পূর্ব্বোক্ত "গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থকে আবাহনকরতঃ "ব" এই মন্ত্রে, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ "হুঁ" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং "ফট্" এই মন্ত্রে সংস্করণ করিয়া মূল মন্ত্রে সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জলধারা প্রদানপূর্ব্বক সেই জলকে স্বীয় ইষ্ট দেবতার চরণারবিন্দ নিঃসৃত জল মনে করিয়া তাহাতে তিনবার নিমজ্জন এবং স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান ও যথাশক্তি মূল-মন্ত্র জপ করতঃ উন্মজ্জন করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে বারত্রয় জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলে কলস মুদ্রা দ্বারা নিজকে তিনবার অভিষেক করিবে।

———o———

সাধারণ নিয়ম।

তীর্থ-জলাশয়ের তর্পণ করিতে এক চরণ জলে অপর চরণ স্থলে রাখিবে। জলাশয়ে তর্পণ করিতে আদ্রবস্ত্র পরিধান থাকিলে নাভি-জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধান থাকিলে তীরে উঠিয়া তর্পণ করিবে। রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী, দ্বাদশী তিথিতে আর জন্মদিনেও রাত্রে তিল তর্পণ করিবে না, কিন্তু প্রেতপক্ষে, যুগাদ্যায়, সংক্রান্তিতে, অমাবস্যায়, গ্রহণে, মৃতদিনে এবং তীর্থমাত্রেই নিষিদ্ধ দিনেও তিল তর্পণ করিবে। তিলাভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত জল; তদভাবে কুশজল দ্বারা অথবা কেবল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু তর্পণে প্রথমতঃ তিলগুলিকে ধৌত করিয়া রোমরহিত বাম-হস্ততলে স্নানবস্ত্রাঞ্চলে কিম্বা পাত্রে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তর্পণ পাত্রে নিক্ষেপ করতঃ তর্পণ করিবে। বৃষ্টিজলে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রানীত জল পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজল দ্বারা দুই হস্তে তর্পণ করিবে। বিধবা স্ত্রী, প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে স্বামী, শ্বশুর এবং আর্য্য শ্বশুর (শ্বশুরের পিতা) আর ব্যবহার প্রযুক্ত মাতা পিতারও তর্পণ করিতে পারিবে। পিতা জীবিত থাকিলে কেহই তর্পণ করিতে পারিবে না।

সামবেদীয় তর্পণ।

দেব তর্পণ।

হস্তে কুশমুষ্টি, কুশাঙ্গুরী ধারণকরতঃ উপবীতী অর্থাৎ স্বভাব উত্তরীতে পূর্ব্বাস্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈদিক স্নানোক্ত কুরুক্ষেত্র পাঠ করিবে। যদি স্থলে তর্পণ করা হয় তবে "ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু" এই মন্ত্রে জলপ্রক্ষেপ স্থানে যব প্রক্ষেপরূপ আবাহন করিবে, (কাহারও কাহারও মতে আবাহন নাই) কিন্তু জলে আবাহন করিবে না। অনন্তর যব কুশ (ত্রিপত্র) যুক্ত জলদ্বারা "ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং" এই মন্ত্রটি বলিয়া সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ দৈবতীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক "ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং" "ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং" "ওঁ প্রজাপতি-স্তৃপ্যতাং" মন্ত্রে তর্পণ করিয়া—

"দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চযে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥"

এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ একাঞ্জলি প্রদান করিবে অনন্তর মালাবৎ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক পশ্চিমাস্য হইয়া—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইটি পড়িয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের মূলরূপ "কায়তীর্থ" দ্বারা অঙ্গুলিদ্বয় প্রদানকরতঃ স্বভাব উত্তরীতে পূর্ব্বমুখী হইয়া—

ঋষি তর্পণ।

"ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং" এই মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা একাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পরে বিপরীত উত্তরীতে দক্ষিণাস্য হইয়া—

"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পড়িয়া তিল মোটক সহ জল লইয়া—

পিতৃ তর্পণ।

"ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।"

এই মন্ত্র পড়িয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূলরূপ পিতৃতীর্থ দ্বারা তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে—

সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।২।
উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।৩।
সৌকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।৪।

বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৫।

আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৬।

এই মন্ত্র পড়িয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূলরূপ পিতৃতীর্থ দ্বারা তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে তর্পণ করিবে। তৎপরে—

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবেচান্তকায়চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায়চ॥
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে;
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদকে বারত্রয় তর্পণকরতঃ—

ওঁ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেব শর্ম্মা
তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা

এই মন্ত্রে পিতৃ উদ্দেশে তিনবার তর্পণ, এইরূপেই পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে তর্পণ করিবে। অনন্তর—

ওঁ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী
তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।"

এই মন্ত্রে মাতৃ উদ্দেশে তিনবার তর্পণ, এবং এইরূপেই পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে তর্পণ করিবে। প্রপিতামহীর বারত্রয় তর্পণ করিয়া মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ-

প্রমাতামহীকে গোত্র সম্বন্ধে নামোল্লেখকরতঃ মন্ত্র পড়িয়া একাঞ্জলী প্রদান করিবে।

পিত্রাদি বৃদ্ধপ্রপিতামহী পর্য্যন্ত দ্বাদশ জন মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকেন, কি সন্ন্যাসী হন, কিম্বা পতিত থাকেন, তবে বৃদ্ধপ্রপিতা-মহাদিকে গ্রহণ করতঃ দ্বাদশ জন পূর্ণ করিবে, এবং সর্ব্বত্র তর্পণে কোশা জল হইতে প্রাদেশ মাত্র উঠাইয়া পুনর্ব্বার জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে গোত্র সম্বন্ধে নামোল্লেখ করিয়া অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ দিগের প্রত্যেককে একাঞ্জলি প্রদান করিবে কিন্তু পুরুষদিগের তর্পণ করিতে "তস্মৈ" স্ত্রীদিগের সেইস্থলে "তস্যৈ" বলিবে। অনন্তর—

ওঁ যে বান্ধবাঽবান্ধবা, বা, যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই মন্ত্র তিনবার এবং—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

উল্লিখিত মন্ত্রেও বারত্রয় তর্পণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া—

ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতাং।

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—

ওঁ যেচাস্মাকং কুলেজাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকং।

উক্ত মন্ত্রে ভূমিতে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জল নিক্ষেপান্তে অচ্ছিদ্র অবধারণাদি পূর্ব্বক—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥

এই মন্ত্রে নমস্কারপূর্ব্বক বৈদিক স্নানোক্ত—

"ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য নমস্কার করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় তর্পণ বিধি।

দক্ষিণাভিমুখ দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরী দিয়া স্মার্তমতে পিতা পিতামহাদির তর্পণে—

অমুক গোত্র পিতরমুখ দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা।

মাতা, পিতামহী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের তর্পণে—

অমুক গোত্রে মাতরমুকি দেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা।

এই প্রকার সম্বোধনান্ত বাক্য করিয়া তর্পণ করিবে। হলায়ুধের মতে দেবতর্পণের পূর্ব্বে পার্ব্বণ পদ্ধতির আবাহন প্রকরণস্থ

বিশ্বে দেবা স আগতং বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং।
অপহতা সুরারক্ষাংসিবেদীসাদ ইতি মন্ত্রে

তিল প্রক্ষেপ।

এই দুইটী মন্ত্রে দেবতা আবাহন এবং পিত্রাদি তর্পণের পূর্ব্বে—

"ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধী মহ্যু শন্তঃ সমিধী মহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে"।

এবং—

ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যা সোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি-ব্রুবন্তুতেঽবন্ত্বস্মান্।

উক্ত দুই মন্ত্রে—

পিত্রাদির আবাহন করিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু প্রাচীনেরা সামবেদী তর্পণের "তৃপ্যতাং" স্থানে "তৃপ্যতু" "তৃপ্যন্তাং" স্থানে "তৃপ্যন্তু" এইরূপ আত্মনেপদ স্থানে পরস্মৈপদ। আর শূদ্রাদির পিত্রাদিতর্পণে—

অমুক-গোত্র-পিতরমুক-দাস তৃপ্যস্বৈতংসতিলোদকং তুভ্যং নমঃ এবং মাতা প্রভৃতির তর্পণে—

"অমুক গোত্রে মাতরমুকি দাসি তৃপ্যস্বৈতৎ স্বতিলোদকং তুভ্যং নমঃ এই প্রকার বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিশেষ বিধি ভিন্ন আর সমুদয়ই সামবেদী তর্পণের মত করিতে হইবে।

ভীষ্ম তর্পণ

ব্রাহ্মণেরা পিত্রাদি তর্পণের পরে, ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বে পিতৃকৃত্য রীতি অনুসারে—

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায়চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে ॥

এই মন্ত্রে তিনবার ভীষ্মকে তর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে—

"ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদীজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র-পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং" ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

তর্পণান্তে ব্যাসকুণ্ড তটস্থ মন্দিরে ব্যাসদেব, ভৈরব ও চণ্ডিকা দর্শন ও পূজা করিবে। তাহার কোন বিশেষ মন্ত্রাদি শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ নাই। সামান্য নিয়ম মতেই তাহা করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষমতা অনুসারে ভৈরবকে পূজা, বলিদান (শাক্তের পক্ষে) বিধেয়। এই তীর্থে "ভৈরব" বড়ই প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা বটেন।

বটুক।

জলফুলে কুণ্ড পারস্থিত বটুক দেবকে পূজা করিয়া—

"ওঁ বটুকো মতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু মে দেব পঞ্চ-লোষ্ট্র-প্রিয়ঃ সদা" ॥

মন্ত্রে পাঁচটী লোষ্ট্র (ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড) প্রদান করিবে। এবং—

"বটুর্নাম মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বর-দ্বারপালকঃ।
সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশায় বটুদেব নমোঽস্তুতে" ॥

মন্ত্রে নমস্কার করিয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন ও পার্শ্বে সিন্দূর লেপন করিয়া বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে।

তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধম্। *

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধ দিনে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দাঁতন করিবে না, এবং সর্ষপ তৈল কিম্বা পক্ব তৈল বা পুষ্পবাসিত ভিন্ন অন্যান্য তৈল মাখিবে না।

খোলা কুশাদি † প্রস্তুত করিয়া, সন্ধ্যা পূজাদি (নিত্যশ্রাদ্ধ ও বলি বৈশ্বভিন্ন) সকল নিত্যকর্ম্ম সমাপণ পূর্ব্বক সোত্তরীর বস্ত্র পরিধানান্তে প্রদীপ (শ্রাদ্ধ সমাপনাবধি) জ্বালিয়া শূদ্রেতর ব্যক্তিগণ—

---

* রাক্ষসী বেলা ও রাত্র্যাদি ভিন্ন প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত যে সময় তীর্থপ্রাপ্ত হইবে তৎক্ষণাৎ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রনাথধামে সাধারণতঃ স্নান ও তর্পণের পর ব্যাসকুণ্ড পারে সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ করার প্রথা প্রচলিত আছে। যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে তাহা কোনমতে ত্যাগ করা উচিত নহে। এই জন্যই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এ ইথানে লিখা হইল।

† প্রাদেশ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে তর্জ্জন্যগ্র পর্য্যন্ত প্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বেধ ও বিস্তার এরূপ জোড়া প্রায় ছয় খণ্ডা, থালি দুই খণ্ডা, অন্নপাত্র তিনখানা করিবে। পাঁচ সাত বা নয় (সামবেদীয় বিশেষ না থাকায় তিন) গাছি সাগ্র

('একবার প্রক্ষালিত তণ্ডুল স্বয়ং পত্নী বা সপিণ্ড দ্বারা) সমর্থ হইলে অন্নপাক করাইবে। কিন্তু অসমর্থে, গ্রহণ কালে, তীর্থ স্থানে কৃত শ্রাদ্ধে অন্নপাক নাই। তণ্ডুলাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বরাদির নিমিত্ত খোলায় চারিভাগ সঘৃত ও উপকরণযুক্ত তণ্ডুল বাড়িয়া লইবে। যথাকালে অগ্রে বাম, পরে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিয়া উদ্বেগশূন্য গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে (ইষ্টকময় স্থানে মৃত্তিকা লেপন করিয়া) শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদি সাজাইয়া লইবে। দক্ষিণাস্য কর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে বায়ুকোণ সন্নিহিত স্থানে পশ্চিমাগ্র পাত্র করিয়া দৈব পক্ষ, তৎপরে সম্মুখে নৈঋর্ত কোণ সন্নিহিত স্থানে দক্ষিণাগ্র পিতৃপক্ষ, উহার পার্শ্বে অগ্নিকোণে সমীপে মাতামহ পক্ষ সাজাইয়া, কর্ত্তার বাম-হস্তের পার্শ্বে পূর্ব্বাগ্র পাঁচটা ভোজ্য সাজাইতে হইবে। কুশা ব্রাহ্মণ তিনটি উত্তরাগ্রে করিয়া দৈবপক্ষ সমীপে ডোঙাতে রাখিয়া উভয় দিকে (কোশার ন্যায়) দুইটি জলপাত্র স্থাপন করিবে।

পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমনপূর্ব্বক, কুশহস্ত ও তিলকবিশিষ্ট হইয়া —

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

গোকর্ণ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে অনামিকাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রমাণ কুশা অভাবে কেশে, সধবা স্ত্রীলোকেরা দূর্ব্বা দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তক (বামাবর্ত্তের নাম বিষ্টর) তিনটি ব্রাহ্মণ বান্ধিতে হইবে। ঐ দক্ষিণাবর্ত্তে তিন গাছ কুশা দ্বারা মোটক ষোলটি, ত্রিপত্র তিনটি, হস্তকুশ চারিটী, এবং প্রাদেশ প্রমাণ দুই দুই গাছ সাগ্র কুশা দ্বারা সাতটা পবিত্র ও কতকগুলি (হস্ত প্রমাণ) আস্তর করিবে। পুরাতন কুশা জলে ভিজাইলে শক্ত হয়। হরি শয়নে বাসী কুশা অব্যবহার্য্য।

মন্ত্রপাঠ করিয়া নারায়ণে গণেশাদিকে পূজাপূর্ব্বক (শ্রাদ্ধের পর দান নিষেধ, এই জন্য যাচকাদি নিমিত্ত অগ্রে) ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। সর্ব্বত্র শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা ওঁকার এবং স্বধা স্থানে "নমঃ" বলিবেন, ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র ভাগ পড়িবে না—ব্রাহ্মণ দ্বারা পড়াইবে।

ভোজ্যোৎসর্গ।

বামহস্ত দ্বারা ভোজ্য ধরিয়া—"ওঁ সঘৃত-সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" তিনবার এই মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে।

এতে গন্ধ-পুষ্পে "ওঁ সঘৃত-সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ।

এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ॥

এতৎসম্প্রদানায় ব্রহ্মণায় নমঃ। এই দুইটী মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প নারায়ণে দিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি * অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতরমুক + দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ (এই ক্রমে প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও

---

* কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ, অষ্টকা ও মঘাত্রয়োদশ্যাদি নিমিত্তক শ্রাদ্ধে এবং কন্যা তুলাস্থাদি রবি নিমিত্তক মহালয়াদি শ্রাদ্ধে গৌণ চান্দ্র মাসোল্লেখ (কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমাসী পর্য্যন্ত) হইবে। কন্যা তুলাস্থাদি রবিতে কেহ কেহ সৌর মাস বলেন। সংস্কারাঙ্গক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধেও প্রায় সৌর মাস, এতদ্ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র মৃতাহ নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদিতে মুখ্য চান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে।

+ যাঁহার নাম না জানিবে, তথায় অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ (এইরূপে শ্রাদ্ধকর্ত্তার নামোল্লেখ করিয়া) "পিতামহ দেবশর্ম্মণঃ" এইরূপ

,বৃদ্ধ প্রমাতামহ, ইহাদের গোত্র সম্বন্ধ ও নামোল্লেখ করিয়া) চন্দ্রশেখর তীর্থে তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে, পুনশ্চ পিতৃ হইতে বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের গোত্র নামোল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ করিয়া অক্ষয় স্বর্গকাম "ইদং সঘৃত সোপকরণামান্ন-ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীশিব দৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

সম্মুখস্থিত হরীতকী-সমন্বিত জল পাত্রে অধোমুখ দক্ষিণ করের উপরে অধোমুখ বাম করাঙ্গুলি সকল রাখিয়া, অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ কৃতৈতৎ সোপকরণ ভোজ্য দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ দক্ষিণা তৎকাঞ্চন মূল্যং হরীতকী ফলমর্চ্চিতং শ্রীশিব-দৈবতং যথা-সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি, এই মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিবে।

তৎপরে পঞ্চোপচারে (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য) ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ, পূজান্তে ইদং সঘৃতং সোপকরণামান্ন ভোজ্যং ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ, মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজাপূর্ব্বক এতৎ শ্রাদ্ধীয়া-গ্রভাগ সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ

উল্লেখ হইবে। প্রতিনিধি স্থলে অমুক গোত্রস্য রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ শ্রাদ্ধাধিকারী কর্ত্তার নাম করিয়া পিতামহামুক দেবশর্ম্মণঃ এইরূপ উল্লেখ করিবে। এইরূপ প্রতিনিধি স্থলে ও নাম না জানিলে অমুক গোত্রস্য রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পিতামহস্য রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পিতামহ দেবশর্ম্মণঃ এইরূপ উল্লেখ করিবে।

জীবৎপিতৃকের অঙ্গশ্রাদ্ধ ব্যতীত শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। তথায় যিনি জীবিত থাকেন তাঁহাকে ছাড়িয়া উর্দ্ধতন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে। পিত্রাদিত্রয় বর্ত্তমানে শ্রাদ্ধ নাই।

(পবিত্র বন, পর্ব্বত, নদীতট্ ও তীর্থাদিতে ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধে অস্বামিক স্থান-হেতুক) ভূস্বামীকে অগ্রভাগ দিতে হয় না।

পরে পিতৃরীতি, (অর্থাৎ সর্ব্বত্র পিতৃপক্ষে বামজানু পাতন ও দক্ষিণ জানু উন্নত রাখিয়া দক্ষিণাস্য ও যজ্ঞোপবীতের সহিত বিপরীত উত্তরীয় হইয়া এবং পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী মূলের মধ্য স্থানের নাম) দ্বারা স্বধান্ত মন্ত্রে প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে—ইহার নাম পিতৃ-রীতি) ক্রমে তিল, তুলসী ও মোটক লইয়া—"এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সঘৃত সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যং ওঁ এতৎ ভূস্বামি পিতৃভ্যঃ স্বধা" মন্ত্রে ভোজ্যের উপর দিবে।

পরে দৈবরীতি [অর্থাৎ সর্ব্বত্র দৈবপক্ষে উপবীতী, উত্তরাস্য ও পাতিত দক্ষিণ-জানু হইয়া, (সর্ব্বত্র জানুমধ্যে অর্থাৎ ক্রোড় সমীপে হস্ত রাখিতে হইবে) এবং দৈবতীর্থ (অঙ্গুল্যগ্র সকলের নাম) দ্বারা নমোহন্ত মন্ত্রে দৈবপক্ষীয় কার্য্য করিতে হইবে, ইহাকে দৈবরীতি বলে।] ক্রমে ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে স্নান করাইয়া এষ গন্ধ ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, এই ক্রমে পূজান্তে তিন ব্রাহ্মণের আসনে দৈবে দুই গাছি প্রাগগ্র কুশা এবং পিতৃপক্ষে ও মাতামহ পক্ষে এক একগাছি দক্ষিণাগ্র কুশা (ব্রাহ্মণাসনার্থ) দিয়া (ব্রাহ্মণের পার্শ্বে তাম্বুল রাখিবে) তাহার উপর দৈবে পশ্চিমাগ্র এবং মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্র করাইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। *

---

* শ্রাদ্ধে পিতাকে বসুরূপে, পিতামহকে রুদ্ররূপে ও প্রপিতামহকে আদিত্য-রূপে জ্ঞান করিবে।
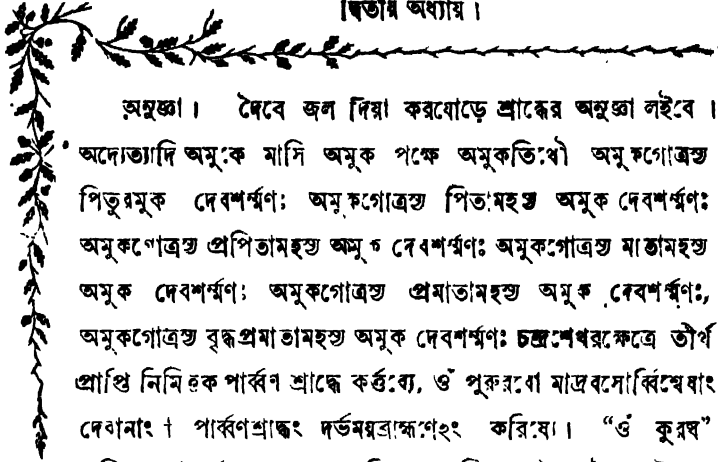
অনুজ্ঞা। দৈবে জল দিয়া করযোড়ে শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা লইবে। অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ চন্দ্রশেখরক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে, ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং* পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে। "ওঁ কুরুষ" প্রতিবাক্য (সর্ব্বত্র অভুক্ত পুরোহিত ইত্যাদি দ্বারা) বলাইতে হইবে।

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বামাবর্ত্তে (প্রায় সর্ব্বত্র দৈবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে বামাবর্ত্তে আসিতে হইবে) পিতৃপক্ষে আসিয়া—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে। মাতামহাদি ত্রয়েরও এইরূপে গোত্র নামোল্লেখাদি দ্বারা অনুজ্ঞা করিতে হইবে, এবং কুরুষ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ, নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক একটু গঙ্গামৃত্তিকা বা তুলসীমৃত্তিকা সম্মুখস্থ জলে

---

* উত্তম দ্রব্যাদি লাভ জন্য স্বেচ্ছাকৃত শ্রাদ্ধে ক্রতু দক্ষ দেবতা, নান্দীমুখে বসুসত্য দেবতা, পার্ব্বণে পুরূরবো মাদ্রবা দেবতা।

গুলিয়া ঐ জল একটু শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদিতে ছিটাইয়া দিয়া—" ওঁ রক্ষোঘ্ন মুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ" গঙ্গোদকে—"অস্মিন্ শ্রাদ্ধে গঙ্গোদক ত্বং রক্ষোঘ্নমসি" বলিলে) এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরস্থানীয় পাত্রে রক্ষোঘ্ন জল রাখিবে, এবং ব্রাহ্মণদিগকেও একটু একটু জল দিবে।

আসন দান। দৈব ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ত্রিপত্র রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা * ধরিয়া,—"ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসো বিশ্বে দেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণের বাম পার্শ্বে একটি মোটক রাখিয়া পিতৃরীতি ক্রমে ধরিয়া + "বিষ্ণুরোম অমুক--গোত্র পিতুরমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং নমঃ" "ওঁযে চাত্রত্বা মনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা"এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। মাতামহ পক্ষেও এইরূপ পিতৃরীতিতে মোটক ধরিয়া উৎসর্গ করিবে।

আবাহন। (তীর্থ শ্রাদ্ধে অর্ঘ্য আবাহন নাই) দৈবরীতি ক্রমে যব (সর্ব্বত্র দৈবে তিল স্থানে যব গ্রাহ্য) লইয়া ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে (ওঁ আবাহয় প্রতিবাক্য)।

"ওঁ বিশ্বদেবাসআগত শৃণুতাম ইমং হবম্ ইদং বর্হির্নিষীদত"। ১।

---

* উৎসর্গে সর্ব্বত্র—দৈব পক্ষে অধোমুখ বামহস্ত দ্বারা ত্রিপত্র যুক্ত দ্রব্য অন্বারব্ধ (অলগ্ন দক্ষিণ কর পৃষ্ঠ মূল দেশ বাম কর সংস্পর্শ করিয়া) হস্ত দ্বারা দৈবরীতিতে ধরিতে হইবে।

+ সর্ব্বত্র পিতৃপক্ষে উৎসর্গে অন্বারব্ধ হইয়া মোটক সংযুক্ত দ্রব্য চিত বাম হস্ত দ্বারা ধরিতে হইবে।

যব ছড়াইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

"ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ট যে অগ্নি জিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্" । ২ ।

"ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি" । ৩ ।

পরে পিতৃরীতি ক্রমে তিল গ্রহণ করিয়া—ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে (ওঁ আবাহয়, প্রতিবাক্য লইয়া)

"ওঁ এতপিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহভদ্রংরৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" ! ৪ ।

"ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধী মহ্যশন্তঃ সমিধী-মহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে" । ৫ ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

"ওঁ আয়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দ্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ । ৬ ।

আবাহন পূর্ব্বক—"ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" এই মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘ্য—জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবব্রাহ্মণ সমীপে পূর্ব্বাগ্র কুশার উপর একটি এবং পিতৃব্রাহ্মণ সমীপে দক্ষিণাগ্র কুশার উপর তিনটি, ঐরূপ কুশার উপর মাতামহ পক্ষে আর তিনটি অর্ঘ্য পাত্র * স্থাপন করিবে—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে সাগ্র পবিত্র, বাম হস্ত দ্বারা—দক্ষিণ হস্তে লইয়া † নখ ব্যতিরিক্ত অস্ত্র দ্বারা মূলভাগ ছেদন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জলের ছিটা দিয়া, "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পুতেস্থ" বলিয়া, দৈবাদি ক্রমে সপ্ত পাত্রে (প্রত্যেকে এই ক্রমে) সপ্ত পবিত্র স্থাপন করিবে।

"ওঁ শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে, শংযোরভি স্রবন্তুনঃ। ৭।

এই মন্ত্রে পবিত্রের উপর দৈবাদি ক্রমে জল দিয়া, দৈবে—

"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দেষো যবয়ারাতীর্দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধতাং লোকাঃ পিতৃ-সদনাঃ পিতৃসদন মসি"। ৮।

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্রের উপর যব দিবে—

"ওঁ তিলোঽসি সোম দৈবত্যো গোসবো দেব

---

* সীষক, লৌহ, মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র, ভগ্ন পাত্র এবং অষ্টাঙ্গুলির ন্যূন পাত্র শ্রাদ্ধে ত্যাজ্য। স্বর্ণ রৌপ্যাদি পাত্র অষ্টাঙ্গুলির ন্যূন হইলেও প্রশস্ত কিন্তু দৈব পক্ষে রজত পাত্র অব্যবহার্য্য।

† সর্ব্বত্র দ্রব্য গ্রহণাদি বাম হস্ত দ্বারা এবং প্রদানাদি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা করিতে হইবে। পবিত্রেতে জলের ছিটা পুনশ্চ বাম হস্তে রাখিয়া দিতে হইবে।
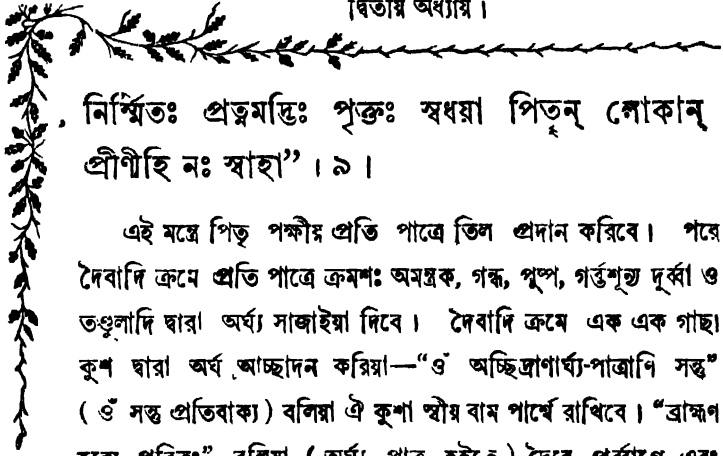
নির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণীহি নঃ স্বাহা"। ৯।

এই মন্ত্রে পিতৃ পক্ষীয় প্রতি পাত্রে তিল প্রদান করিবে। পরে দৈবাদি ক্রমে প্রতি পাত্রে ক্রমশঃ অমস্রক, গন্ধ, পুষ্প, গর্ত্তশূন্য দুর্ব্বা ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। দৈবাদি ক্রমে এক এক গাছা কুশ দ্বারা অর্ঘ আচ্ছাদন করিয়া—"ওঁ অচ্ছিদ্রাণার্ঘ্য-পাত্রাণি সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া ঐ কুশা স্বীয় বাম পার্শ্বে রাখিবে। "ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং" বলিয়া, (অর্ঘ্য পাত্র হইতে) দৈবে পূর্ব্বাগ্রে এবং পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণাগ্র পবিত্র সকল দিয়া—জলান্তরং নমঃ পুষ্পান্তরং নমঃ, (অন্যত্র হইতে) ব্রাহ্মণকে জল ও পুষ্প দিয়া, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ, মন্ত্রে পূজা করিবে।

বাম করতলে অর্ঘ্যপাত্র উঠাইয়া লইয়া, তাহার উপর অধোমুখ দক্ষিণ করতল আচ্ছাদন করিয়া—

"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়াস্তা নঃ আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু"। ১০।

এই মন্ত্র পাঠান্তে ভূমিতে রাখিয়া, উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া—"ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ এই মন্ত্রে দৈব ব্রাহ্মণে পুষ্প জলাদি সহ অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে, দক্ষিণমুখাদি পিতৃনীতি দ্বারা, পিতৃব্রাহ্মণ-হস্তে পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র, জলান্তর, পুষ্পান্তর,

একদা দুই দিকেই দিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি, সর্ব্ব-গাত্রেভ্যো নমঃ, বলিয়া পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্যপাত্র করতলে লইয়া, যা দিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভূমিতে রাখিয়া পিতৃ-রীতিতে ধরিয়া—ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং—ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা"। এই মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণ হস্তে (পাত্রে কিঞ্চিৎ অর্ঘ্যাবশিষ্ট জল রাখিয়া) অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে যা দিব্যা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া পিতামহাদি পঞ্চককেও যথাক্রমে অর্ঘ্য দান করিবে। (সকল পাত্রেই কিঞ্চিৎ জল থাকা চাই) পরে পিতামহাদি ছয় পুরুষের অর্ঘ্যপাত্রাবশিষ্ট জল পিতৃপাত্রে সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বাম পার্শ্বে কুশার উপর ন্যুব্জ (উল্টাইয়া পিতৃ পাত্র উপরে ও প্রপিতামহ পাত্র নিম্নে যেরূপে হয়) করিয়া, সংস্থাপন করিবে। মন্ত্র—

ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি। ১১।

গন্ধাদি দান। দৈবে, পাত্রের উপর বস্ত্র, (বস্ত্র অতি দরকারী) তুলসী করিয়া চন্দন, রক্তবর্ণ ভিন্ন নানাপ্রকার পুষ্প এবং ধূপ, দীপ জ্বালিয়া, ঐ মন্ত্র দৈবরীতিতে ধারণ করিয়া—ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বে দেবাঃ এতানি বো গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, এষ বো গন্ধঃ এতদ্বঃ পুষ্পং এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ এতদ্ব আচ্ছাদনং, যথাক্রমে দৈব ব্রাহ্মণকে দিবে।

তৎপরে, পিতৃরীতিতে বিপরীতোত্তরীয়কাদি হইয়া, পিতৃ ব্রাহ্মণ সমীপে পূর্ব্ববৎ বস্ত্র গন্ধ ও পুষ্প রাখিয়া ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অমুক

গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র, প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্প ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি—ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনুতস্মৈ তে স্বধা" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া—এষতে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষতে ধূপঃ, এষতে দীপঃ এতত্ত আচ্ছাদনং, এক এক করিয়া দ্রব্য সকল পিতৃ ব্রাহ্মণকে দিবে।

এইরূপে মাতামহাদি ত্রয়ের নামোল্লেখ করিয়া, নিবেদন পূর্ব্বক ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। সমর্থ হইলে (আসনাদি দানের ন্যায় গোত্র নামোল্লেখ করিয়া) যজ্ঞোপবীত দান করিবে। *

পরে দৈবে যবযুক্ত ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল তুলসী যুক্ত পানীয় জলপাত্রত্রয় সংস্থাপন করিয়া রাখিবে।

অন্নদান। তিন ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ কুশাদি অপসারণপূর্ব্বক স্থান পরিষ্কার করিয়া, দৈবে ঈশান কোণ হইতে জল দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে প্রাগগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল এবং পিতৃপক্ষে নৈঋ্ঁত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল, ঐরূপ মাতামহ পক্ষেও আর একটি মণ্ডল করিবে এবং যথাক্রমে ভোজন পাত্র তিনটি রাখিবে।

অগ্নৌকরণ,—দৈব ও পিতৃব্রাহ্মণের মধ্যস্থানে (নৈঋ্ঁত কোণ সমীপে) জলপূর্ণ একটি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক দৈব বা পিতৃরীতি ক্রমে, আর একটি পাত্রে কেবল সঘৃত অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) "ওঁ স্বাহা" বলিয়া ঐ জলে করস্থিত পাত্র

* সংসারে যাহা উত্তম এবং যাহা আপনার ও পিতার প্রিয় এই স্থানে পিতৃ উদ্দেশে উৎসর্গান্তে ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি উহা প্রদান করিবে। ঐরূপ খাদ্য দ্রব্য অন্নদানের সহিত বা পরে নিবেদন করিবে।

হইতে (একটি মোটক দ্বারা) কিঞ্চিৎ অন্ন নিক্ষেপ করিয়া হোম করিবে—(তীর্থে অগ্নৌ করণ অনাবশ্যক)।

"ওঁ সোমায় পিতৃমতে"।

বলিবে এবং "ওঁ স্বাহা" বলিয়া পুনশ্চ হোম করিয়া—

"ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায়"। ১২।

বলিবে, এবং অমন্ত্রক দুইবার হোম করিবে। পরে দৈবপাত্রে দুইবার পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে তিন বার অল্প অল্প ঐ অন্ন দিবে। (পিণ্ডার্থ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন রাখিবে)।

দৈবরীতিতে দৈবপাত্রে অধোমুখ বামকর—পৃষ্ঠমূলের উপর দক্ষিণকরতলের মূলদেশ স্থাপন করিয়া মন্ত্র পড়িবে—

"ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে—অমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা"। ১৩।

এবং পিতৃরীতিতে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ঐরূপ হস্তই চিত ভাবে রাখিয়া,—পৃথিবীতে—মন্ত্র দুইবার পাঠ করিবে।

পরে, দৈবাদিক্রমে, ঈষদুষ্ণ প্রচুর অন্ন * ব্যঞ্জন † দধিমধু ‡ ও

---

* দধি ক্ষীর ও পিষ্টকাদি ভিন্ন পর্য্যুষিত, কুদৃশ্য, অপরিষ্কৃত, দগ্ধ বাপ্প দুষ্ট ও উপযুক্তাগ্রভাগ এবং পাকসমাপনান্তে শৈত্যাদি নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পাককৃত বা প্রত্যক্ষ লবণযুক্ত অন্নাদি ত্যাজ্য। কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেলোদক এবং তাম্র-পাত্রস্থিত মধু ও দ্রব্যান্তর যুক্ত ভিন্ন ঘৃতেতর সমস্ত গব্যদ্রব্য সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য। পায়সাদি দেওয়া প্রশস্ত। অন্নাদি কুক্কুর শূকরাদি ও মহারোগী পতিত এবং

উপকরণাদি দুই হস্ত দ্বারা পরিবেশন করিয়া দৈব অন্নে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠের মধ্যভাগ স্থাপন পূর্ব্বক

ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষ মদীয়ং" বলিবে। পিতৃ অন্নে পিতৃরীতিতে ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া—

"ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষ"

এই মন্ত্র অথবা তিন দিকেই—

"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে, ইদং হবিঃ"। ১৪।

এই মন্ত্র পড়িবে। মাতামহ পক্ষেও এইরূপ। পরে দৈবপক্ষীয় অন্নে অমন্ত্রক যব নিক্ষেপ করিয়া পিতৃপক্ষে—

"ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ"। ১৫।

এই মন্ত্রে তিল প্রক্ষেপ ও ঘৃত দান করিবে। অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া—

অন্ত্যজাদি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট হইলে ত্যাজ্য। স্বর্ণোদক স্পর্শ দ্বারা অন্নাদির সামান্য দোষ নষ্ট হয়।

† কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, রাইসর্ষপ, পালংশাক ও মসুর ডাইল, সৈন্ধব ভিন্ন লবণযুক্ত দ্রব্য এবং মহিষের দুগ্ধ শ্রাদ্ধে দেওয়া নিষেধ। ভাজা জিনিষ (ঘৃতাভাবে) তৈলপক্ক দ্রব্য এবং ক্ষীরাদি-শূদ্রকৃত হইলেও ব্যবহার্য্য। স্নেহদ্রব্য ব্যঞ্জন ও লবণ কদলী পত্রাদি ব্যবধান ভিন্ন কেবল হস্তে করিয়া পরিবেশন করিবে না।

‡ মধু অভাবে ইক্ষুগুড় তদভাবে মধুময় পুষ্পোদক দেওয়া ব্যবহার আছে। মধ্বাদি পাত্রান্তরের অভাবে ভোজন পাত্রে দিবে।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।

ওঁ মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীর্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥

মধূদ্যোরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধু মাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু, ওঁ মধু॥ ১৬॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অন্ন প্রোক্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া, বামহস্ত দ্বারা দৈবরীতি ক্রমে তুলসী, ত্রিপত্র ও যবযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত জলে রাখিয়া উৎসর্গ করিবে—ওঁ পুরুরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বে দেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদতং" বলিবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে অন্নে মধু দিয়া, গায়ত্রী ও মধুবাতা জপ করিয়া, তন্নপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণে জল দিয়া. পিতৃরীতি ক্রমে মোটক ও তিল তুলসীযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া—

অমুক গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং সতিলোদকং "ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—ইদমন্নং ইমা সতিলাআপ ঈষৎ হবিরেতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত।"

পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুবাতা—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক করযোড় করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে –

"ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।

তৎসর্ব্ব মিদমচ্ছিদ্রমস্তু" মাতামহ পক্ষেও এইরূপ করিবে।

পরে, সাতটা পিণ্ডের পরিমাণ সঘৃত অন্ন, দধি, মধু ও রম্ভাদি উপকরণ একটি পাত্রে একত্রিত করিয়া মাখিতে মাখিতে পিতৃরীতিতে থাকিয়া এই শ্রাদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিবে।

যথা, গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক,—"ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্য—ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র, তৎসন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো রক্ষাংস্য শেষাণ্য সুরাশ্চ সর্ব্বে।

ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্,
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মান শেযতঃ।
মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো,
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি,
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ,
শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম।

ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ

শকুনিস্তস্যশাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং
রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।

ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো
ভীমসেনোঽস্যশাখা,

মাদ্রী-সুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্মচ
ব্রাহ্মণাশ্চ।

ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ,
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে।
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ,
প্রস্থিতা দূর মধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত।"

এই সকল পাঠক পূর্ব্বক সতিল দক্ষিণাগ্র কতিপয় কুশা পিতৃ ব্রাহ্মণের বামে উচ্ছিষ্ট সমীপে বিস্তার করিয়া উহাতে একটু জলের ছিটা দিয়া (পিতৃরীতি ক্রমে) তিল তুলসী মোদক যুক্ত একটি পিণ্ড লইয়া অন্বারব্ধ বামহস্ত দ্বারা জলপাত্র গ্রহণানন্তর

"ওঁ অগ্নি-দগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্য দগ্ধাঃ কুলে মম,
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্"।১৭।
"ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু নৈবান্নসিদ্ধিন
তথান্নমস্তি,

তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায়
সুখায় তদ্বৎ”। ১৮।

এই মন্ত্র পড়িয়া সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থ দ্বারা ঐ কুশার উপর দিয়া "গয়া গঙ্গা হরি" বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে। পরে উত্তমরূপে হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

পিণ্ডদান।—আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে এবং গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্রপাঠ করিবে।

"ওঁ শেষ মন্নং কদেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে—"ও ইষ্টেভ্যো দীয়তাং" (প্রত্যুত্তর) "ওঁ পিণ্ডদান মহং করিষ্যে" "ওঁ কুরুষ" (প্রতিবাক্য)

পূর্ব্বদত্ত পিতৃ ও মাতামহ অন্ন পাত্রের সম্মুখে পরিষ্কার করিবে।

"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেহসুর
দানবা ময়া

রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সঙ্ঘাহতাময়া যাতু
ধানাশ্চ সর্ব্বে"। ১৯।

এই মন্ত্র পড়িয়া নৈঋর্ত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে জল দ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধ তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তৎপূর্ব্বপার্শ্বে মাতামহ পক্ষেও ঐরূপ মণ্ডল করিবে। দুই গাছা সাগ্র কুশ দ্বারা ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। ওঁ নিহন্মিসর্ব্বং এই মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে দক্ষিণাগ্র এক একটি রেখা অঙ্কিত করিবে ও কুশাদ্বয় উত্তরদিকে প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে উভয় মণ্ডলে কুশাগুচ্ছ বিস্তার করিয়া জলের ছিটা দিয়া—

"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ
নমঃ স্বধায়ৈঃ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি।"

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া—

"ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ
পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহভদ্রং রৈঞ্চ নঃ
সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।"

এই মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া আবাহন করিবে। পরে তিল তুলসী যুক্ত মোটক ঐ কুশাগুলি বামহস্ত দ্বারা (পিতৃরীতিতে) ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত জলে রাখিয়া—

"ওঁ অমুক-গোত্র পিতুরমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব,
ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনুতস্মৈ তে স্বধা" ।২০।

এই মন্ত্রে, অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে করিয়া উহার মূলে জল দিবে, এবং পুষ্প যুক্ত জলপাত্র হইতে ঐ কুশার মধ্যস্থানে ও অগ্রদেশে পিতার ন্যায় পিতামহ এবং প্রপিতামহের গোত্র নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে। ঐরূপে মাতামহপক্ষেও যথাক্রমে জল দিবে।

তৎপরে অগ্নৌকরণ * শেষ সংযুক্ত বিল্ব প্রমাণ ছয়টি পিণ্ডের একটি লইয়া তিল তুলসী মোটক দিয়া "ওঁ মধুবাতা"—মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক—

* অগ্নৌ করণ তীর্থশ্রাদ্ধে অনাবশ্যক।

ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভা-
নবো বিপ্রান্ বিষ্টয়া মতীয়ো যান্বিন্দ্র তে হরি” ।২১।

এই মন্ত্র পড়িয়া উৎসর্গের ক্রমে অন্বারব্ধ বামহস্ত হইয়া—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষ তে
সতিলোদক পিণ্ড ওঁ যে চাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু
তস্মৈতে স্বধা” ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আস্তৃত কুশার মূলে পিণ্ড দিবে।

এইরূপে “মধুবাতা” ও “অক্ষন্নমী” মন্ত্র পড়িয়া গোত্রাদি উল্লেখ করতঃ পিতামহ ও প্রপিতামহকে এবং মাতামহাদিত্রয়কে যথাক্রমে আস্তৃত কুশার মূল মধ্য ও অগ্রদেশ ঈষৎ সংলগ্ন করিয়া পিণ্ড দিতে হইবে।

পাত্রাবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে পিতৃ পিণ্ডের নিম্নে আস্তৃত কুশার মূল দ্বারা, “ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং” মন্ত্র বলিয়া (ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের উদ্দেশে) দক্ষিণ করতল ঘসিয়া দিবে। পরে আচমন ও হরি স্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জল দিয়া ক্রমে পিণ্ডাদি ষট্ পুরুষকে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যবনেজন স্থানে পুনশ্চ গোত্র নামোচ্চারণ করিয়া (অবনেনিক্ষ্ব মন্ত্রে) যথাক্রমে ঐ জল দিবে, পরে শ্বাস রোধ করিয়া পিতৃদিগকে (তেজোময় মূর্ত্তি) চিন্তাপূর্ব্বক মস্তকের উপর যুক্তকর বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তরাস্য হইয়া—

ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং।

ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত। ২২।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ নমো বঃ পিতরো নমঃ বঃ।

ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত, ওঁ সদো বঃ পিতরো দিশ্ম। ২৩।

তৎপরে,—"ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ষট্ পিণ্ডের উপর সূত্র প্রদান করিয়া, উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া উৎসর্গ করিবে,—

"ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাস ওঁ যে চাত্রত্বামনু-যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা" এইরূপে প্রত্যেক নিবেদন পূর্ব্বক যথাক্রমে সকলকে বাস দান করিবে।

পরে ধূপ দীপ জ্বালিয়া ষট্ পিণ্ডের উপর গন্ধ পুষ্প ও তাম্বূল দিয়া পিতৃগণকে অমন্ত্রক পূজা করিয়া পিত্রাদিত্রয়কে বসু, রুদ্র ও আদিত্য মূর্ত্তি স্বরূপে চিন্তাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

"বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায়চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ সংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা।
"হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায়চ।
মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।"২৫।

'ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ। পিণ্ডা সম্পন্নাঃ (সুসম্পন্নাঃ প্রতিবাক্য) বলিয়া. পিণ্ডে জল দিবে। পিণ্ড গয়াং গচ্ছত বলিয়া পিণ্ড ছয়টি পশ্চিমের দিকে অল্প ঠেলিয়া দেওয়া এইস্থলে ব্যবহার আছে।

ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য সর্ব্বত্র)

এই মন্ত্রে তিন পক্ষেই মাটিতে জল দিবে।

"ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে।

"ওঁ সৌমনস্যমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পুষ্প দিবে।

ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণকে যব (অভাবে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল) দিবে। ২৬।

সমীপস্থ জলপাত্র হইতে তিল, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল লইয়া "ওঁ অমুক গোত্রস্য পিতরমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্ন-পানাদিক মক্ষয্যমস্তু"। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকেও পৃথক্ পৃথক্ নাম গোত্র উল্লেখে ঐ জল দিতে হইবে। পরে করযোড়ে বলিবে—

"ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতি-বাক্য) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" (ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবাক্য) ২৭।
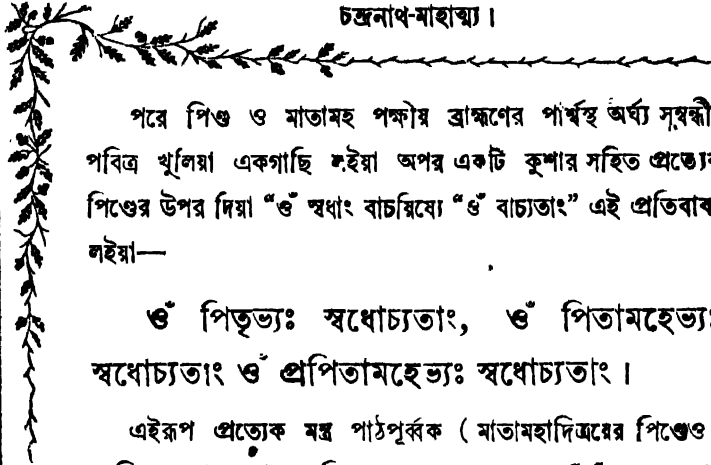
পরে পিণ্ড ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণের পার্শ্বস্থ অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় পবিত্র খুলিয়া একগাছি লইয়া অপর একটি কুশার সহিত প্রত্যেক পিণ্ডের উপর দিয়া "ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে "ওঁ বাচ্যতাং" এই প্রতিবাক্য লইয়া—

ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং।

এইরূপ প্রত্যেক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (মাতামহাদিত্রয়ের পিণ্ডেও) সপবিত্র কুশা প্রদান করিবে। শেষে একবার "ওঁ অস্তু স্বধা" প্রতিবাক্য বলাইবে।

তৎপরে অঞ্জলি করিয়া জল লইবে—

"ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃত ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃণ"। ২৮।

এই মন্ত্রে করতল হইতে কনুই পর্য্যন্ত হস্ত বাহিয়া যেরূপে পড়ে সেইরূপে পতিত ঐ জল ষট্ পিণ্ডের উপর সেচন করণরূপ তর্পণ করিবে।

পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, সেই পূর্ব্বস্থিত বামপার্শ্বস্থ ন্যুব্জীকৃত পাত্র এখন খুলিয়া দিতে হইবে।

দক্ষিণান্ত—অগ্রে পিতৃ পক্ষে—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ চন্দ্রশেখরক্ষেত্রে

তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠায়াং দক্ষিণা মিদং রজতমূল্যং (দক্ষিণা বর্ত্তমানে "রজত মুর্চ্চিতং" বলিবে) হরীতকী ফল মর্চ্চিতং শ্রীশিব দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি'। মাতামহ পক্ষেও এইরূপে দক্ষিণান্ত হইবে।

ওঁ অদ্যেত্যাদি—(ষট্‌পুরুষের নাম করিয়া পিতা হইতে বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত) চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্ত নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ পুরুরবো—মাদ্রোবসোবিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা মিদং কাঞ্চনমূল্যং হরীতকী ফল মর্চ্চিতং শ্রীশিব দৈবতং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

ওঁ বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাং (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য) এই মন্ত্রে দৈব ব্রাহ্মণকে জল দিবে।

পরে পিতৃরীতি হইয়া পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হওতঃ দক্ষিণ দিক্ দর্শন করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি মন্ত্র পড়িবে—"ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যতাং, প্রতিবাক্য)।

ওঁ দাতারো নেহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ।
শ্রদ্ধাচ নো মাব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোহস্ত্বিতি।
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদ তিথীংশ্চ লভেমহি,
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু,
যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয় তৃপ্তিরস্তু।

"এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু।" (পিতৃবর প্রাসাদোঽস্তু প্রতিবাক্য) গৃহীত পুষ্পটি আঘ্রাণ করিয়া স্বীয় মস্তকে দিবে।

পরে, ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ, নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি। মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, কুশাগ্র দ্বারা পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্পর্শ করিতে করিতে এই মন্ত্রে—

"ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মর্ব্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তায়াত পথিভির্দ্দেবযানৈঃ"। ২৯।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ শরীরস্থ পিতৃদিগকে বিসর্জ্জন করিবে, এবং ঐরূপে দেবরীতিতে বিশ্বদেবদিগকেও বিসর্জ্জন করিবে।

পরে, পিতৃরীতিতে দক্ষিণাবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে জলধারাদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মন্ত্র পড়িবে।

"ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদিমে দ্যাবা-পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তং, পিতরা মাতরা যুবমামা, সামোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ"। ৩০।

পিতৃ প্রণাম—

"ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

পরে অন্ন পাত্র হইতে (তীর্থে অন্ন পাক নাই তণ্ডুল হইবে) স্বল্প অন্ন

লইয়া সমীপস্থ জলে এই মন্ত্রে দৈব পক্ষে দিবে—"যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োরক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং অম্ভসি সমর্পয়ামি"। (জলে সমর্পণ করিবে।) "ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষাং অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং জলে সমর্পয়ামি।" এই মন্ত্রে পিতা এবং মাতামহ পক্ষে দিবে।

"পিণ্ডানপি অম্ভসি সমর্পয়ামি" বলিয়া পিণ্ডসকল হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন জলে দিবে।

—o—

শান্তি।

ওঁ মহাবামদেব্য ঋষির্ব্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতিঃ, সদাবৃধঃ সখাকয়া সচিষ্টয়া বৃতা। ১।

ওঁ কস্ত্বাসত্যোমদানাং মং হিষ্টো মৎ সদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজেবসু। ২।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং সতং ভবাঃ স্যূতয়ে। ৩।

ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন-স্তার্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ৪।
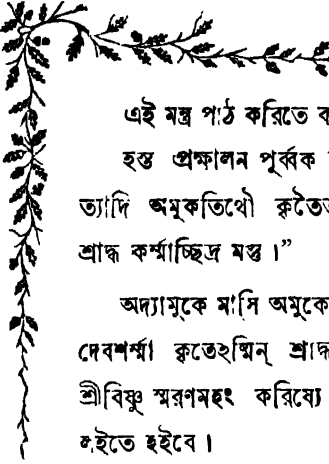
এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সকলের গ্রন্থি খুলিয়া দিবে। হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুক্তকর দ্বারা দীপাচ্ছাদন করিয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ চন্দ্রশেখর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ম্মাচ্ছিদ্র মস্ত।”

অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি যদ্বৈগুণ্যংজাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে। বৈগুণ্য সমাধান করিতে হস্তে জল লইতে হইবে।

কর্ম্মান্তে ক্ষমা প্রার্থনা।

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।১।
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ২।
যদসাঙ্গং কৃতংকর্ম্মং জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্ব শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ। ৩।
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন। ৪।

এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় বা শিবায় * অর্পণ মস্ত বলিয়া বিষ্ণুকে বা শিবকে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমোঃ। মন্ত্রে নারায়ণে প্রণাম করিবে, এবং পিতৃলোকের প্রসাদস্বরূপ শেষ ভোজন + করিবে।

(হিন্দু সৎকর্ম্মমালা ২য় ভাগ)।

যজুর্ব্বেদীয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধম্।

সাধারণতঃ ব্যবস্থাদি প্রায় সমস্তই সামবেদীয় শ্রাদ্ধ হইতে দেখিয়া লইতে হইবে। ইহাতে কেবল প্রকরণ ও বিশেষ মন্ত্র সকল এবং উভয় বেদীয় সাধারণ মন্ত্রের প্রথম এক একটু ধরিয়া দেওয়া হইল।

ভোজ্যোৎসর্গ ও বাস্তুপুরুষাদির পূজা এবং ভূস্বামীকে (তীর্থে অনাবশ্যক) অগ্র ভাগাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়ের স্নান ও পূজা (সর্ব্বাগ্রে করিলেও হয়) করিবে। করযোড়ে—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যাণি শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ।

পরে গায়ত্রী পড়িয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ"—মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ব্রাহ্মণকে জল দিয়া করযোড়ে অনুজ্ঞা লইবে, এবং মৃত্তিকাযুক্ত জল

---

* হর হরি ভিন্ন নহে, বিশেষতঃ দেবতার প্রীত্যর্থে যাঁহার যেই ইষ্ট দেবতা তাঁহাকে কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে শাস্ত্রে বিধি আছে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

+ সকল শেষ দ্রব্য হইতে গ্রাস প্রমাণের অনধিক পিতৃদিগের প্রসাদ তুল্য শেষ ভক্ষণ করিবে। বৈধ-উপবাস দিনে শেষ আঘ্রান করিলেই হইবে। শ্রাদ্ধ নিমিত্ত পকদ্রব্য শ্রাদ্ধে না দিয়া কদাচ ভক্ষণ করিবে না।

শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ছিটাইয়া "ওঁ রক্ষোঘ্ন মুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুস্ব" এই মন্ত্রে জল স্থাপন করিয়া আসন দান করিবে।

অগ্রে দৈবাসন সামবেদীর ন্যায় উৎসর্গ করিয়া, পরে পিতৃ আসন ধরিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্ম (তিন পুরুষের নাম করিয়া) নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা," (সর্ব্বত্র যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধে—যে চাত্র ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র নাই) মাতামহ পক্ষেও এইরূপ।

আবাহনে, (তীর্থে অনাবশ্যক) দৈবে—বিশ্বেদেবাসঃ—ইত্যাদি বর্হিষি মাদয়ধ্বং ইত্যন্ত মন্ত্র দুইটি পড়িবে এবং পিতৃপক্ষে উশন্তস্ত্বা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (অপহতা মন্ত্রে তিল প্রক্ষেপ করিয়া) আয়ান্তু নঃ—ইত্যাদি তেঽবন্তস্মান ইত্যন্ত মন্ত্র পড়িবে।

অর্ঘে (তীর্থে নাই) "শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" শন্নো ভবন্তু পীতয়ে, এই স্থলে—"আপো ভবন্তু পীতয়ে" বলিবে, এবং "যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ, এই পর্য্যন্ত যবদানের মন্ত্র পড়িয়া যব দিবে।

অর্ঘ্য উৎসর্গে, উভয় পক্ষে "এষবোঽর্ঘ্যো নমঃ" এবং পিতৃপক্ষে "অমুক গোত্র পিতঃমুক দেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘ্যঃ স্বধা, এই বিশেষ।

গন্ধাদি দান করিয়া মণ্ডলের উপর অন্নপাত্র পাতিয়া অগ্নৌকরণ করিবে, "ওঁ অগ্নৌকরিষ্যে" (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবাক্য) দৈবপৈত্র-মধ্য স্থাপিত জলে,—"ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় বোনম" "ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।" দুই মন্ত্রে দুইবার হোম করিয়া অমন্ত্রক আর দুইবার হোম করিবে (এই বিশেষ) দৈব-অন্নে অঙ্গুষ্ঠস্থাপন করিয়া "বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব।" পিতৃপক্ষে,—"ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব।" অথবা উভয়

দিকেই,—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে—মন্ত্র পড়িয়া, অগ্নষ্টানং মন্ত্র পাঠ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। এবং শ্রাব্যপাঠানন্তর অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড দান করিবে।

পরে হস্তক্ষালন, আচমন এবং দক্ষিণকর্ণ স্পর্শপূর্ব্বক গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িয়া, পিণ্ডপ্রশ্ন করিয়া মণ্ডল করিবে। এবং কুশদ্বয় দ্বারা মণ্ডলচ্ছেদন করিয়া ঐ কুশার সহিত বামকটি বদ্ধ করিবে (অর্থাৎ কটিদেশস্থ বস্ত্রের খূঁটের সহিত কুশা গুজিয়া রাখিবে) মণ্ডলের উপর কতকগুলি কুশা পাতিয়া (এহি পিতঃ আবাহন মন্ত্র নাই) অবনেজন দানান্তর—"ওঁ দেবতাভ্যঃ"—এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া, "ওঁ মধুবাতা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সতিল তুলসী এবং মোটক যুক্ত একটি পিণ্ড লইয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা" বলিয়া এই ক্রমে ষট্‌পিণ্ড দিবে।

পরে আস্তৃত কুশা দ্বারা লেপঘর্ষণ করিয়া দিয়া, হস্তক্ষালন ও হরি স্মরণপূর্ব্বক অত্র পিতরোমাদয়ধ্বং,—মন্ত্র পড়িয়া সম্মুখস্থ ডোঙা হইতে জল লইয়া—"অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্ প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই ক্রমে পিতামহাদির পিণ্ডের উপর দিবে।

তৎপরে কুশযুক্ত পরিধান বস্ত্র গ্রন্থি (পূর্ব্ববদ্ধ) মোচন করিয়া দিয়া (পুনশ্চ বদ্ধ করিয়া) আচমনপূর্ব্বক ষড়ঞ্জলি দান (অর্থাৎ পিতৃগণ ও ঋতুদিগকে নমস্কার) করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়। ১।

ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে। ২।

ওঁ নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ। ৩।

ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়। ৪।

ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। ৫।

ওঁ স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমঃ। ৬।

পরে বাসসূত্র প্রদানপূর্ব্বক পিণ্ডের উপর গন্ধপুষ্প দিয়া "পিণ্ডানি সম্পন্নানি" (সুসম্পন্নানি প্রতিবাক্য) পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত "সুসুপ্রোক্ষিত মস্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে জলাদি দিয়া গোত্রং নো বর্দ্ধতাং (বর্দ্ধতাং প্রতিবাক্য) পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। পুষ্প লইয়া আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং ইত্যাদি পিতৃবরপ্রসাদোঽস্ত ইত্যন্ত মন্ত্র পড়িবে, পরে স্বধা বাচন করিয়া, "ঊর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণপূর্ব্বক ন্যুব্জোত্তান করিয়া, পিণ্ড আঘ্রানন্তর স্বস্থানে রাখিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। পরে দেবতাভ্যঃ মন্ত্র পড়িয়া বাজে বাজে মন্ত্রে ব্রাহ্মণদেহস্থ পিতৃদিগকে বিসর্জ্জন প্রভৃতি শেষ কার্য্য সকল করিবে।

ইতি যজুঃ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং।

(হিন্দু সৎকর্ম্মমালা ২য় ভাগ)

——০——

তৃতীয় অধ্যায়।

শিবপূজাদি প্রকরণ।

স্বয়ম্ভূদর্শন ও পূজাবিধি।

বিষ্ণুরোম তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ সহস্রাশ্বমেধ শত-বাজপেয়-যজ্ঞজন্য-ফল সমফল প্রাপ্তিপূর্ব্বক ভববন্ধন-মোচন কামনয়া ক্রমদীশ্বর-স্বয়ম্ভূ-দর্শন স্পার্শ-পূজনমহং করিষ্যে। এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া মধু, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি এই পঞ্চামৃতে; ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, গোময়, গোমূত্র, এই পঞ্চগব্যে; চম্পক, আম্র, জাতী, পদ্ম ও কবরী এই পঞ্চ পুষ্পোদকে; তিলতৈল স্নেহ, কষায়, নারিকেলোদক ও তীর্থোদকে এবং তুলসী, কুন্দ, বিল্বপত্র এই ত্রিপত্র সংযুক্ত জলধারা এক একবার সঙ্কল্প করিয়া (অভাবে কেবল জলধারা তীর্থোদক উল্লেখে) অমুনা অমুকোদকেন ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূশিবমহং স্নাপয়িষ্যে। তৎপরে—

ওঁ দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানং ভস্মরেণু-বিভূষিতম্।
শূল-ডমরু-হস্তঞ্চ কমণ্ডলুধরং বিভুং।
জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিব বর্চ্চসা,
নীরিক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনং।

বিশ্বরূপ-স্বরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরং,
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরং
শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুং
এবমেব নরোধ্যায়েত্তং দেবং পরমেশ্বরম্।

এই মন্ত্রে স্বয়ম্ভুর ধ্যান করিয়া শিবের উপর পুষ্পপ্রদান করিবে। তৎপর 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস * করাঙ্গন্যাস † করিয়া যথাবিধি অর্ঘ্যপাত্র ‡ স্থাপন করিবে। পুনর্ব্বার পুষ্পহস্তে ধ্যানপূর্ব্বক ঐ পুষ্প শিবশিরে অর্পণ করিবে।

---

* আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলাগ্রত্রয়দ্বারা হৃদয়, ঈং শিরসি স্বাহা তর্জ্জনী ও মধ্যমাদ্বারা মস্তক, ঊং শিখায়ৈ বষট্, অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বারা শিখা (ঘাড়) ঐ কবচায় হুঁং, উভয় করাঙ্গুলি সমস্ত দ্বারা বিপরীত ক্রমে উভয় বাহু, ঔঁং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, দক্ষিণ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসামূল স্পর্শ করিবে, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্ব্বক ঐ করতলে আঘাত করিবে। ইহাকে অঙ্গন্যাস বলে।

† আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া উভয় তর্জ্জনীদ্বারা স্বস্ব জাতীয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে এবং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ঊং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔঁং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়-দ্বারা তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলিচতুষ্টয় স্পর্শ করিবে এবং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া বাম করতলে দক্ষিণ করতালাঘাত করিবে। ইহাকে করাঙ্গন্যাস বলে।

‡ ভূমিতে একটী ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর গোলাকার ও চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর আধার শক্তয়ে নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ, এই

তৃতীয় অধ্যায়।

পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে অথবা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই দশোপচারে কিংবা আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল এই ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—

এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

ইদং অর্ঘ্যং (দুর্ব্বা তণ্ডুলাদি) ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ

ইদং আচমনীয়ং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

ইদং বস্ত্রং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ।

মংত্রে আতপ তণ্ডুল ছড়াইয়া, অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া কোশা ধুইয়া তাহার উপর রাখিয়া নমঃ মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবে এবং তদগ্রে গন্ধ, পুষ্প, চাউল, বিল্বপত্রযুক্ত অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে, পরে অঙ্কুশ-মুদ্রা (দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে তর্জ্জনী ঈষৎ বক্র রাখিয়া মধ্যমাঙ্গুলি অধোমুখে সরলভাবে রাখিবে) দ্বারা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

জলশুদ্ধি করিবে। পরে ওঁ বলিয়া ঐ জলে গন্ধ, পুষ্প, তুলসী দিয়া বং মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রা (করযোড় করিয়া বাম করাঙ্গুলির ফাঁক্ চতুষ্টয়ে দক্ষিণ তর্জ্জনাদি অঙ্গুলী-চতুষ্টয় প্রবেশ করাইবে, পরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বাম হস্তের মধ্যমাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামাতে যোগ করিবে) দেখাইয়া ওঁকার দশবার জপ করিবে। এবং ঐ জল মস্তকে ও পূজাদ্রব্যে কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবে।

ইদং যজ্ঞোপবীতং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।
ইদং পুষ্পং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।
এষ দীপঃ ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।
ইদং তাম্বুলং ওঁ নমঃ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূ শিবায় নমঃ।

অষ্টমূর্ত্তি পূজা—পুষ্প বা আতপ চাউল দ্বারা বামাবর্ত্তে পূর্ব্ব, ঈশান ও উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ঘুরাইয়া লইয়া বায়ু কোণ হইতে পুনশ্চ বামাবর্ত্তে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অষ্ট দিকে পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশ-মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোম-মূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্য-মূর্ত্তয়ে নমঃ।

তৎপর 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া—

"ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জলং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।"

এই মন্ত্রে জল লইয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্বয়ম্ভুকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে—

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে,
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে,
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দ ধবলেন্দু জটাধরায়
দারিদ্র্য-দুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিয়া 'বম্ বম্ বম্' শব্দে মুখবাদ্য করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি তৎপ্রসীদ মহেশ্বর।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণংভবতু তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ প্রসীদমে।

ওঁ ক্ষমস্ব দেব দেবেশ মহাদেব জগদ্‌গুরো।
তব পাদাম্বুজে নিত্যমচলা ভক্তিরস্তুমে।

অথ শিবরাত্রি ব্রত।

সূর্য্যার্ঘ্য—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্‌ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে-ইদমর্ঘ্যং
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

স্বস্তিবাচন—ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, বলিতে বলিতে প্রত্যেকবার আতপ চাউল ছড়াইবে।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণ মগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং।
ওঁ সূর্য্যং সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা,
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ,
ব্রাহ্ম্যং শাসন মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।

পরে তাম্রপাত্রে অভাবে হস্তে করিয়া, তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, হরীতকী, জল ও গন্ধ, পুষ্প লইয়া জানু ভূমিতে নত করিয়া বীরাসনে উত্তরাস্য হইয়া উপবিষ্ট হইবে, পরে—

সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদোমদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে

চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশিবপূজন মহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে ঈশান কোণে ভূমিতে জলত্যাগ করিয়া কুশি অধোমুখে রাখিয়া—

"ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্টাষিচং উতবা সিঞ্চধ্ব মুপবা প্রণুধ্ব মাদিদ্বো দেবউহতে"

এই মন্ত্রে কুশির উপর অক্ষত দিবে।

"সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্ত অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ওঁ তৎসৎ" বলিবে।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

শিবরাত্রি ব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং।
নির্ব্বিঘ্নমস্তুমে চাত্র তৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে।
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভক্ষ্যেঽহং ভুক্তি মুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর।

আসনশুদ্ধি—স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে আসনের নিম্নে মাটিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এতেগন্ধপুষ্পে, হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পদ্বারা আসন ধরিয়া—মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা, ত্বঞ্চধারয় ম্যাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং।

বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ,

অধো অনন্তায় নমঃ, মধ্যে নারায়ণায় নমঃ বলিয়া যথাস্থানে স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন—স্বয়ম্ভূ পূজা দ্রষ্টব্য।

গণেশের ধ্যান—

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্-মদ-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপব্যালোল-গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।

পূজা—

এষগন্ধঃ শ্রীগণেশায়, নমঃ ইদং সচন্দন-পুষ্পং শ্রীগণেশায় নমঃ, ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং শ্রীগণেশায় নমঃ। এষধূপঃ (অভাবে জল) শ্রীগণেশায় নমঃ। এষদীপঃ শ্রীগণেশায় নমঃ। ইদং আমান্ন নৈবেদ্যং শ্রীগণেশায় নমঃ।

প্রার্থনা—

ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ।

প্রণাম—

ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং।

পঞ্চ দেবতা পূজা—

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে শিবায় নমঃ, এতেগন্ধপুষ্পে ভাস্করায় নমঃ, এতেগন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে নমঃ,এতেগন্ধেপুষ্পে কেশবায় নমঃ, এতেগন্ধপুষ্পে কৌশিক্যাং নমঃ।

অপর দেবতা পূজা—

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিক্-পালেভ্যো নমঃ।

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

ওঁ এতেগন্ধপুষ্পে গুরবে নমঃ।

বিষ্ণুর ধ্যান—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ॥

পূজা—

এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদ মর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং আচমনীয়দকং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ;

এষগন্ধ ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং সচন্দন-পুষ্পং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

এষ ধূপ ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

এষ দীপ ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং সোপকরণ মামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং পানীয়োদকং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং আচমনীয়োদকং ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ইদং তাম্বুলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

তৎপর 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

প্রণাম—

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

পরে স্বয়ম্ভূ পূজায় লিখিত মতে অর্ঘ্য পাত্রাদি স্থাপন করিয়া "হঃ অস্ত্রায় ফট" এই মন্ত্রে ভূমিতে পদাঘাতত্রয়, উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়, ও দশ দিগ্বন্ধন করিয়া স্বয়ম্ভূ পূজার লিখিত মতে অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস করিয়া সেই মতে যথাশক্তি উপচারে শিবপূজা করিবে। তৎপরে আবাহন, কিন্তু তীর্থে তাহা নিষিদ্ধ।

তৎপর স্নান মন্ত্র—

'ওঁ পশুপতেয় নমঃ' বলিয়া প্রতি প্রহরেই জল দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে। যথাক্রমে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ও মন্ত্রে স্নান করাইবে ও অর্ঘ্য দিবে।

প্রথম প্রহরের মন্ত্র—

'ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ' মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্য মন্ত্র—

ইদমর্ঘ্যং ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজা-জপ-পরায়ণঃ
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর।
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ১।

দ্বিতীয় প্রহরের মন্ত্র,—

'ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ' মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্য মন্ত্র—

ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্ব-পাপ হরায়চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়াসহ।
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ২।

তৃতীয় প্রহরের মন্ত্র—

'ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্য মন্ত্র—

ইদমর্ঘ্যং ওঁ দুঃখ-দারিদ্র্য-শোকেন দগ্ধোঽহং
পার্ব্বতী-প্রিয়।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে।
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ৩।

চতুর্থ প্রহরের মন্ত্র—

'ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ' মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্য মন্ত্র—

ইদমর্ঘ্যং ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে।"

পূজান্তে ব্রত কথা (প্রথম ভাগ দেখ) শুনিবে। তৎপরে শিবের স্তবাদি করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে।

পরদিন প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক দক্ষিণান্তর করিবে।

দক্ষিণা—রজত মুদ্রাদি হইলে 'রজত খণ্ডায় নমঃ, দক্ষিণা উপস্থিত না থাকিলে হরীতকি দ্বারা—যথা 'হরীতকি ফলায় নমঃ' পূজার উপচার দ্রব্যের ন্যায় পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাদি করিয়া—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (পরের কার্য্য হইলে স্বনাম উল্লেখান্তে অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ)

কৃতৈতৎ (মৎসঙ্কল্পিত) শিবরাত্রি-ব্রত-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং তৎকাঞ্চন মূল্য হরীতকি-ফলমর্চ্চিতং শ্রীশিব-দৈবতং শ্রীশিব-দেবতায়ৈ তুভ্য মহং সম্প্রাদদে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—করযোড়ে বলিবে—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ শ্রীশিবরাত্রি-ব্রত-কর্ম্মাচ্ছিদ্র মস্তু।

বৈগুণ্য সমাধান—হস্তে জল লইয়া বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্বনাম উল্লেখ করিয়া) কৃতেঽস্মিন্ শ্রীশিবরাত্রি ব্রত কর্ম্মণি যৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীশিবস্মরণ মহং করিষ্যে।

তৎপর নিত্য পূজাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর।
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতং।
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ সম্ভূতিঃ প্রতিপদ্যতাং।
ত্বদালোকন-মন্ত্রেণ পবিত্রোঽস্মি, ন সংশয়ঃ।

পরে ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া স্বয়ং পারণ জল পানপূর্ব্বক পারণ করিবে।

পারণ জল পান মন্ত্র।

সংসার-ক্লেশ-দগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।

প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞান-দৃষ্টি-প্রদোভব।

এই প্রকারে পূজা, ব্রত, বহু লোক সমাগমে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং সংক্ষেপে পূজাদি করিলেও ফলভোগী হইতে পারা যায়। বহু শাস্ত্রে ইহার ব্যবস্থা আছে।

সরস্বতী শিলা।

এইখানে উনকোটি শিব-দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানে পূজা করিতে অসমর্থ পক্ষে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যমদ্বার গমন নিবারণ কামনায় সরস্বতী শিলায় নাম লিখিবে।

বিরূপাক্ষ।

পূর্ব্বোল্লিখিত শিবপূজা বিধানে সিদ্ধিপ্রাপ্তি কামনায় মন্দিরস্থ বিরূপাক্ষ শিব--দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করিবে।

পাতাল।

এখানে পুনর্জন্ম নিবারণার্থে কামাখ্যা যোনি, পাতালকালী, দ্বাদশ শালগ্রাম ও হরগৌরী শিব দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করিবে।

চন্দ্রশেখরের পূজাবিধি।

সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবে। শ্রীবৃক্ষোক্তব চন্দন দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া অর্ঘপাত্র সংস্থাপন ও অঙ্গন্যাস

সমাচরণ পূর্ব্বক জল মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। উপকরণাদি প্রদানানন্তর আটবার জপ করিবে। তৎপর—

ওঁ চন্দ্রকোটি-প্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং,
আদিলিঙ্গং জটাজুটরত্নমৌলিবিরাজিতং।
নীলগ্রীবাম্বরাবাসং নাগহারাভিশোভিতং,
বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরস্পরং।
দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদ-মুদ্রিকাং,
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতং।

উপরোক্ত ধ্যানানন্তর অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তৎপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে আধার পূজা করিবে—

ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ আং—আত্মনেপদায় নমঃ, পরং পরমাত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, সং সত্বায় নমঃ, আধারে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, পাত্রে ঔং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। জলে উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। তৎপর ধেনুমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তীর্থসমূহ জলে আবাহন করিবে। "অমৃতীকরণ" করিয়া "গঙ্গেচ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। পরে গং গং অষ্টবার জপ করিয়া সেই জলে অভিষেচন করিবে। আত্মা ও উপকরণের পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। "ইহাগচ্ছ", "ইহতিষ্ঠ", "ইহসন্নিহিতো ভব" "ইহসন্নিরুদ্ধোভব" এবং অত্রাধিষ্ঠানং

কৃষ্ণ মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তৎপর গৌরীর পূজা— ওঁ জঠাজূটেতি ধ্যাত্বা সিংহস্থামিতি বা ততঃ ধ্যানে—ওঁ হ্রীং হ্রাং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রং ওং হং লং বং শং ষং সং ক্ষং মন্ত্রের দ্বারা মায়া বীজে পূজা করিয়া সোঽহং চিন্তা ও ধ্যান পূর্ব্বক পুষ্প প্রদান করিবে।

"নম আগচ্ছাগচ্ছদেবেশ ত্বমেব চিন্ময় প্রভো,
যাবৎ পূজাং করোম্যত্রাপ্যবধানং কুরুষ্ব মে"।

তৎপর আবরণগণকে যজনা করিবে। মণ্ডলের বামরেখায় কামনা সিদ্ধ্যর্থে একশত বিল্বপত্র, বৈরি বিনাশার্থ কৃষ্ণাপরাজিতা, উচ্চাটনার্থ অপামার্গ পত্র, রাজাদি বশীভূত করণার্থে ধূস্তুর পত্র, বিদ্বেষণার্থ শিরীষ, মোহনাশে ভস্মরেণু দিবে। ষট্‌কর্ম্ম রক্তপদ্ম দ্বারা সম্পন্ন করিবে।

তৃতীয় রেখায়, স্বর্গলোকবাসী, ধর্ম্মাত্মা, তত্ত্বজ্ঞানী, পরমেশ্বর, দেবতা, যক্ষ, খগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর, মুনি, ও ত্রিলোকবাসীগণকে পৃথক পৃথক্ পূজা করিবে। পদ্মমধ্যে শিব, ভীম, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, অভয় চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিনাকী শূলধারী, কাপালী, চন্দ্রশেখর, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, জ্যোতির্লিঙ্গ, মহেশ্বর উমাপতি, বসুন্ধর, অন্ধকারি স্বরূপ, ত্রিপুরান্তক, নীলকণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ ও মহাবলকে পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। তৎপর পুষ্পাঞ্জলি তিনবার, দিবে ও ভগবান্‌কে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। তদনন্তর "সুগন্ধি পুষ্টি বর্দ্ধন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠানন্তর নমস্কার ও অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ (স্বয়ম্ভূ পূজার নিয়ম) করিতে হইবে। পরে—

বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

মন্ত্রে ওঁ ক্রমদীশ্বর ক্ষমস্ব বাক্যে সংহার মুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ষোড়শ দান।

'ওঁ সবস্ত্রায়ৈ সশস্যায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ তস্যৈ ভূম্যৈ নমঃ' এই প্রকার তিনবার অর্চ্চনা করিয়া তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণুঃ পুনাতু কিম্বা হরিপুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু ওঁ হরিঃ এই প্রকার বলিবে। এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া পরে জলে—

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণিচ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দান-কালে ভবন্ত্বিহ।

মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে মুখ্য চান্দ্রমাসোল্লেখে কার্য্য আরম্ভ করিবে।

ভূমিদান—ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বিষ্ণু-প্রীতিকামঃ সবস্ত্রাং সশস্যাং প্রিয়দত্তাং তাং ভূমিং বিষ্ণু-দেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

দক্ষিণা *—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সবস্ত্র সশস্য প্রিয়দত্ত তদ্ভূমিদান

* অনেকের মতে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ সমস্ত দানের পরে করা কর্ত্তব্য, সেই জন্য আর পৃথক্ দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণের বাক্য লিখা হইল না। যাঁহার

কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

অচ্ছিদ্র †—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সবস্ত্র সশস্য প্রিয়দত্ত তদ্ভূমিদান কর্ম্মাচ্ছিদ্র মস্তু। ১।

আসন দান—ওঁ সবস্ত্র কাষ্ঠাসনায় নমঃ, তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ, ওঁ হরিপুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত করিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনায়া ইদং কাষ্ঠাসনং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ২।

জলদান—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলায় নমঃ। পূর্ব্ববৎ সমস্ত করিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ ইদং সবস্ত্রং তৈজসাধার-জলং বিষ্ণু-দৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৩।

বস্ত্রদান—ওঁ সবস্ত্র-বস্ত্র-যুগলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম ইদং সবস্ত্র-বস্ত্র যুগ্মং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৪।

দীপদান—ওঁ তৈজস-ষষ্ঠাধিকরণক-তৈজসাধার * দীপায় নমঃ।

---

† পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা করিতে ইচ্ছা হয় তিনি এই প্রকার মন্ত্রে প্রত্যেক দানের পর দক্ষিণা করিতে পারেন।

* দানের জিনিষ তৈজসের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের কি স্বর্ণের হইলে রৌপ্যাধার কি স্বর্ণাধার বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকাম ইমং সবস্ত্র-তৈজস যষ্ঠ্যধিকরণক-তৈজসাধার-দীপং বিষ্ণু দৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৫।

অন্নদান—ওঁ সবস্ত্র-কাংস্যাধার ঘৃত-শর্করা-সমেত-কাংস্যাধার সোপ-করণামান্নায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণু-পুনাতু অদ্যোত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনয়া ইদং সবস্ত্র-কাংস্যাধার-ঘৃত-শর্করাদি-সমেত-কাংস্যাধার-সোপকরণং আমান্নং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৬।

তাম্বুল—ওঁ সবস্ত্র তৈজসাধার তাম্বুলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যোত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুঃ প্রীতি কামনয়া ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার তাম্বুলং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৭।

ছত্র—ওঁ সবস্ত্র-চ্ছত্রায়নমঃ তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামনয়া ইদং সবস্ত্রচ্ছত্রং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৮।

গন্ধ—ওঁ সবস্ত্র তৈজসাধার গন্ধায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যোত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনয়া ইমং সবস্ত্র তৈজসাধার গন্ধং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ৯।

মাল্য—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-মাল্যায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনয়া ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার মাল্যং বিষ্ণু দৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১০।

ফল—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-ফলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনয়া ইদং সবস্ত্র তৈজসাধার ফলং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১১।

শয্যা—ওঁ সবস্ত্র-তৈজসাধার-জল-তৈজসাধার-পিধান-পূর্ণান্বিত-তৈজসাধার পিধান তাম্বুল তৈজসাচমনীয় পাত্র সমেতায়ৈ সোপকরণায়ৈ শয্যায়ৈ নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া ইমাং সবস্ত্রাং তৈজসাধার জল তৈজসাধার পিধান পূর্ণান্বিত তৈজসাধার পিধান তাম্বুল তৈজসাচমনীয় পাত্র সমেতাং সোপকরণাং শয্যাং বিষ্ণুদেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১২।

পাদুকা—ওঁ সবস্ত্র পাদুকা-যুগলায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামনয়া ইদং সবস্ত্র-পাদুকা-যুগলং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৩।

গো-দান—ওঁ সবস্ত্রায়ৈ সালঙ্কারায়ৈ গবে নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু।

কৃতাঞ্জলি—

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
বিষ্ণোর্বক্ষসি য়া লক্ষ্মী র্যালক্ষ্মীর্ধনদস্যচ।
যালক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তুমে।
চতুর্ম্মুখস্য যালক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্ক ঋক্ষ শক্তি র্যা সা ধেনুর্ব্বরদাস্তুমে।
স্বধাত্বম্ পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপ-হরাধেনুর্মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোক-নিমিত্তায় সর্ব্বকাম-প্রদামপি।
প্রয়চ্ছামি মহাভাগাং মোক্ষায়চ শুভায় তাম্।

দানমন্ত্র—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামনয়া ইমাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং গাং রুদ্র-দেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৪।

কাঞ্চন—ওঁ সবস্ত্র কাঞ্চনায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক

দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া ইদং সবস্ত্র কাঞ্চনং বিষ্ণু-দৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৫।

রজত—ওঁ সবস্ত্র-রজতায় নমঃ। তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পুনাতু। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্থ অমুক দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া ইদং সবস্ত্র রজতং বিষ্ণু-দৈবতং যথানাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ১৬।

ষোড়শদানের দক্ষিণা—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্থ অমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতত্‌-সবস্ত্র-সশস্ত-প্রিয়দত্ত-ভূম্যাদি-ষোড়শদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং রজতং বা স্বর্ণখণ্ডং অথবা হরীতকীফলমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

ষোড়শদানের পর দাতার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী অন্যান্য দানীয় জিনিস উল্লিখিত মতে উৎসর্গ করিবে।

ষোড়শদান সাঙ্গতার্থ ভোজ্যোৎসর্গ—সঘৃত-সোপকরণ সবস্ত্র-আমান্ন ভোজ্যায় নমঃ, বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া—ত্রিপত্র অভাবে পুষ্পের দ্বারা তিন বার জলের ছিটা দিয়া অর্চ্চনাদি পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ ওঁ সবস্ত্র ভোজ্যায় নমঃ, তৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুঃ পুনাতি, তিনবার বলিয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্থ অমুক দেবশর্ম্মণঃ ভূম্যাদি ষোড়শদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইদং সঘৃত সোপকরণমামান্ন ভোজ্য মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

দক্ষিণাদি—পূর্ব্ববৎ।

গয়াশ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ কর্ত্তা পিতৃপক্ষে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এই ছয় পুরুষের এবং মাতৃপক্ষে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয় পুরুষের উভয় কূলে মোট দ্বাদশ পুরুষকে পিণ্ড দিবেন। স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধকর্ত্রী হইলে তাঁহাকে প্রথম স্বামী, শ্বশুর, আর্য্যশ্বশুর, শ্বাশুড়ী, আর্য্যশ্বাশুড়ী, পরআর্য্যশ্বাশুড়ী এই ছয় পুরুষকে পিণ্ড দিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম তিন পুরুষ (পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ) এবং মাতৃপক্ষের তিন জনকে (মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী) মোট ছয়জনকে পিণ্ড দানান্তে অন্যান্য সম্পর্কিত ও শ্রাদ্ধকর্ত্রীর অভিপ্রেত মৃতব্যক্তির জন্য পিণ্ডদান করিবেন।

সঙ্কল্প বা অনুজ্ঞা বাক্য—

বিষ্ণুরোম তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুক (ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে) রাশিস্থে ভাস্করে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ (স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধকারী হইলে গোত্রাঃ) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীলোক হইলে শ্রীঅমুকী দেবী) অস্মৎ পিত্রাদিনাং মাতামহাদিনাং মাত্রাদিনাং অন্যেষানাং বন্ধুবর্গাদিনাং চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়ায়াং শ্রাদ্ধ মহং (অসমর্থ পক্ষে পিণ্ডদান মহং) করিষ্যে।

যথা—অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মা চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়াপদে এষত্তে পিণ্ড:—

"ওঁ যে চাত্রত্বা মমুংবাশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা"। এই প্রকার

দ্বাদশ পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে হইবে। কোন মৃত ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত হইলে সেই স্থানে যথা নাম উল্লেখে পিণ্ডদান করিবে।

(ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির জন্য)—বিষ্ণু নমোদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ (স্ত্রীলোক গোত্রাঃ) ৺অমুক দাস (স্ত্রীলোক হইলে অমুকী দাসী) অস্মৎ পিত্রাদিনাং মাতামহাদিনাং মাত্রাদিনাং অন্যেষানাং বন্ধুবর্গাদিনাং চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়ায়াং শ্রাদ্ধ মহং (অসমর্থ পক্ষে পিণ্ডদান মহং) করিষ্যে।

যথা—অমুক গোত্র পিতঃ অমুকংদাসৈতৎ অস্মিন্ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়াপদে এতৎ পিণ্ডং স্বভ্যং নমঃ। এই প্রকারে দ্বাদশ পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধে (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ দেখ) অশক্ত হইলে সঙ্কল্প বা অনুজ্ঞা পাঠ করিয়া কেবল পিণ্ডদান করিবে। কিন্তু পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের সঙ্গে গয়ায় পিণ্ডদানের সময় "অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষতে পিণ্ডঃ অস্মিন্ চন্দ্রশেখর-ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়াপদে ওঁ যে চাত্রত্বামনুষাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা" এই বাক্যটী বেশী বলিতে হইবে। আর সমস্ত এক প্রকার। শ্রাদ্ধান্তে বা শ্রাদ্ধাক্ষম ব্যক্তি পিণ্ডদানের পর—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ ইদং কর্ম্ম বিধিবৎ গয়াশ্রাদ্ধরূপ মস্ত"

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিমায়াস্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে।
মাতামহ স্তৎপিতাচ পিতাতস্য পিতুঃপিতুঃ।
দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা।
গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণ স্তথা।
গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং।
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনং।
তংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতেচ ঋণত্রয়াৎ।
শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়া পদে।
উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলঞ্চৈকোত্তরং শতং।

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। পুরোহিত ইহাতে "ওঁ সম্পূর্ণং" এই বলিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু গয়াশ্রাদ্ধং রূপং" এই মন্ত্রে প্রতিবচন বলিবে। তৎপর কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাহীনং দ্বিজোত্তমাঃ
শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাৎ ভবতাং মম॥

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। পুরোহিত ইহাতে "ওঁ সম্পূর্ণং অস্তু" এই প্রতিবচন বলিবে।

পিতৃ-ষোড়শী।

শ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হইবে। বিষ্ণুরোম তৎসদোমদ্য

অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অস্মৎ পিত্রাদিনাং চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথ নদে গয়া পদে ঊনবিংশতি পিণ্ডদান মহং করিষ্যে। (মাতৃষোড়শী ও স্ত্রীষোড়শীর সঙ্কল্পে ঊনবিংশতি পিণ্ডদান স্থলে ষোড়শ পিণ্ডদান মহং করিষ্যে" এইমাত্র বিশেষ)। ইহাতে ঊনিশটী পিণ্ডদান-স্থান পরস্পর দক্ষিণদিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে দক্ষিণাগ্র কুশাস্তরণ পূর্ব্বক—

"ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ব্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ব্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ব্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।

এই পৌরাণিক মন্ত্রে তিল জল দ্বারা আস্তৃত কুশে আবাহনকরতঃ গন্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের অর্চ্চনা এবং দেবতাপদে ষোড়শী করিলে ঐ দেবতা পদটী পূজা করিয়া—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্।

এই মন্ত্রে তিল জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আস্তৃত কুশার মূল প্রভৃতি স্থানে পিতৃরীতি দ্বারা—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১।
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ২।
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৩।
ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৪।
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌর-হতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।৫।
ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্র-হতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রীভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।৬।
ওঁ উদ্বন্ধনে মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।৭।
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৮।

ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে মৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৯।
ওঁ অনেক-যাতনা-সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১০।
ওঁ অনেক-যাতনা-সংস্থাঃ যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১১।
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১২।
ওঁ পশুযোনি-গতা যে চ পক্ষি-কীট-সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩।
ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।১৪।
ওঁ দিব্যন্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতাপ্য সংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।১৫।
ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তি মায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা। ১৬।
ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽহ্যক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ১৭।

ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ।
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়া-লোপ-গতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডে ময়া দত্তোহ্যক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ১৮।

ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা,
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুল দ্বয়ে যে মম দাস-ভূতা,
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত-সেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা,
দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাস ভূতা—
স্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি" ॥

এই মন্ত্রে ১৯টি পিণ্ডদান করিবে। তৎপর পিণ্ডের উপরে হাত দিয়া কৃতাঞ্জলি পড়িবে—

ওঁ মাহেন্দ্রে বিরজে চৈব গয়ায়াং জাহ্নবীতটে।
অত্র পিণ্ড প্রলোযাতি ব্রহ্মলোক মনাময়ং।

পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষান্ বিকীরেৎ। "লেপভাজ
পিতরঃপ্রীয়ন্তাং"

ইত্যাদি পিণ্ড পূজনং পার্ব্বণবৎ কার্য্যং।

পিণ্ডদানের পর তিল, জল পাত্রসহ প্রদক্ষিণ করিয়া সমুদয় পিণ্ডে ঐ জল বারত্রয় পরিসেচন করতঃ তর্পণোক্ত "পিতা স্বর্গ" ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা "পিত্রাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া পিতৃগণের নমস্কার পূর্ব্বক "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জনানন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। কিন্তু গয়াতে অপৃথক্ শ্রাদ্ধাদির নিষেধ প্রযুক্ত স্ত্রীষোড়শী অনুসারে (পরে লিখা যাইবে) পিণ্ডদান করিয়া—

ওঁ যে চ বো যে চাস্মানাসন্ য়াশ্চ বো যাশ্চাস্মানাসংস্তে
চাবাহয়ন্তাং তাশ্চাবাহয়ন্তাং তৃপ্যন্তু ভবন্তস্তৃপ্যন্তু।
ভবত্য স্তৃপ্যন্তু গোত্রান্ পুত্রানভিতর্পয়ন্তীবাপো
মধুমতী রিমাঃ স্বধা।
পিতৃভ্যো মাতৃভ্যোহমৃতং দুহানা আপো দেবীরুভয়া-
স্তর্পয়স্তু তৃপ্যত তৃপ্যত॥

এই মন্ত্রে সমুদয় পিণ্ডের উপর তিন বার তিলমিশ্রিত জল সেচন করিবে।

স্ত্রী-ষোড়শী।

ইহাতে ষোড়শ পিণ্ডদানবৎ যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া—
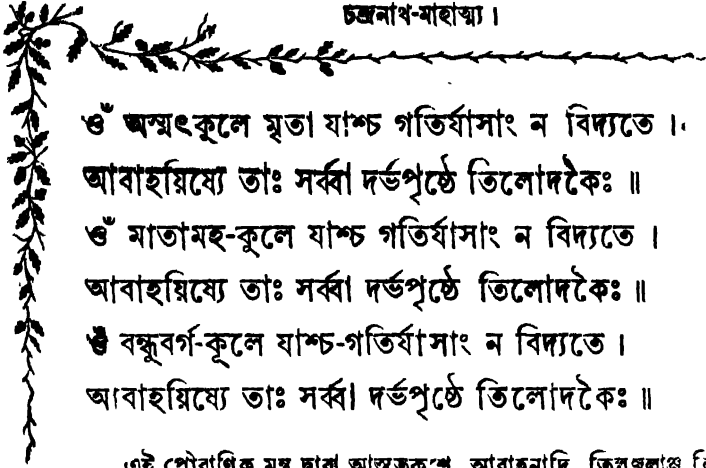
ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহ-কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ বন্ধুবর্গ-কুলে যাশ্চ-গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

এই পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা আস্তৃতকুশে আবাহনাদি তিলজলাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত ষোড়শ পিণ্ড দানবৎ করিবে—পরে—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতাযাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥১॥
ওঁ মাতামহকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥২॥
ওঁ বন্ধুবর্গ-কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥৩॥
ওঁ অজাতদন্তা যাঃ কাশ্চিৎ যাশ্চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥৪॥
ওঁ অগ্নি-দগ্ধাশ্চ যাঃ কাশ্চিন্নাগ্নি-দগ্ধাস্তথা পরাঃ।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥৫॥

ওঁ দাবদাহে মৃতাযাশ্চ সিংহ-ব্যাঘ্র-হতাশ্চ যাঃ।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৬॥
ওঁ উদ্বন্ধন-মৃতা যাশ্চ বিষশস্ত্র-হতাশ্চযাঃ।
আত্মোপঘাতিন্যো যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৭॥
ওঁ অরণ্যে বর্ত্ম নি বণে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ॥
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যা মৃতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকেচ যা গতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থা যা নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসুচ যা স্থিতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥
ওঁ পশুযোনি-গতা যাশ্চ পক্ষিকীট-সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষ-যোনিস্থা স্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ॥
ওঁ জন্মান্তর-সহস্রেষু ভ্রমন্ত্যঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষং দুর্ল ভং যাসাং তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥

ওঁ যা কাশ্চিত্ প্রেত রূপেন বর্ত্তন্তে মাতরোমম।
তাষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫ ॥

ওঁ ক্রিয়ালোপ গতাযাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলেমম।
তাযা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৬ ॥

এই মন্ত্রে পিণ্ডদানাদি বিসর্জ্জন পর্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম ষোড়শ পিণ্ড-দানের সমান করিবে।

মাতৃ-ষোড়শী।

প্রথমতঃ "ওঁ অপহতা স্থরা রক্ষাংসি বেদিষদ" ইত্যাদি মন্ত্রে কতক গুলি তিল বিকিরণ করতঃ—

ওঁ গর্ত্তাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ ॥

ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা-প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২ ॥

ওঁ শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত-দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩ ॥

ওঁ পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুঃ দুঃখঞ্চৈব স্থদুস্তরং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥

ওঁ অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥

ওঁ পিবেচ্চ কটু-দ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানি চ।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

ওঁ দুর্লভ্য ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগেবিন্দতি যৎফলং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

ওঁ রাত্রৌ মূত্র-পূরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃ-কর্পটং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

ওঁ পুত্রংব্যাধি-সমাযুক্তং মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

ওঁ যদা পুত্রংনলভতে তদামাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

ওঁ ক্ষুধায়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

ওঁ দিবারাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

ওঁ পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত-দুষ্করং।
তস্যা ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।

তস্যা ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

ওঁ অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।

তস্যা ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।

তস্যা ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

এই ষোলটি মন্ত্রে ১৬টি পিণ্ড প্রদান করিবে। পিণ্ড-দানান্তে "ওঁ মন্ত্রাদিভ্যোনমঃ" বলিয়া মাতৃগণের নমস্কার করতঃ "ওঁ মাত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি (পার্ব্বণ বিধিমতে) করিবে।

শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানান্তে মন্মথ গঙ্গার পূর্ব্বাংশে মুণ্ডন করিবে।

বাড়বকুণ্ড।

এখানে পূর্ব্ব মন্ত্রানুযায়ী সঙ্কল্পপূর্ব্বক ("ব্যাসকুণ্ডোদক" স্থলে "বাড়বানলকুণ্ডোদকে" বলিতে হইবে) পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি-কামনায় স্নান তর্পণ করিবে, এবং বাড়বাগ্নি স্পর্শপূর্ব্বক যথাসম্ভব মতে "জ্বালাগ্নির" পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিবে। তৎপরে জ্বালাগ্নির নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃতযুক্ত বিল্বপত্রে হোম করিবে।

মন্ত্র যথা—"ইদং সঘৃতবিল্বপত্রং জ্বালামুখীদেব্যৈ নমঃ"

এই মন্ত্রে ৩, ৫, ৭ বার ঘৃতযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারায় হোম করিবে।

এইখানে জ্বালাকালী আছেন, দক্ষিণা কালিকার পূজা-মতে তাঁহার পূজা করিতে হইবে।

লবণাক্ষ।

পুনর্জ্জন্মমুক্তি-কামনায় পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া (ব্যাসকুণ্ডে স্নানের সঙ্কল্পে) লবণাক্ষ তীর্থের নাম করতঃ স্নান, তর্পণ করিবে, এবং এইখানেও পূর্ব্বমতে জ্বালাগ্নির হোম করিবে।

শুকধ্বনি—এইখানে ধর্ম্মাগ্নি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া হোম করিবে।

সহস্রধারা—এইখানে মহাপাতক বিনাশার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ করিবে। ইহা স্বর্গীয় মন্দাকিনীর একটি শাখা বিশেষ।

ব্রহ্মকুণ্ড—জলে অভিষেক করিবে।

সূর্য্যকুণ্ড—জ্বালাগ্নির হোম ও জলে অভিষেক করিয়া বিধি আছে।

কুমারী কুণ্ড।

কুমারী কুণ্ডে—সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ ও হোম করিবে। এই সমস্ত তীর্থে মন্ত্রাদির কোন বিশেষ নাই। কেবল তীর্থগুলির নাম করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানদানাদি করিবে।

কুমারী পূজা।

এক বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কারবিহীনা কন্যাকে কুমারী বলে। সকল জাতির কন্যাই কুমারীরূপে পূজিতা হইতে পারেন,

কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাই ইহাতে শ্রেষ্ঠতমা। বয়স ভেদে কুমারীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করিবার বিধি আছে।

১। সন্ধ্যা, ২। সরস্বতী, ৩। ত্রিধামূর্ত্তি, ৪। কালিকা, ৫। সুভগা, ৬। উমা, ৭। মানিনী, ৮। কুব্জিকা, ৯। কালসন্দর্ভা, ১০। অপরাজিতা, ১১। রুদ্রাণী, ১২। ভৈরবী, ১৩। মহালক্ষ্মী, ১৪। পীঠনায়িকা, ১৫। ক্ষেত্রজ্ঞ, ১৬। অম্বিকা। সংখ্যাগুলি বর্ষ-জ্ঞাপক বুঝিতে হইবে।

পূজা-বিধি।

ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীং দেবীং মাতৃণাং রূপধারিণীং।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবাহয়াম্যহং।

এই মন্ত্রে কুমারীকে আবাহনকরতঃ আসনে উপবেশন করাইয়া—

ওঁ জগৎপূজ্যে জগদ্ধাত্রি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাত নমোঽস্তুতে।

বাক্যে নমস্কার ও প্রার্থনা করিয়া পরে—

ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীং।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীং।
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাং।

এই মন্ত্রে ধ্যান আর "ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং হ্সৌঃ ইদমাসনং কুমার্য্যৈ নমঃ। হ্রীং এতৎ পাদ্যং কুমার্য্যৈ নমঃ। শ্রীং ইদমর্ঘ্যং কুমার্য্যৈ

স্বাহা। ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ হূঁ হেসৌঃ ইদমাচনীয়ং কুমার্য্যৈ স্বধা (ঐঁ— ইত্যাদি রূপ মন্ত্রযোগ আভরণ পর্য্যন্ত দিবে) এষ মধুপর্কঃ কুমার্য্যৈ স্বধা। ইদং পুনরাচমনীয়ং কুমার্য্যৈ স্বধা। ইদং স্নানীয়োদকং কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি। ইদং বস্ত্রং কুমার্য্যৈ নমঃ (বস্ত্র নিবেদন করিয়া পরিধান করার ব্যবহার আছে)

ইদমাভরণং কুমার্য্যৈ নমঃ। তৎপরে হূং এষ গন্ধঃ কুমার্য্যৈ নমঃ। যং এতানি পুষ্পানি কুমার্য্যৈ বৌষট্। হসৌঃ এষ ধুপঃ কুমার্য্যৈ নমঃ। হেসৌঃ এষ দীপঃ কুমার্য্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ হেসৌঃ এতন্নৈবেদ্যং কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি।

কুমারী ষড়ঙ্গপূজা—ঐঁ হ্রীং শ্রীং হ্রং হেসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হৈং বৈং হ্রাং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ ঐং কুলবাগীশ্বরী কবচায় হূং ঐং কুলেশ্বরী-নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রাং অস্ত্রায় ফট্।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবারায় বাণভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ। এই ক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐং জয়ায় উত্তর-বক্ত্রায় নমঃ। ঔং হ্রাং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিম-বক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ। ওঁ ভাস্কর নমঃ। এই ক্রমে চন্দ্রায়, দিক্‌পালেভ্যঃ। সন্ধ্যাদিভ্যঃ। বীরভদ্রায়ৈ। মহাকন্যায়ৈ। কৌলিন্যৈ কুলগামিন্যৈ। অষ্টাদশ-ভূজায়ৈ কাল্যৈ। চণ্ডদুর্গায়ৈ।

পরে প্রাণায়ামপূর্ব্বক মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া গুহ্যাতি মন্ত্রে জপপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া নমস্কার করিবে—

দেবেন্দ্রোদয় ইন্দুকোটিকিরণাং বারাণসীবাসিনীং।
বিদ্যাং বাগ্‌ভব কামিনীং ত্রিনয়নাং সূক্ষ্মাক্রিয়াগামিনীং
চণ্ডোদ্বেগনিকৃন্তনীং ত্রিজগতাং ধাত্রীং কুমারীবরাং।
মূলাম্ভোরুহবাসিনীং শশিমুখীং সম্পূজয়ন্তি শ্রিয়ে॥

এই মন্ত্র দ্বারা কুমারীকে স্তব করতঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। এই সমস্ত বিশেষ কার্য্য ভিন্ন অন্য সমুদয়ই সামান্য পূজা-পদ্ধতি অনুসারে করিবে।

সফল।

তীর্থকার্য্য সমাধা হইলে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তীর্থের সেবায়েত পাণ্ডা হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

"সাক্ষিণঃ সন্তুমে দেবাঃ ব্রাহ্মণা বসবস্তথা।
ময়াতীর্থং সমাসাদ্য পিতৃ্ণাং নিস্কৃতিঃ কৃতা॥
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহং ঋণ-ত্রয়াৎ॥"

পাণ্ডাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হইবে।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।